বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন

ফয়সালা

শওকত হোসেন

সেবা প্রকাশনী

SUVOM

SUVOM

বাংলাপিডিএফ.নেট SUVOM

ওয়েস্টার্ন

ফয়সালা

শওকত হোসেন

প্রতাপশালী র‍্যাঞ্চার হেনরি কিং। বিশাল এলাকা নিজের দখলে রাখার হীন উদ্দেশ্যে নির্মমভাবে উচ্ছেদ করছে অসহায় নেস্টরদের। এই অপকর্মের অংশ হিসাবেই তার ফোরম্যান দুর্ধর্ষ লেন নির্দয় বেন রাইকারের চোখের সামনে হত্যা করল ওর বাবা আর প্রিয় ভাইকে। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ওদের আবাস। কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেল বেন রাইকার। বুকে জ্বলে উঠল প্রতিশোধের অনল। অমানুষিক পরিশ্রমে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুলল রাইকার। ফিরে এল তারপর। এবার পালা বদলের পালা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন ১১৩

ফয়সালা

শওকত হোসেন

সেবা প্রকাশনী

আটাশ টাকা

ISBN 984-16-8113-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও বক্স ৮৫০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

FOYSALA
By Saokot Hossain

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
শু ভ ম
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ফয়সালা

ওয়েস্টার্ন

ফয়সালা

শওকত হোসেন

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র ১, ২, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল ১, ২, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম।

খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।

রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ান্টেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষ্ণা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, রাথান ১, ২, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা ১, ২, গাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ ১, ২, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।

শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ ১, ২, হানাদার ১, ২, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত।

আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক।

রকিব হাসান: তৃণভূমি, নির্জনবাস।

হিফজুর রহমান: শিকারী।

জাহিদ হাসান: স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত।

আলীম আজিজ: সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা।

বজলুর রহমান: বাজি।

খসরু চৌধুরী: ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা।

এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ।

তাহের শামসুদ্দীন: স্যার্জার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক।

কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ: মুক্তপুরুষ।

কাজী শাহনূর হোসেন: প্রতিযোগী।

প্রিম রিজভী তৌহিদ: শেষ মার।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

এক

শব্দহীন আক্রোশে বুট পরা পা খামচে ধরে স্টির‍্যাপ থেকে খসানোর চেষ্টা করল ছেলেটা। ওর পেছনে দাউদাউ জ্বলছে আগুনের লেলিহান শিখা। ওদের এক কামরার ঘাসের ছাউনি দেয়া কেবিন পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। আগুনের গর্জন কানে বাজছে। কেবিনের সামনে দরজা ঘেঁষে পড়ে রয়েছে একটা অনড় মানুষ। অদ্ভুত ভঙ্গিতে বাঁকানো হাত-পা দেখে বোঝা যায় অনেক আগেই মারা গেছে সে। এখন ক্ষণে ক্ষণে আগুনের ছোবলে পুড়ছে তার পরনের কাপড়।

'আমাকে মারো!' বলল ছেলেটা, *'নইলে পস্তাবে।'*

বুটের মালিক লোকটা লম্বা, শক্তপোক্ত গড়ন। ছোট ছোট একজোড়া চোখ নাকের খুব কাছাকাছি বসানো। চৌকো চোয়াল। নিষ্ঠুর চেহারা। ঠোঁটে তীব্র অসন্তোষের হাসি নিয়ে ক্রুদ্ধ ছেলেটার দিকে তাকাল সে।

হেসে উঠল তার সঙ্গী ঘোড়সওয়ারদের একজন। 'সাবধান, লেন! নেস্টরের বাচ্চা টেনে নামিয়ে তক্তা বানাবে কিন্তু তোমাকে!'

রসিকতার জবাব দিতেই যেন স্টির‍্যাপ ছেড়ে আচমকা ছিটকে পেছনে চলে এল সবুট পা। পরক্ষণে সাপের মত ছোবল হানল। ছেলেটার ঠিক বুকের ওপর লাগল প্রচণ্ড লাথি। টলমল পায়ে পেছনে চলে গেল সে। হাঁ হয়ে গেছে মুখ কিন্তু কোন শব্দ বেরোচ্ছে না, দুহাতে নিজের গলা খামচে ধরে রয়েছে। বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করছে সে। আন্দাজ গজ দুই পেছনে যেতে পারল ছেলেটা, তারপর ধপাস করে পড়ল ডোরইয়ার্ডের ধুলোয়। যন্ত্রণায় বেঁকে যাচ্ছে তার

শরীর।

'শোকর করো!' আগুনের গর্জন আর বুকের খাঁচায় তড়পাতে থাকা হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ ছাপিয়ে লেন নিময়ের কণ্ঠস্বর কানে এল। 'দুটোকে ঝেড়ে দেয়াই আপাতত যথেষ্ট। কিন্তু ফের জুতো ধরে টানাটানি করতে এলে খবর আছে বলে দিলাম! এঁকেবারে জানে মেরে ফেলব!' আবার স্টির‍্যাপে পা ঢোকাল নিময়। ফিরে যাবার জন্যে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল। সঙ্গীরা অনুসরণ করল তাকে। জ্বলন্ত শ্যাক থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাচ্ছে।

ভাষা খুঁজে পেল যেন ছেলেটা। 'দেখবে...একদিন *ফিরে আসব আমি...বদলা নিতে।'* এটুকু বলতেই শক্তি ফুরিয়ে গেল ওর, কোনমতে গড়িয়ে চিত হলো।

ওভাবেই পড়ে থাকল। কেবিনের ছাউনিটাও অবশেষে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল, বিশালাকার জোনাকি পোকার মত চারদিকে আগুনের কণা ছিটাল।

ঘোড়ার খুরের ছন্দোবদ্ধ শব্দ পুরোপুরি মিলিয়ে যাবার আগেই আবার নড়ে উঠল ছেলেটা। তীব্র ব্যথার জন্য দ্রুত নড়াচড়া করতে পারছে না। উপুড় হয়ে দু'হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে খানিকটা উঁচু হলো। নিচের দিকে ঝুলে থাকল মাথা। ধ্বংসস্তূপের কিনারায় আন্দাজে হাত চালাতে লাগল। ছোঁয়া পাবার পর বুঝতে পারল আসলে কিসের খোঁজ করছিল এতক্ষণ। নিশ্চিত হবার জন্যে ঝলসানো হাতে ভাল করে পরখ করল।

এবার চিনতে পেরেই দ্রুত সচেতন হয়ে উঠল সে, বরফ শীতল পানির তলা থেকে উঠে এসেছে যেন! ঝলসানো হাতে তীব্র যন্ত্রণা সত্ত্বেও সদ্য খুঁজে পাওয়া শরীরের আঠালো ভেজা-ভেজা ভাব টের পেল সে। ওর স্পর্শে নড়ে উঠল শরীরটা।

'বেন!' দুর্বল কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ছেলেটা, যেন অনেক দূর থেকে কথা বলছে কেউ। একটা হাত উঠে এসে স্পর্শ করল ছেলেটাকে।

বেন রাইকারের আহত বুক চিরে আর্তনাদ বেরিয়ে এল। ধোঁয়ায়

জবান বন্ধ হবার জোগাড়, তবু খসখসে গলায় বলে উঠল, 'লি…*লি*…! খুব বেশি লেগেছে, লি?'

'হ্যাঁ, বেন! মারাত্মক অবস্থা! আমি আর বাঁচব না, বেন! তুমি এখান থেকে জলদি পালাও! *এখুনি!* ওরা আবার আসবে! এসে…' দুর্বল কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল। বড় ভাইয়ের শরীর ধরে খ্যাপার মত ঝাঁকতে শুরু করল বেন, যেন গায়ের জোরেই বাঁচিয়ে রাখবে তাকে!

'খুব বেশি চোট লাগেনি তোমার, লি! শোনো, লি!…আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারব!…একটা ঘোড়া জোগাড় করতে পারলে…লি! *লি!*, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, লি? বলছি—তোমাকে বয়ে নিতে পারব আমি…আমার চেয়ে বেশি বড় নও তুমি…একটা ঘোড়া ধরতে পারলে তোমাকে…'

আস্তে আস্তে সামনে ঝুঁকে পড়ল বেন রাইকারের মাথা, এপাশ ওপাশ দুলছে। 'না, লি, তোমাকে বোধ হয় আর সরিয়ে নিতে হবে না! ঘোড়া খোঁজারও দরকার নেই আর।' ওর হাতের নিচের শরীরটা এখন স্থির। 'আর কোনদিন ঘুম ভাঙানোর জন্যে খাট থেকে ফেলে দিতে হবে না তোমায়! তোমার কথায় বনে গিয়ে কাঠ কেটে আনতে হবে না। তুমি আর কোনদিন ব্যাঙের মত ডাক ছাড়বে না, আমিও আর লাফাব না। ওরা বাবাকেও মেরে ফেলেছে, লি…দেখামাত্র সবাই মিলে গুলি করেছে।…ল্যাম্পের আলোয় গুলির ঘায়ে বাবার কোট থেকে ধুলো উড়তে দেখেছি আমি স্পষ্ট! যেন গদার বাড়ি মারছিল কেউ…একটা দুটো নয়, অনেক! হয়তো আমার কথা তুমি আর শুনতে পাবে না, লি, তবু বলছি। তোমার সঙ্গে কতদিন কত খারাপ ব্যবহার করেছি…আমি সেজন্যে দুঃখিত। কতবার যে তোমার বিছানায় গিরগিটি ছেড়ে দিয়েছি, তোমার প্রিয় খাবার সাবাড় করেছি—!'

নিচু হতে হতে অবশেষে বুক স্পর্শ করল বেনের চিবুক। মৃত ভাইয়ের কাছে বিড়বিড় করে নানা অপরাধের জন্যে ক্ষমা চাইছে। তার ভাই অবশ্য এসব শোনার ঊর্ধ্বে চলে গেছে। আর কখনও কারও কথা শুনতে পাবে না সে। ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল বেনের গলার

আওয়াজ। দুঃখ বেদনা আর যন্ত্রণার ত্রিমুখী হামলা এক সময় অসাড় করে দিল ওর মগজ। ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে নিষ্পাপ মনটাকে রেহাই দিতে চাইল যেন। ঘুমিয়ে পড়ল রাইকার। লির লাশের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে আছে। দ্রুত আড়ষ্ট হয়ে আসছে লাশ।

নেস্টরের ছেলে বেন রাইকারের বয়স মাত্র দশ বছর। লি রাইকারের ছোট ভাই সে। আঠারোশো চৌষট্টির দোসরা এপ্রিল লি রাইকারের জন্ম; আঠারোশো উনআশির বাইশে জুন গুলির আঘাতে জীবন দিল। কারা গুলি করেছে জানা থাকা সত্ত্বেও কোন সাজা হলো না তাদের।

দু'জনই ওরা বেন রাইকার সিনিয়রের ছেলে। দরিদ্র, নির্বিবাদী এবং ব্যর্থ এক লোক রাইকার। ঘটনাক্রমে স্ত্রীকে হারিয়ে ফারমিং পেশা বেছে নিয়েছিল এমন এক জায়গায় যেখানে চাষাবাদকে খারাপ চোখে দেখা হয়। তবু ক্যাটলম্যানদের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে নাছোড়বান্দার মত মাটি কামড়ে পড়ে ছিল। ক্যাটলম্যানরা তাকে বারবার তল্লাট ছাড়তে বলেছে। হুমকি দিয়েছে। কিন্তু বোকার মত সে জবাব দিয়েছে: বসবাসের জন্যে সবারই পছন্দসই জায়গা বেছে নেয়ার অধিকার আছে। স্বাধীন দেশে যেখানে কারও মালিকানাই চূড়ান্ত নয় কথাটা সেখানে আরও বেশি সত্য।

কিন্তু এটা মুক্তভূমি, বেন রাইকার সিনিয়রের এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। স্বাধীন দেশে নিজের জন্যে এক টুকরো জমির দাম মেটাতে নিজের আর ছেলের জীবন উৎসর্গ করে গেল খামোকা। অসম্ভব স্বপ্ন দেখার মাশুল প্রাণ দিয়ে গুণতে হলো তাদের।

হেনরী কিংয়ের সুবিশাল র‍্যাঞ্চহাউস। স্টাডি রুম হিসাবে ডিজাইন করা একটা বিরাট কামরাকে হেডঅফিস হিসাবে ব্যবহার করে সে। এখন তার ডেস্কের সামনে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে লেন নিময়। দু'হাতের বুড়ো আঙুল গানবেল্টে গোঁজা। ডেস্কের ওপাশে বসে হেনরী কিং। চকচকে মেহগনি ডেস্ক-টপে আঙুল দিয়ে অবিরাম তাল ঠুকছে। র‍্যাঞ্চার

নাখোশ, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কম কথার মানুষ সে। পেন্সিলে আঁকা রেখার মত সরু একজোড়া গোঁফ তার ওপরের চওড়া ঠোঁটকে দুটি অসমভাগে ভাগ করেছে। চির-মলিন চেহারা, সারাক্ষণ বেজার দেখায়। খাড়া নাকটা কর্তৃত্ব আর ক্ষমতার কথা জানান দিচ্ছে। র‍্যাঞ্চিং আর ফ্রেইটিং ব্যবসায়ে তার জুড়ি নেই—এটা সেই ক্ষমতারই প্রমাণ। আশপাশে একশো মাইলের মধ্যে এ দু'ধরনের ব্যবসায়ে তার ধারেকাছে ঘেঁষার মত কেউ নেই। মাথার চুল পাতলা হতে শুরু করায় বাম দিকে বেশ নিচে সিঁথি করে একপাশের চুল ওপরে তুলে চাঁদি ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে সে আজকাল।

নাকের মতই তীক্ষ্ণ র‍্যাঞ্চারের কণ্ঠস্বর। 'নিময়, কতবার তোমাকে বলেছি ওই লোকগুলোর ওপর এভাবে হুট করে চড়াও হয়ো না। বেশি জোর খাটানোর দরকার নেই। আশ্চর্য, তোমার মাথায় ঘিলুর বদলে পোড়া বারুদ আছে নাকি! কবে বুঝতে পারবে যে এ ধরনের দু'চারটা খুনই এমন পচা গন্ধ ছড়াতে পারে যা রাজধানীর লোকজনের নাকে লাগবে! ওরা তখন বিগড়ে যাবে না!'

নিময়ের দু'চোখ হাসিতে ঝিলিক মারল। 'আসলে খুন খারাবি নিয়ে ভাবছ না তুমি, হেনরী। খুব ভাল করেই জানো সেটা। তোমার আপত্তি কায়দা নিয়ে। আমি আজ রাইকার আর তার ছেলে দুটোকে বিষ মেশানো খাবার গিলিয়ে এলে ওদের মৃত্যুটাকে দুর্ঘটনা মনে করত সবাই। তখন খুশিতে বগল বাজাতে তুমি। এটাও জানো! তোমার তো খুশিই হওয়া উচিত: এমাসে এই নিয়ে তিন নম্বর নেস্টরকে খেদানো গেছে। মাস ফুরোতে এখনও দেরি আছে!'

টেবিলের ওপর সজোরে আঘাত হানল কিং। 'মাথায় বুদ্ধি নেই যখন সবই গিলিয়ে দিতে হবে তোমাকে, নাকি? যা শুনলাম তাতে বোঝা যাচ্ছে—যদি কখনও বিপদ ঘটে তোমাকে আর তোমার লোকদের চিনিয়ে দেয়ার জন্যে বাঁচিয়ে রেখে এসেছ পিচ্চিটাকে। এতেই বোঝা যায় আসলে তুমি একটা অশিক্ষিত মূর্খ!'

কাঁধ ঝাঁকাল নিময়। 'অশিক্ষিত হতে পারি, কিন্তু বেকুব নই! এবার কি ঘটবে জানো? শোনো, বলছি,' সামনে এগোল নিময়। কিংয়ের

ডেস্কের ওপর পাছা তুলে বসে পড়ল। কথার গুরুত্ব বোঝাতে এক হাতের তর্জনী নাচিয়ে বলতে শুরু করল: 'প্রথম কথা ওই ছেলেটা এখন নেস্টরদের জন্যে একটা বীভৎস উদাহরণ হয়ে দাঁড়াবে। আগুন থেকে বাপের লাশ সরাতে গিয়ে হাত মুখ একেবারে ঝলসে গেছে তার। অবস্থা খতরনাক! বাপ পটল তুলেছে জেনেও টানা হ্যাঁচড়া করতে গেছে ছোকরা। তার পরনের কাপড়-টাপড়ও কয়েক জায়গায় পুড়ে গেছে। মোট কথা ভয়াবহ একটা চেহারা হয়েছে তার। পটল তুলেছে ভাইটাও। আমি নিজে দুটো গুলি করেছি তাকে, বেঁচে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। এর মানে রাত পোহানোর আগেই পুরোপুরি একা হয়ে যাবে পিচ্চিটা।'

লম্বা করে দম নিল হেনরী কিং। 'কি বলতে চাইছ বুঝতে পারলাম না। এবার দয়া করে তোমার নোংরা পাছাটা আমার ডেস্ক থেকে সরাও! গোবর শোঁকার ইচ্ছা হলে আমি গোয়ালেই যাব। কি বলতে চাও খোলাসা করে বলো। নিজেকে চালাক প্রমাণ করতে গিয়ে রাত কাবার করে দিয়ো না আবার!'

মুখ কালো করে ডেস্ক থেকে সরে এল লেন নিময়। 'এমনও দিন গেছে যখন এত দাপট ছিল না তোমার। আমি আর আমার মত কিছু বোকা তোমার হয়ে ঝুঁকি না নিলে সব চোটপাট হাওয়ায় উবে যাবে! আমার সঙ্গে একটু হিসাব করে কথা বলো, হেনরী। আমি কিন্তু মানুষ সুবিধার না!'

একথায় আমলই দিল না হেনরী কিং। 'বেশি বকবক করো তুমি। তা কি যেন ঘটার কথা বলছিলে?'

লম্বা করে দম নিল নিময়। মুঠি পাকানো হাত মেলল। 'বলছিলাম ছোকরা এবার কোথাও না কোথাও আশ্রয় নিতে যাবে। আরেকটা নেস্টরের বাড়ি ছাড়া যাবার আর কোন চুলো নেই তার। নেস্টররা তাকে দেখবে। কিভাবে কি ঘটেছে সব শুনবে। তারপর ওয়্যাগন বোঝাই করতে গিয়েই কাপড় খারাপ হয়ে যাবে ব্যাটাদের। সারাজীবন হাজার কথা খরচ করলেও হয়তো এত উপকার পাওয়া যেত না। নেস্টরদের কাছে মৃত্যুর প্রতীক হয়ে দাঁড়াবে ছেলেটা।'

কয়েক মুহূর্ত হাত দিয়ে তাল ঠুকল হেনরী কিং। চিন্তিত চেহারায়

নিময়ের দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'আজ অনেকদিন হলো আমার সঙ্গে কাজ করছ তুমি, লেন। তোমার ভুলের সংখ্যা খুব বেশি না। অন্তত আমাদের দু'জনের কারোরই মারাত্মক কোন ক্ষতি হবার মত কোন ভুল করোনি এতদিন। কিন্তু তোমার আজকের কাজটা ঠিক হয়েছে বলে মানতে পারছি না আমি। মহা ভুল করেছ। এই ভুলের জন্যে আমাদের দু'জনকেই হয়তো চড়া মাশুল দিতে হবে। তবে তোমার ভয় অনেক বেশি। আমার ধারণা ঠিক নাও হতে পারে, কিন্তু আশঙ্কার কথা উড়িয়ে দেয়া যায় না।'

ছোট হয়ে গেল নিময়ের চোখজোড়া। 'বুঝলাম না!'

কাঁধ ঝাঁকাল কিং। 'আহত ছেলেটাকে জ্যান্ত রেখে এসেছ তুমি। বেঁচে থাকলে এখন থেকে প্রতি মুহূর্তে একটা চিন্তাই ঘুরপাক খাবে তার মাথায়। একটা মাত্র উদ্দেশ্য থাকবে তার সামনে। সেটা কি না বোঝার কথা নয় তোমার। ওর বাবা আর ভাইকে তুমি খুন করেছ। ওর হিসাবের খাতায় প্রথমেই থাকবে তোমার নাম। যদি বেঁচে থাকে, সাধ্যে কুলোলে একদিন না একদিন ঠিক ফিরে আসবে সে। হত্যা করবে তোমাকে!'

বিদ্রূপের সুরে হেসে উঠল নিময়। 'এসব কথা আমি চিন্তা করিনি ভেবেছ? আরে, আমরা তো একই পয়সার এপিঠ-ওপিঠ, হেনরী। তোমার কাছে জীবনের মানে হতচ্ছাড়া অফিসে বসে হুকুম জারি করা, টাকা গোনা; আর আমার কাছে গরু, মানুষ কি ঘোড়া সবার শান্তি হারাম করা! আমার সঙ্গে টক্কর লাগবে, সে সাহস নেই কারও। ওই ছোকরা যদি বড় হয়ে বাপের খুনের বদলা নিতে আসেও তৈরি পাবে আমাকে। লোড করা বন্দুক থাকবে আমার হাতে!'

'সেও লোড করা অস্ত্র নিয়েই আসবে। অস্ত্র চালানোর কায়দাও অজানা থাকবে না তার। হেসো না, লেন। সময় বদলে যায়। এটাই নিয়ম। আজকের ঝুঁটি-বাঁধা-কিশোরী জেনই কিন্তু আগামীকালের মক্ষীরানী। আজকের কোটিপতি আগামী সপ্তাহে রাস্তার ফকির হবে না, এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারে না কেউ।' এবার তর্জনী নাচিয়ে কথার গুরুত্ব বোঝানো শুরু করল র‍্যাঞ্চার। 'আর আজ রাতের আগুনে ঝলসে

যাওয়া অসহায় ছেলেটাই একদিন আপনজনের খুনের বদলা নিতে আজরাইলের চেহারা নিয়ে হাজির হবে না, এটাও নিশ্চিত করে বলতে পারো না তুমি।'

বিরক্তির সঙ্গে পুরু কার্পেটে লাথি হাঁকাল লেন নিময়। 'ধেত্তেরি, হেনরী! ছোকরার কপালে তার বাপের পরিণতিই লেখা আছে! কাউ-কান্ট্রিতে থাকুক কি বড় কোন শহরে যাক নেস্টর ছাড়া আর কিচ্ছু হতে পারবে না। ছাপরায় দিন কাটাবে। জানোয়ারের মত থাকবে। ছেলেপুলে বড় করবে। তারপর টুপ করে পটল তুলবে একদিন। আজ প্যাদানি খাওয়ার সময় বড় বড় বুলি কপচিয়েছে সে, ঠিক, কিন্তু হুঁশ হলেই নিজের অবস্থা টের পাবে। তখন তার চেহারাও অন্য সবার মত হবে। দু'পায়ের ফাঁকে লেজ দাবিয়ে ঘেয়ো কুত্তার মত পালিয়ে কূল পাবে না!'

'তাহলে তো *ভালই*,' বিড়বিড় করে বলল কিং। '*আমাকে* না জড়ালে এ নিয়ে মাথা ঘামাতাম না আমি, লেন। সব কিছুর জন্যে প্রথমে তোমাকে দায়ী করলেও যেহেতু তুমি *আমার* হয়ে কাজ করো, আমাকেও বাদ দেবে না সে। আমাদের দু'জনের পার্থক্য—বর্শা ছোঁড়ার কাজটা করেছ তুমি, কিন্তু কলকাঠি নড়েছে আমার হাতে!'

রাগে হতাশায় ডেস্কের ওপর দুম করে ঘুসি বসাল নিময়। 'ধেত্তেরি, হেনরী, পাগলের মত বকছ খামোকা! তোমার কথায় মনে হচ্ছে নেস্টরদের শিক্ষা দেয়ার জন্যে পুঁচকে ছোকরাটাকে বাঁচিয়ে রেখে আসলে নিজেদের মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে এসেছি আমি। তুমি বুদ্ধিমান লোক, কথাটা না জানলে ভাবতাম...'

ওকে বাধা দিয়ে কিং বলল, 'বুদ্ধিমান বলেই এত ওপরে উঠতে পেরেছি *আমি। ভবিষ্যতের কথা মনে রেখে এগোই আমি, লেন। তোমার বা আর কারও নির্বুদ্ধিতার কারণে আমার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হতে দেয়ার কোন ইচ্ছা আমার নেই।* ভবিষ্যতের কথা ভাবলে বুঝতে পারবে আজ বিরাট একটা ভুল করে এসেছ তুমি। এমন একটা মানুষকে বাঁচিয়ে রেখে এসেছ যে কিনা একটা মাত্র উদ্দেশ্য সামনে রেখে বেড়ে

উঠবে। সেটা হলো আজকের অপকর্মে জড়িত সবাইকে হত্যা করা। আমার কথা বুঝতে পারছ?'

এবার যেন একটু মিইয়ে গেল নিময়। 'কি মুশকিল, বুঝতে পারব না কেন? তুমি বলতে চাইছ ভুল করে ফেলেছি আমি। হয়তো করেছি, হয়তো করিনি। ব্যাপারটা নির্ভর করছে দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। ভুলের কথা যদি বলো তুমিও কি ঠিক কাজ করছ সব? এই যে লাঙলের মালিক হলেই লোকজনকে দেশ ছাড়া করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছ, এটা কি ঠিক?'

ডেস্কের ওপর কনুই রেখে সামনে ঝুঁকল হেনরী কিং। হাতের আঙুল সোজা করল। গোঁফ বেঁকে গেল প্রশ্রয়সূচক হাসিতে। 'ক্ষমতাই আসল শক্তি, লেন। কথাটা মনে রেখো। *তবে ক্ষমতাটাকে ঠিকমত কাজে লাগাতে জানতে হয়।* লোকজনকে আতঙ্কের মধ্যে রাখতে জোর খাটাতে পারো, কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করতে গেলেই বিপত্তি—খেপে যাবে তারা। বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটিয়ে যাও, মাই বয়, তাতে উত্তেজনা থাকবে সবার মনে, কিন্তু কারও মারাত্মক ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে না।'

বসের মাস্টারসুলভ হাবভাব দেখে গম্ভীর হয়ে গেল নিময়। 'বেশ। এক এক করে ওদের এক সেকশন থেকে তাড়াবে, তাড়াও। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভুলে যেয়ো না হাজার হাজার লোক তোমার দেয়ালে একটা ফোকর দেখার ফিকিরে আছে। সুযোগ পেলেই মরা গরু খেকো শকুনের মত হামলে পড়বে। আমার কায়দা মত কাজ চালালে সব হারামজাদা একবারেই তল্লাট ছাড়া হয়ে যেত। আর যারা আসার তালে আছে তারা আবার নতুন করে ভাবতে বাধ্য হত।'

আগেই মাথা নাড়তে শুরু করেছে কিং। 'ভুল, লেন। এটা একটা ধারাবাহিক ব্যাপার। যতদিন মানুষ বাড়ির খোঁজ করবে ততদিন মাথা গোঁজার জন্যে খোদ ইবলিশের উঠানে গিয়ে উঠতেও দ্বিধা করবে না। এজন্যেই যারা আছে তাদের আস্তে আস্তে তাড়িয়ে অন্যদের সরিয়ে রাখতে হবে। ধীরে চলো নীতিই একমাত্র সমাধান। এতে ক্ষমতাসীনেরা নাক গলাতে আসবে না। যাক, কথায় কথায় অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। তোমার কাজটা বাকি রয়ে গেছে এখনও—আজই শেষ করে আসতে

হবে।'

লেনকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে দেখে আবার বলল, 'আবার রাইকারের ওখানে যাচ্ছ তুমি। একটা প্রশ্ন জন্ম নিয়েছে ওখানে, প্রশ্নটাকে মুছে দিতে হবে। প্রশ্নটা হলো: রাইকারের ওই ছেলেটা কি বড় হয়ে বাপ আর ভাইয়ের খুনের বদলা নিতে আবার ফিরে আসবে নাকি তার জাতের অন্য লোকজনের মত কিছুদিন দুঃখের স্মৃতি বুকে নিয়ে বেঁচে থাকার পর পটল তুলবে? তোমার জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ভুলটা শুধরে আসো। এটাই চাই আমি।' হাতের ইশারায় নিময়কে বাতিল করে দিল কিং।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল নিময়। কাঁধ ঝাঁকাল। 'তোমার কথামতই হবে।' ঘুরে দরজার দিকে পা বাড়াল সে।

আবার ডাকল কিং। 'লেন।'

ঘুরে দাঁড়াল নিময়।

কিং আবার বলল, 'নতুন কোন ভুল করতে যেয়ো না যেন। কাজটা করতে না পারলে আমার কাছে পেরেছ বলতে এসো না। ভুলের জালে জড়িয়ো না নিজেকে। আমাকে নতুন ফোরম্যানের কথা ভাবতে হবে তাহলে।'

একথায় সরাসরি র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল নিময়। 'এমনিতেও ভাবতে হতে পারে। আমার কাটা ঘায়ে যারা খোঁচা দেয় আমি তাদের পছন্দ করি না। তবে ভেব না, আমি ঠিক ফিরে আসব।'

দুই

অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে জেগে উঠল বেন রাইকার। আড়ষ্ট পেশী আর

ঝলসানো চামড়া যেন সমবেত সুরে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে ঘোরের মধ্যে চলে গেল ও। আশীর্বাদের মত হলো ব্যাপারটা। মনে হলো নিজের বিছানাতেই বুঝি শুয়ে আছে, রোয়া-ওঠা চাদরের খোঁচা লাগছে গায়ে। পরক্ষণেই আবার নিজের করুণ অবস্থার আসল চেহারা যেন হাতুড়ির মত আবার আঘাত করল ওকে।

এখনও লির লাশ ছুঁয়ে আছে ও। রাতের হিম হাওয়ায় ঠাণ্ডা-আড়ষ্ট হয়ে গেছে ওটা। মূর্তিমান কোন বিপদ যেন, এমনিভাবে লাশের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিল রাইকার। শরীরের পেশী ওর ভার বইতে পারল না, উল্টে পড়ে গেল ও। পড়ে থাকল ওভাবে। বুকের গভীর থেকে ঠেলে উঠে আসতে চাইছে অদম্য কান্না। ফোস্কা পড়ে যাওয়া হাত দিয়ে মাটিতে চাপড় মারতে শুরু করল ও অবিরাম।

তারপর কিভাবে জানে না অন্য একটা ব্যাপারে সতর্ক হয়ে উঠল রাইকার। কেবল ওর চাপড় মারার শব্দ না, আরেকটা আওয়াজও কানে আসছে। ভয়াবহ ঘটনাটার আগেও এই শব্দ শুনেছিল। ঘোড়ার খুরের শব্দ। এগ্রিয়ে আসছে এদিকেই। কটনউডের পাশ ঘেঁষা সমতল প্রান্তর দিয়ে একতালে এগিয়ে এল রাইডাররা, ড্রাই ক্রিক পেরোনোর সময় ছন্দপতন ঘটল একবার। এতক্ষণে নিজের বিপদ টের পেল বেন রাইকার। আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি বিপদের চেহারা চিনতে সাহায্য করল।

কোনমতে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল রাইকার, এলোমেলো পা ফেলে ভস্মীভূত কেবিনের উত্তর পাশে চলে এল। এখনও ধোঁয়া উঠছে ছাইয়ের গাদা থেকে। ঝোপের দিকে পা বাড়াল রাইকার। ভুট্টার খেতের সীমানার কাজ করছে ওটা। অনেক ঘাম ঝরিয়ে এবছর এখানে চাষ করেছিল ওরা। কিন্তু এ ভুট্টা আর কোনদিন খচ্চরগুলোকে খাওয়ানো হবে না। কারণ কোরালে মরে পড়ে আছে জানোয়ারগুলো। ওদের চামড়া বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। এখন কিংয়ের গরুর পালের খোরাক হবে এগুলো। এখানে চরে বেড়াবে র‍্যাঞ্চারের গরু। আগেও অন্য সেটলারদের হত্যা বা উৎখাতের পর এমন ঘটতে দেখেছে

ও। এ মাঠের ভুট্টা দিয়ে আর কোনদিন কর্নকব বানাবে না বাবা। ওরা কত ভালবাসত খাবারটা! এতদিনের সুখের জীবন চিরদিনের মত হারিয়ে গেছে বুঝতে পেরে কান্নার অবাধ্য একটা দমক উঠে আসতে চাইল গলা চিরে। এখন পালাতে হবে ওকে! *দৌড়ের* ওপরই থাকতে হবে কেবল!

রাইডাররা ঝড় তুলে উঠানে হাজির হবার ঠিক আগ মুহূর্তে কোন রকমে ঝোপে ঢুকে পড়তে পারল রাইকার। প্রায় তিনশো গজ দূরে লুকিয়ে থেকে সমবেত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

'ছড়িয়ে পড়ো!' পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণিত কণ্ঠস্বরটা শোনা গেল আবার। এ লোকের গলার আওয়াজ চিনতে কোনদিন ওর ভুল হবে না। 'কাছেপিঠেই আছে। যা অবস্থা, বেশি দূরে যেতে পারার কথা না!'

রাইকারের ভাঙা মনে এমন এক অনুভূতির সৃষ্টি হলো যা কোনদিন ভোলার নয়। মানুষ পশুর চেয়েও অধম হতে পারে এই সত্য উপলব্ধি করে ওর দুঃখ বেদনা আর শঙ্কা একাকার হয়ে গেল! বিশ্বাস হতে চায় না এই মানুষই নিজেকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করে! কেবল মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই খুঁজছে বলে খুন করার মত জঘন্য পথ বেছে নেয় কেন মানুষ? এখানে থাকার ব্যাপারে তো সরকারী কোন বাধা নেই? হেনরী কিং আর তার ফোরম্যান লেন নিময়ের মত লোকগুলো এত অন্যায় করেও খোদার গজব থেকে রেহাই পায় কিভাবে? *কেন?* ...

এ প্রশ্নের কোন জবাব নেই, জানে রাইকার। জানে, এখান থেকে সরে পড়তে হবে ওকে। যেভাবেই হোক বাঁচতে হবে। বড় হতে হবে। জাগিয়ে রাখতে হবে মনের মধ্যে জ্বলতে থাকা ঘৃণার আগুন। এই আগুনই এখনও জাগিয়ে রেখেছে ওকে, লুকাতে প্ররোচিত করেছে। একটা গুহায় লির সঙ্গে লুকোচুরি খেলত রাইকার। ঝোপে ঢাকা ড্র ধরে সেদিকে পা বাড়াল ও। গুহা-মুখে জন্মানো ঝোপ ঠেলে আগে বাড়ল। শুকনো ডাল আর পাতার খোঁচা লাগছে গায়ে, ঝলসানো হাত আর মুখে ব্যথার তুফান চলছে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেছে চেহারা। গুহায় ঢুকে

একেবারে ভেতরে চলে এল রাইকার। দম আটকে বসে থাকল।

এক ঘণ্টা কেটে গেল এভাবে। গুহার সামনে দু'বার ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। ঝোপঝাড়ের খোঁচা খেয়ে খিস্তি ছাড়ছে রাইডাররা। এভাবে খামোকা ঘুরে বেড়ানো পছন্দ হচ্ছে না তাদের। পানির তোড়ে মসৃণ হয়ে যাওয়া ড্রয়ের পাথরে বারবার পিছলে যাচ্ছে ঘোড়ার খুর। এদিক ওদিক ছোটার সময় হিংস্র কণ্ঠে চিৎকার করছে রাইডাররা। অবশেষে রাতের মত তল্লাশি বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল নিময়। স্বস্তিতে জ্ঞান হারানোর অবস্থা হলো রাইকারের। একটু পরেই শব্দ শুনে বোঝা গেল ফিরতি পথ ধরেছে রাইডাররা।

আরও এক ঘণ্টা পর গুঁড়ি মেরে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল বেন রাইকার। বেঁচে থাকার উদগ্র ইচ্ছা ইতিমধ্যে ওকে অনেকখানি সতর্ক করে তুলেছে। এতদিন এমন ছিল না ও। খুদে জানোয়ারের মত হামা দিয়ে ড্র বরাবর ধোঁয়ার গন্ধ শুঁকে শুঁকে মাঠের কিনারায় এল রাইকার। শয়তানগুলো চলে গিয়ে থাকলে খেদিয়ে দেয়া হাড় জিরজিরে ঘোড়াগুলোর একটাকে খুঁজে বের করে...

আচমকা ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর বুক। মাত্র পঞ্চাশ ফুট দূরে কথা বলে উঠেছে একজন। 'একে বোকামি ছাড়া আর কি বলে!' গজগজ করে বলল লোকটা। 'রাত বিরেতে খোলা ময়দানে বসিয়ে রেখে গেছে দশ বছর বয়সী এক পুঁচকে ছোঁড়ার খোঁজে! ছোকরা হয়তো এতক্ষণে দশ-বিশ মাইল দূরে পালিয়ে গেছে! বসের চিন্তাভাবনা বেশ মজার, যাই বলো!'

'তোমার কাছে মজার মনে হলেও আমার কাছে মোটেও তা মনে হচ্ছে না!' বলল আরেকজন। 'ঘোড়া নেই, পানি নেই, মাঝরাতে খোলা জায়গায় এভাবে পড়ে থাকতে একটুও ভাল লাগছে না! বসের ধারণা, ওই পিচ্চিটা আবার ফিরে আসবে! ফিরে আসবে না ছাই! হতচ্ছাড়া এখন পালিয়ে কূল পাচ্ছে না! বলে দিচ্ছি, আর কোনদিনই এখানে আসার সাহস হবে না তার!'

'আমারও একই কথা! যাকগে, এসো আমরা বরং বিশ্রাম করি। পিঠে পিঠে হেলান দিয়ে বসে অনায়াসে ঘুমানো যাবে। প্যাঁচার মত ড্যাবড্যাব করে ঝোপঝাড়ের দিকে তাকিয়ে থেকে রাতের ঘুম হারাম করার বিন্দুমাত্র খায়েশ নেই আমার। ঝোপ থেকে আমাদের আক্রমণ করার প্রশ্নই আসে না ছোকরার!'

'ঠিক বলেছ।—ওফ! তোমার এটা পিঠ না সাপের চামড়া! এত চড়াচড়া কোরো না তো!'

আগুনে পুড়ে ওদের পুরানো শটগানটাও অকেজো হয়ে গেছে। *এখন যদি ওটা হাতে থাকত! আর এক মুঠো কার্তুজ!* ভাবল রাইকার। জীবনে কোনদিন এভাবে কোন কিছু পেতে চায়নি ও। এত কাছে যেভাবে বসে আছে দুটোকেই নিকেশ করে দেয়া যেত, কোনই সমস্যা হত না! খানিকটা হলেও ওদের পাওনা শোধ করা যেত। কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলল ও। দ্রুত স্বভাবের অংশ হয়ে যাচ্ছে এই দৃঢ়তা। জরুরী বিষয়ের দিকে মন দিল ও।

শেষ বারের মত লি আর বাবা যেখানে পড়ে আছে সেদিকে তাকাল রাইকার। নিচু অথচ স্পষ্ট উচ্চারণে বলল: বাবা—লি—অপেক্ষা করো। এখন কিছু করার নেই আমার। কিন্তু, কথা দিচ্ছি একদিন আবার ফিরে আসব আমি। এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেব! গুডবাই, পাপা, গুডবাই, লি...'

ঘুম থেকে জাগতে তীব্র আপত্তি জানাচ্ছে জিম ব্রিস্টোর মগজ। কড়া নাড়ার বিকট শব্দটাকে বন্ধ হতে বলছে ওর মন। ঘুমোতে চায় সে। তারপর হঠাৎ বিপদ-আশঙ্কা সজাগ করে তুলল তাকে। নিমেষে চোখের পাতা থেকে বিদায় নিল ঘুম। আগেই জেগেছে তার স্ত্রী। নিঃশব্দ আতঙ্ক নিয়ে শুয়ে আছে পাশে।

দ্রুত স্ত্রীর দিকে ফিরল ব্রিস্টো। 'বাচ্চাদের নিয়ে জলদি খাটের নিচে লুকাও!' কর্কশ কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল। 'যাই ঘটুক, বেরোবে না, বুঝেছ?'

পা টিপে টিপে পাশের কামরায় চলে এল ব্রিস্টো। দু'কামরার একটা কেবিন এটা। দেয়ালের পেরেকে ঝোলানো ডাবল-ব্যারেলড শটগানটা নামিয়ে নিল সে। ওপাশের কামরা থেকে ভেসে আসা শব্দ থেকে বোঝা যাচ্ছে ছেলেমেয়েসহ খাটের তলায় আশ্রয় নিচ্ছে তার স্ত্রী। ওরা নীরব হওয়ার অপেক্ষা করল ব্রিস্টো। তারপর দরজার দিকে তাকাল। কড়া নাড়ার শব্দ অব্যাহত রয়েছে!

'কে—কে ওখানে?' চড়া গলায় জিজ্ঞেস করল ব্রিস্টো।

'আমি—বেন রাইকার!' জবাব এল। 'দরজা খোলো, মিস্টার ব্রিস্টো, প্লীজ!'

সন্দেহ ঘুচল না জিম ব্রিস্টোর। 'আর কে আছে সঙ্গে?'

'কেউ না! আমি একা! প্লীজ, মিস্টার ব্রিস্টো, দরজা খোলো! কথা আছে!'

সাবধানে দরজার বোল্ট সরাল ব্রিস্টো। হাতের শটগান তৈরি। কবাট খোলার পর তারার আলোয় তার মনে হলো একাই এসেছে বেন রাইকার। জাপ্টে ধরে হ্যাঁচকা টানে ওকে ভেতরে নিয়ে এল সে। ফের বোল্ট লাগাল জায়গামত। নাগালের মধ্যে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল শটগানটা।

'এত রাতে কেন এসেছ?' জানতে চাইল সে। 'তোমার বাবা জানে...'

'বাবা বেঁচে নেই!' গোঙানির মত কথা কটি বেরিয়ে এল রাইকারের মুখ দিয়ে। 'লি-ও মারা গেছে! সাপারের পরপরই হামলা চালিয়েছিল ওরা। অনেক বড় ছিল দলটা। বাবা মনে করেছিল এমনি কেউ আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছে বোধ হয়। হাউডি বলার জন্যে দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাবার সঙ্গে কোন কথাই বলেনি ওরা, মিস্টার ব্রিস্টো! দেখামাত্র গুলি করতে শুরু করে দিয়েছে। জানালা দিয়ে দেখেছি আমি। সবাই একসঙ্গে গুলি করেছে!' ভয়ঙ্কর ঘটনাটার কথা মনে পড়তেই আবার কান্নায় দম বন্ধ হয়ে এল রাইকারের। নিজেকে সামলে নিয়ে

বলল, 'বাবাকে সাহায্য করতে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল লি। ওকেও গুলি করে ওরা। লি ফিরে আসার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দেয়ালের কোণে আসার আগেই পড়ে গেছে হুমড়ি খেয়ে। তখন আমি…'

'ওরা মানে? ওরা কারা?' কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ব্রিস্টো।

ঘৃণায় কর্কশ শোনাল রাইকারের কণ্ঠস্বর। 'হেনরী কিংয়ের রাইডার। লেন নিময় নিয়ে এসেছিল ওদের। আবার দেখলে দু'জনকে চিনতে পারব। আমার মাথা বোধ হয় বিগড়ে গিয়েছিল তখন। দৌড়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম কেবিন থেকে। ঠিক তখুনি ওদের দু'জন কি একটা যেন ছুঁড়ে দেয় ঘরের ভেতর—তেলে ভেজানো ন্যাকড়া বোধ হয়—আগুন ধরে যায় কেবিনে!'

ইতিমধ্যে লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিয়েছে সুজান ব্রিস্টো। রাইকারের দিকে তাকিয়ে ককিয়ে উঠল সে। 'ইয়া খোদা! বেন, তোমার হাত-মুখ যে একেবারে ঝলসে গেছে! মায়রা, জলদি মলম নিয়ে এসো! স্যাম, আলমিরা থেকে পুরানো কাপড় বের করে আনো দেখি তুমি! ছেলেটার সঙ্গে পরেও কথা বলতে পারবে, জিম! আগে ওকে যন্ত্রণা থেকে রেহাই দিই!'

'আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না, ম্যাম,' বলল রাইকার, 'মানে খুব একটা না। তাছাড়া বেশিক্ষণ এখানে থাকতে পারব না আমি। আমার খোঁজে ফিরে এসেছিল রেইডাররা। টের পেয়ে গাঢাকা দিয়েছিলাম আমি। সকাল হলেই আমার খোঁজে পুরো এলাকা চষে ফেলবে ওরা!'

'তোমার বাবা আর লির মত প্রথমেই তোমাকে মারল না কেন?' জিজ্ঞেস করল ব্রিস্টো।

মাথা নাড়ল রাইকার। 'কি জানি! ওরা হয়তো ভেবেছিল আমার মত ছোট একটা ছেলের পক্ষে ওদের কোন ক্ষতি করা সম্ভব হবে না। আমি বাবাকে আগুন থেকে সরানোর চেষ্টা করার সময় শরীর কাঁপিয়ে হাসছিল লেন নিময়। তাকে স্যাডল থেকে টেনে নামানোর চেষ্টা করেছিলাম আমি। হাসতে হাসতে লাথি মেরে আমাকে দূরে সরিয়ে দেয় সে।'

অবিশ্বাসের সঙ্গে মাথা নাড়ল ব্রিস্টো। 'কিন্তু তোমাকে বাঁচিয়ে রাখল কেন বুঝতে পারছি না। ওরা জানে কাজটা কাদের সবাইকে বলে দেবে তুমি। জানে—' হঠাৎ চুপ করে গেল ব্রিস্টো। আতঙ্কে এতটুকু হয়ে গেল চেহারা। 'তুমি কার কাছে যাও সেটাই দেখতে চেয়েছে ওরা! তাই হবে! নিশ্চয়ই তোমার পিছু নিয়ে এখানেও এসেছে!'

মাথা নাড়ল রাইকার। 'আসার সময় পেছনে নজর রেখেছি আমি। কেউ আসেনি। আমার খোঁজে দু'জনকে পাহারায় রেখে গিয়েছিল নিময়। ওদের নজর এড়িয়ে পালিয়ে এসেছি আমি। আমাকে কেউ অনুসরণ করেনি, মিস্টার ব্রিস্টো!'

জানালা দিয়ে বাইরে দেখছিল ব্রিস্টো। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে রাইকারের কথা বিশ্বাস করেনি সে। সুজান ব্রিস্টো রাইকারের পোড়া ক্ষতগুলোয় মলম লাগিয়ে দিতে শুরু করেছে। মুখ দিয়ে অবিরাম চুক্‌-চুক শব্দ করছে, যেন ছানা পাহারা দিচ্ছে কোন মুরগী। বেন রাইকারের প্রতি মমতায় ছেয়ে গেছে তার মন 'এবার বেশি পোড়া জায়গাগুলোয় পুরু করে মলম লাগিয়ে কাপড় চাপা দিয়ে দিচ্ছি,' বলল সে। 'তোমার মত ছোট একটা ছেলের জীবনে এমন ভয়াবহ একটা ঘটনা ঘটল, আহা! জিম, শেড্‌ থেকে কাঠগুলো বের করে ওখানে বেনের শোবার ব্যবস্থা করে দাও!'

নড়ে উঠল ব্রিস্টো। কেশে গলা পরিষ্কার করল। 'সেটা ঠিক হবে কিনা ভাবছি, সুজান। বেনকে বাঁচিয়ে রাখার পেছনে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে ওদের! আমার খালি মনে হচ্ছে ও কার কাছে যায় সেটাই জানতে চেয়েছে ওরা। কারা রাইকারদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জানতে চায়। ওরা যদি এখানে এসে বেনকে দেখে...'

বিশাল দু'হাত কোমরে রেখে স্বামীর দিকে তাকাল সুজান। 'জিম ব্রিস্টো, বাচ্চা এক ছেলেকে কেউ অনুসরণ করেছে সন্দেহ করে ওকে তাড়িয়ে দেয়ার কথা ভাবছ না নিশ্চয়ই? আরে, ও তো....'

'এমনিও আমি থাকছি না, মিসেস ব্রিস্টো,' বাধা দিয়ে বলল রাইকার। 'কি ঘটেছে তোমাদের জানানোর জন্যেই এসেছিলাম। যেন

তোমরা বুঝতে পারো কি করা উচিত। অনেক দূরে যেতে হবে আমাকে। এখুনি বেরিয়ে পড়ব। ইয়ে, মিসেস ব্রিস্টো, আমার তো বাড়ি যাবার উপায় নেই, ভাবছিলাম, তুমি যদি...'

'নিশ্চয়ই, বেন,' বলল সুজান, 'খাবার আর কাপড় লাগবে তোমার। স্যামের একটা শার্ট আর গরম জ্যাকেট দিচ্ছি তোমাকে। তুমি বিশ্রাম নাও। আমি ততক্ষণে সব গুছিয়ে দিচ্ছি। মায়রা, বেনকে মাংস আর রুটি এনে দাও তো। স্যাম, তুমি তোমার পুরানো শার্ট আর নীল জ্যাকেটটা নিয়ে এসো। পুরানো হলেও ভাল আছে এখনও।'

'এখানে আসার ইচ্ছা ছিল না আমার,' ব্যাখ্যা করল রাইকার, 'কিন্তু ভাবলাম ঘটনাটা তোমাদের জানা উচিত। কেউ আমার পেছন পেছন আসছে না নিশ্চিত হয়েই এসেছি। গাঢাকা দিয়েই চলে যাব, যাতে কেউ দেখতে না পায়।'

'প্রথম যে শহরে পৌঁছবে সেখানে সবার আগে ডাক্তার দেখাবে,' বলল জিম ব্রিস্টো। রাইকারকে আশ্রয় দিতে না পারার লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করছে। 'ক্ষতচিহ্ন থেকে যাক, এটা নিশ্চয়ই চাও না!'

'এখান থেকে অনেক দূরে কোথাও না যাওয়া পর্যন্ত শহরের ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষবে না,' কিচেন থেকে বলল সুজান। 'এদিকে সব ক্যাটলটাউন, চব্বিশ ঘণ্টা পার হবার আগেই তোমাকে খুঁজতে শুরু করবে ওরা। ধরা পড়ে যাবে। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, বেন? নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছার আগে লোকজনের ধারেকাছেও যাবে না। রাতের বেলা পথ চলবে, দিনে লুকিয়ে থাকবে।'

'ইয়েস'ম!'

ঝলসানো গরুর মাংসের বড় একটা টুকরো আর মাখন লাগানো রুটি এনে রাইকারকে দিল মায়রা। লাজুক হাসল ওর দিকে তাকিয়ে। 'তোমাকে চলে যেতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত, বেন,' বলল মেয়েটা। 'আর কোনদিন ফিরে আসবে না?'

কয়েক সেকেণ্ড পাথরের মত স্থির বসে থাকল রাইকার। হাতের মাংস আর রুটির কথা ভুলে গেল। 'একদিন ঠিকই ফিরে আসব আমি!'

বলল ও। ওর বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল জিম ব্রিস্টোর শিরদাঁড়া বেয়ে আতঙ্কের একটা স্রোত বয়ে গেল। 'পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে কয়েকটা লোকের। অন্যায় করেছে ওরা। মহা অন্যায়!' শুকনো চোখে নীরবে বসে রইল রাইকার। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। প্রত্যেকে চেয়ে আছে ওঁর দিকে। হঠাৎ নিজের আচরণ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল রাইকার। মায়রার দিকে ফিরে মৃদু হাসল। 'ধন্যবাদ। আমি ফিরে আসা পর্যন্ত যদি এখানে থাকো তোমরা, তোমাকে দেখতে পেলে খুব খুশি হব।'

প্যাকেট বাঁধা খাবার সহ মিসেস ব্রিস্টোর দেয়া কাপড় পরে রওনা দেয়ার জন্যে তৈরি হলো রাইকার। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল ওকে জিম ব্রিস্টো। একটা জিনিস তুলে দিল ওর হাতে। 'এটা রাখো, বয়। এরচেয়ে বেশি কিছু দিতে পারছি না বলে দুঃখিত। তোমাকে থাকতে বলতে না পারায় খারাপ লাগছে আরও বেশি। কিন্তু কি করব বলো…বোঝো তো…যদি বিপদে পড়ো, এটা হয়তো কাজে লাগবে তোমার!'

পুরানো একটা সিক্সগুটার দেখতে পেল রাইকার। গ্রিপজোড়া নেই ওটার। এক মুঠো কার্তুজও দিল ওকে ব্রিস্টো। 'কাজ চলবে,' ওকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'অস্ত্র চালাতে না জানলেও এটা দিয়ে যে গুলি করা যাবে, তা বুঝি। গুড লাক, বয়!'

রাইকারকে আলিঙ্গন করল সুজান। 'আহারে, সোনা আমার!' বলল সে। কণ্ঠস্বর ধরে এল। 'এত দুঃখ কিভাবে যে চেপে রেখেছ! তোমার মত একটা বাচ্চা ছেলে…একটু কাঁদলে হয়তো…'

মুখ তুলে সুজানের দিকে তাকাল রাইকার। ওর দৃষ্টিতে এখনই আগামীদিনের রহস্যময় এক চরিত্রের আভাস। 'আমি কেঁদেছি, ম্যাম,' বলল ও, 'কান্নাকাটি করার সময় আর নেই এখন…'

তিন

ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, আসন্ন সন্ধ্যায় লারেডোর রাস্তায় হাঁটছে সে। সরাসরি কোন দিকে না তাকালেও কিছুই ওর নজর এড়াচ্ছে না। এইমাত্র ওর পাশ দিয়ে চলে যাওয়া মেয়েটার পরনের কাপড় বা তার চোখের তারার রঙ বলতে পারবে না হয়তো, কিন্তু চাঁদের আবছা আলোতে আরও একশো মেয়ের ভিড়ে তাকে আলাদা করে চিনে নিতে একটুও অসুবিধে হবে না। অনেকেই পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে ওকে। কারও দিকে তেমন একটা নজর দিচ্ছে না ও। তবে কেউ জানতে চাইলে ঠিকই বলে দিতে পারবে নাজুক পরিস্থিতিতে কার কার ব্যাপারে সতর্ক থাকার প্রয়োজন আছে; চেহারায় খুনীর ছাপ আছে কাদের তাও বলতে পারবে অনায়াসে।

ধীর কদমে হাঁটছে সে। পরনে ডেনিম প্যান্ট। বিড়ালের মত রাজকীয় তালে হাঁটার ভঙ্গির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এপাশ ওপাশ দুলছে গায়ের জ্যাকেট। অন্যরা হাঁটার সময় বুটের খট্-খট্ শব্দ হলেও ওর লো-হিলড বুট আলগোছে ছুঁয়ে যাচ্ছে কেবল বোর্ডওঅক। কোন শব্দ হচ্ছে না। দু'চারজনের উদ্দেশে মাঝে মাঝে মাথা দোলালেও কথা বলার জন্যে একবারও থামতে দেখা গেল না তাকে। বোঝা যায় এমন কিছু কেউ আশাও করছে না ওর কাছে।

স্টপওভার স্যালুনের দিকে পা বাড়াল সে। ভেতরে ঢুকে গ্যাম্বলিং টেবিলগুলো পাশ কাটিয়ে বারের একপ্রান্তে এসে দাঁড়াল। এখান থেকে পুরো কামরায় নজর বোলানো যায়। বারের ওপর কনুই রেখে অনায়াস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বারকিপের হাত খালি হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল।

বারকিপ তাকাতেই দু'আঙুল তুলে ইশারা করল। মাথা দোলাল বারকিপ। তারপর প্রায় ফুট দশেক দূর থেকেই বোতল আর গ্লাস ঠেলে দিল মেহগনি কাঠের ওপর দিয়ে।

গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে চুমুক দিল রাইকার। নজর চালাল চারপাশে। বারে এখনও বেশ কয়েকটা খালি জায়গা দেখা যাচ্ছে। অবশ্য সন্ধ্যা সবে নেমেছে, রাত একটু গভীর হলেই গমগম করতে শুরু করবে জায়গাটা। টেবিলগুলোয় অবশ্য খদ্দেরের কমতি নেই। ফ্যারো, পোকার, ব্ল্যাকজ্যাক, ডাইস—রাজ্যের সব খেলা চলে এখানে। বিগত যৌবনা মহিলারা এখানে ড্যান্সিং-গার্ল নামে পরিচিত, কড়া মেকআপের নিচে অনাকাঙ্ক্ষিত বয়সের ভাঁজ আড়াল করার ব্যর্থ চেষ্টা চালায় তারা, জীবিকার তাগিদে খদ্দেরের আশায় থাকে।

এক লোককে বার ঘেঁষে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ওর কাছে এসে থামল। লোকটার গলার খাঁজ বেয়ে স্রোতের মত ঘাম নামছে। 'বেশ গরম পড়েছে আজ, বেন,' বলল সে।

মাথা দোলাল বেন রাইকার।

'আজ কোন গ্যাঞ্জাম হবে না বোধ হয়!'

কাঁধ ঝাঁকাল নেস্টর সন্তান, ঝলসানো হাতে উঁচু করে ধরল গ্লাসটা। ওর মুখেও আগুনের পোড়া দাগ। ঠোঁটে গ্লাস ছোঁয়াল। 'এমনিতেও তো তেমন গোলমাল হয় না। তোমার আসল মতলবটা কি, রস?'

অনুগতের মত হাসল রস ইউইং। লালচে চেহারায় ভাঁজের সংখ্যা বাড়ল। 'খেজুরে আলাপের ইচ্ছা নেই, তাই না, বেন? আচ্ছা, যদি বলি বিরাট একটা দাঁও মারার সুযোগ পেতে যাচ্ছি আমি, অনেক টাকার মামলা সেজন্যে তোমাকে দরকার?'

'বলতে হবে একা সামাল দেয়ার ক্ষমতা তোমার নেই। সেই জন্যেই সঙ্গে গানহ্যাণ্ড রাখতে চাইছ।'

হতাশার সঙ্গে শ্রাগ করল রস ইউইং। 'তোমার অনুমানে কখনও ভুল হয় না। আমি খোলাসা করে বলার আগেই কি করে যেন মনের কথা পড়ে ফেলো, খোদা মালুম। ঠিক আছে, তোমার সঙ্গে আর কথা প্যাঁচাব

না। আসলেও একজন গানহ্যাণ্ড দরকার আমার। অন্যপক্ষ যাতে বেঈমানী না করে সেটা নিশ্চিত করার জন্যে, আর কিছু না। বেআইনী কিছু করছি না আমি। মানে, এখানে বেআইনী বলা যাবে না আরকি!'

গ্লাসের শর্ট ড্রিংক শেষ করে গ্লাস আর বোতল ঠেলে সরিয়ে দিল রাইকার। 'কোন সময়ই বেআইনী কাজ করা উচিত না। তাহলে আমাকে বাদ দিয়ে ভাবতে হবে। তা বিরাট দাঁওটা কি জানতে পারি?'

আরও কাছে ঝুঁকে এল রস ইউইং। 'ঘোড়া। এমন দারুণ ঘোড়া জীবনেও দেখোনি তুমি, বেন। মেক্সিকোর কয়েকটা বড় *র‍্যাঞ্চো* থেকে আমদানি করা। ওদিককার ঘোড়া কেমন হয় সে তো জানোই।'

রাইকারের চেহারায় কোন ভাবান্তর ঘটল না। 'জানি। এ-ও জানি মেক্সিকোর *র‍্যাঞ্চোর* মালিকরা উত্তর সীমান্তের এপাশে ঘোড়া রপ্তানি করে না। অন্য কেউ করেছে কাজটা। চোরাই ঘোড়া নিঃসন্দেহে!'

প্রতিবাদের ভঙ্গিতে সামনে হাত মেলল রস ইউইং। 'বেন, বয়। বেআইনী নয় বলতে আমাদের আইনে বেআইনী নয় বলতে চেয়েছি! মনে করো একজন লোক এসে আমাকে বলল: "সেনর, এইমাত্র মেক্সিকোর প্রায় তিনশো সেরা *ক্যাবালো* নিয়ে এসেছি। এখন কোন সমঝদার *আমেরিকানোর* কাছে বেচতে চাই ওগুলো। তাড়াতাড়ি বিক্রি করার জন্যে একেবারে পানির দামে ছেড়ে দিচ্ছি। মাথাপিছু মাত্র বিশ আমেরিকান ডলার।" কি করতে পারি আমি এ অবস্থায়, বলো? এমন দারুণ মওকা হাতছাড়া করে অন্য কোন সমঝদার *আমেরিকানোকে* মুনাফা লোটার সুযোগ করে দেব?'

'কিন্তু তুমি তো ভয় পাচ্ছ একথা ভেবে যে মেক্সিক্যান ঘোড়াচোর তোমাকে ঘোড়া দেখানোর নাম করে দূরে কোথাও নিয়ে যাবে। তারপর তুমি টাকা বের করলেই টাকা আর ঘোড়াসহ হাওয়া হয়ে যাবে সে। আরেকজন সমঝদার *আমেরিকানোকে* গাঁথার ফিকির করবে আবার।'

লম্বা করে দম ফেলল রস ইউইং। 'ওহ্, বেন! বেন, বেন! মোটেও তেমন কিছু আশংকা করছি না আমি। টাকা গচ্চা গেলে সহ্য করা যাবে। কিন্তু ও ব্যাটা যদি আমাকে কোথাও নিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলে সেটা

বরদাস্ত করা কষ্টকর হবে। তখন তো ব্যাটার বিরুদ্ধে আইনের সাহায্য নিতে পারব না! তুমি সঙ্গে থাকলে তেমন কিছু ঘটার ভয় থাকে না।'

বোতল থেকে আবার টেবিল চামচের দু'চামচ পরিমাণ হুইস্কি গ্লাসে ঢালল রাইকার। 'আর কাউকে পাওয়া যায় কিনা দেখো, রস। এধরনের একটা কাজে মেক্সিক্যান একা আসবে মনে করার মত বোকা তুমি নও। তার সঙ্গে কম করে হলেও দশ-বারোজন টাফ বিগহ্যাট থাকবে। সেটাই স্বাভাবিক। গাঢাকা দিয়ে থাকতে পারে তারা, আবার ফাঁকায় থাকলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না। ওখান থেকে টাকা, ঘোড়া আর জান নিয়ে ফিরতে চাইলে ছোটখাট একটা আর্মি লাগবে তোমার।'

মুখের ঘাম মুছে হাসল রস। 'আর্মি জোগাড় করা চাট্টিখানি কথা নয়, বেন! অন্য কোন পরামর্শ?'

'আছে। বাদ দাও ওসব।'

এই সময় হঠাৎ বারের অন্যপ্রান্তে মৃদু হট্টগোল শুরু হলো। ছায়ার মত এগিয়ে গেল রাইকার। হেঁড়ে গলায় তর্ক জুড়ে দিয়েছে দু'জন লোক। মারপিট শুরু করল বলে! ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল রাইকার। লোকজনের ভিড় ঠেলে যেন প্রদীপের জ্বীনের মত হাজির হয়েছে। টেরই পায়নি কেউ। তর্কে ব্যস্ত লোক দুটোর মাঝখানে দাঁড়াল না রাইকার। হাত রাখল না কারও গায়ে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একজনের নজর পড়ল রাইকারের ওপর। নিমেষে জবান বন্ধ হয়ে গেল তার। হাত তুলে ভেস্টের আর্মস-হোলে বুড়ো আঙুল গুঁজল সে। এক মুহূর্ত বেশি মুখ চালু থাকল অন্যজনের। তারপর হঠাৎ অবস্থা বদলে গেল কেন জানার জন্যে পাশে নজর ফেরাল।

'থামাও এসব—*এখুনি!*' যেন ড্রিংকের ফরমাশ দিচ্ছে এমনি সুরে বলল রাইকার। তারপর ঘুরে আবার বারের এদিকে চলে এল। দ্বিধায় ভুগল দু'নম্বর লোকটা, তর্ক জোড়ার চেষ্টা করল আবার। তারপর কি ভেবে মদের গ্লাসের দিকে মন দিল। আপনমনে গজগজ করছে। রাইকারকে চিনতে পেরে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল প্রথমজন।

'এরমানে?' শহরে নবাগত একজন তারপাশের নিয়মিত এক খদ্দেরকে জিজ্ঞেস করল, 'মাঝারি গড়নের একটা লোক, ছুঁয়েও দেখল না অথচ অমন দুদুটো দানব ভয়ে আমসি বনে গেল? লোকটার সঙ্গে পিস্তল আছে বলেও তো মনে হলো না!'

নবাগতের দিকে তাকাল রেগুলার। 'মিস্টার, এইমাত্র এ তল্লাটের সেরা লড়াকু লোককে দেখলে তুমি। মাঝারি গড়নের হলে কি হবে সে একাই একশো! ওরা দু'জন তার কথা অমান্য করলে খালি হাতেই পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে ফেলত ওদের। তোমার কাছে মনে হত মিষ্টির ওপর হামলে পড়েছে বুঝি পিঁপড়ে-বাহিনী! দু'মিনিটের মাথায় স্যোয়াপার হাজির হত মেঝে সাফ করার জন্যে। সবাই মিলে ধরাধরি করে ওই দু'জনকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেত। নিজের চোখেই তো একজনের মতি ফিরতে দেখলে তুমি। আরেকটু হলেই আরেকজনের চেহারার ডিজাইন বরবাদ হতে যাচ্ছিল!'

'হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হলো ও?'

এবার আঙুল তুলে ইশারা করল রেগুলার। 'ওই যে মোটা লোকটাকে দেখছ? রস ইউইং। এই স্যালুনের মালিক। আর বেন—ওর পুরো নাম বেন রাইকার—এখানে বাউন্সারের কাজ করে। কি বলব, ব্রাদার, দরকার হলে সত্যিকার অর্থেই *বাউন্স* করে সে ঝামেলাবাজদের!'

'কোন পিস্তল যে দেখলাম না!' আবার বলল স্ট্রেনজার।

'স্যালুনে অস্ত্র রাখে না সে। নিরীহ কেউ চোট পাক চায় না। কারণ হিসাবে একথাই বলে সে। *আসলে পিস্তল লাগে না ওর।* বজ্রপাতকেও ওর তুলনায় স্লো মনে হবে তোমার কাছে। একবার অ্যাকশনে দেখেছিলাম ওকে। লাফ দিয়ে মেঝে ছেড়ে শূন্যে উঠে বাম পা দিয়ে লাথি মেরে এক লোকের হাতের পিস্তল উড়িয়ে দিয়ে একই সঙ্গে ডান পায়ের লাথিতে তার মাথাটাই একরকম উড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে তারপর মাটিতে নেমে এসেছিল সে। বেড়ালের মত নিঃশব্দে চার

হাতপায়ে ভর দিয়ে মেঝে স্পর্শ করেই ফের তলোয়ারের মত পা চালিয়েছে আরেকজনের হাঁটুতে। তালগাছের মত হুড়মুড় করে পড়ে যায় লোকটা; বেড়ালের মত চার হাতপায়ে ভর দিয়ে পড়তে পারেনি সে। আগে মাথা পড়েছিল তার মেঝের ওপর। বিশ্বাস করবে না, অনেকক্ষণ ওভাবেই পড়েছিল ব্যাটা। নড়াচড়া করেনি।'

মৃদু শিস বাজাল স্ট্রেনজার। 'মানতেই হয় সত্যিকারের বাউন্সার। অস্ত্রে ওর হাত কেমন?'

'মারাত্মক, ব্রাদার—*মারাত্মক* ! বদ লোকের অভাব নেই এ-শহরে। অনেকে আসা-যাওয়া করে! কিন্তু আজতক ওর গায়ে বুলেটের একটা আঁচড়ও লাগাতে পারেনি কেউ! এখানকার স্থায়ী টাফ-রা জানে রাইকারকে না ঘাটানোই মঙ্গল।

'আর যারা অন্য কোথাও যাবার পথে এখানে আসে?'

'ঘটে যাদের বুদ্ধি আছে তারা দেরি করে না, সোজা রাস্তা মাপে। হাবাগুলোর আর কোথাও যাওয়া হয় না।'

'কোথায় আছে তারা, বুটহিল?' নিজের ধারণা প্রকাশ করল নবাগত।

'ঠিক ধরেছ। তুমি কিন্তু রাইকারের মধ্যে বাড়াবাড়ি দেখবে না। মানুষ হিসাবে সে শান্তিপ্রিয়। তবে ফাস্টগান হিসাবে একবার কারও নাম ফেটে গেলে তাকে কিভাবে চলতে হয় নিশ্চয়ই জানো! কিছু হাঁদা আছে শোনা কথায় বিশ্বাস করে না তারা। নিজেকে আরও বড় পিস্তলবাজ প্রমাণ করতে চায়। পাল্টা ব্যবস্থা নেয়া ছাড়া রাইকারের তখন উপায় থাকে না।'

আড়চোখে বারে দাঁড়ানো রাইকারকে দেখছিল স্ট্রেনজার। 'আশ্চর্য, ওকে কিন্তু তেমন বয়স্ক বলে মনে হচ্ছে না। বিশ-একুশ বছর হবে বোধ হয় তার বয়স, কি বলো?'

মাথা দোলাল রেগুলার। 'আমারও তাই ধারণা। বয়সের তুলনায় তার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। রাইকারের বয়স যখন মাত্র বারো বছর সেই সময় ওকে চিনত এমন একজনের সঙ্গে একবার আলাপ হয়েছিল

আমার। তখন থেকেই নাকি এরকম ফাস্ট সে। বয়সে ছোট হলেও কেউ ঘাটাতে গেলে ঝাপির র‍্যাটলারের মত খেপে উঠত। তখন ডুরাংগোর ওদিকে একটা খনিতে কাজ করত ও। এক মাইনার খুব জ্বালাতে শুরু করেছিল ওকে। তো একদিন পিক-হ্যানডল হাতে তার মোকাবিলা করতে এগিয়ে যায় রাইকার। আর ওকে জ্বালানোর সুযোগ হয়নি লোকটার। কম বয়সে খানিকটা অস্থিরতা ছিল ওর মাঝে, এখন সেটা কাটিয়ে উঠেছে। নিজে থেকে কখনও ঝামেলা বাধায় না ও। তবে কেউ গোলমাল করতে এলে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেয়। নাহ্, এবার আমাকে যেতে হয়…'

বিরস চেহারায় মাথা নাড়ল রুস ইউইং। 'এমন একটা সুযোগ হেলায় হারাতে খুব কষ্ট লাগছে, বেন। কিন্তু তুমি যখন বলছ, ছেড়ে দেয়াই ভাল।'

'আমি বাদ দিতে বলেছি, ঠিক,' বলল রাইকার, 'কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবে তুমি। যদি মনে করো কাজটা সামলানোর ক্ষমতা আছে তোমার তাহলে স্রেফ আমার কথায় পিছিয়ে যেয়ো না।' গ্লাসের বাকি মদটুকু শেষ করল রাইকার। বার ত্যাগ করল তারপর।

বাররুমে চক্কর দিতে শুরু করল ও। চলার পথে কয়েকজনের উদ্দেশে মাথা দোলাল। আমলই দিল না বেশিরভাগ লোককে। ও যেখানে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে স্তিমিত হয়ে আসছে কোলাহল, আবার সরে আসামাত্র আগের লয়ে উঠে যাচ্ছে। একাই হাঁটছে রাইকার, লারেডোর রাস্তায় যেমন হাঁটে। অন্য অনেক শহরেও একাই চলাফেরা করেছে ও। এক ধরনের নিয়ন্ত্রিত সমীহ সব সময় ওকে অনুসরণ করে।

বেন রাইকার—নেস্টর সন্তান: এক ক্যাটলম্যানের লোভের আগুনে ঝলসে গেছে ওর শরীর; আর এখন প্রতিশোধের অনল জ্বলছে ওর বুকে। ক্যাটলম্যানের আগুনের ক্ষতচিহ্ন রয়ে গেছে বাহু আর হাতে, ঠোঁটের একটা প্রান্ত চিরদিনের মত বাঁকা হয়ে গেছে। অন্যদিকে প্রতিশোধের আগুন ওর মনকে পুড়িয়ে নিখুঁত একটা যন্ত্রে পরিণত করেছে; অমানুষিক শক্তির আধারে রূপান্তরিত হয়েছে শরীরটা। এখন একটা বিধ্বংসী

মেশিন বেন রাইকার। আঠারোতম জন্মদিন পার হবার পর ওর মত আর কারও সাক্ষাৎ পায়নি সে।

সময় কখনও তেমন গুরুত্ব পায়নি ওর কাছে। জীবনের উদ্দেশ্যটাই প্রধান হিসাবে কাজ করেছে আগাগোড়া। উদ্দেশ্য অর্জনের উপযোগী করে নিজেকে তৈরি করেছে ও। সীমাহীন চেষ্টার ফলে ইস্পাত-দৃঢ় শরীর হয়েছে ওর। বিদ্যুতের গতির মত রিফ্লেক্স। নিয়মিত অনুশীলনে গানম্যান হিসাবে নাম কিনেছে—যে কোন শহরের লোকই ওকে সমঝে চলে।

অনেক বছর আগে বহুদূরের সেই জিম ব্রিস্টোর দেয়া পিস্তলটাই এখনও ব্যবহার করছে রাইকার। প্রথম সুযোগেই পকেট নাইফ দিয়ে কাঠের একজোড়া গ্রিপ বানিয়ে নিয়েছিল ও। পিস্তলটার সাহায্যেই একটা প্রেইরী-ডগ মেরে সেটার চামড়া দিয়ে বেঁধেছে গ্রিপজোড়া। অবিশ্বাস্য যত্নের সঙ্গে এতবছর ধরে পিস্তলটা সঙ্গে রেখেছে ও। মেরামতের পেছনে যে পরিমাণ টাকা খরচ হয়েছে তার চেয়ে অনেক কম খরচায় অনায়াসে একটা নতুন পিস্তল কিনতে পারত ও। কিন্তু এই পিস্তলের আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। এটা অতীতের একটা প্রতীক। ভয়ঙ্কর অতীতকে প্রতিমুহূর্তে তাজা রাখছে ওটা। যখনই পিস্তলটা স্পর্শ করে ও, লেন নিময়ের হিংস্র চেহারা ভেসে ওঠে মনের পর্দায়। যতবার ওটা লাফিয়ে হাতে উঠে আসে ততবার একটা তীব্র বেদনা বোধ করে, মনে হয় বাবা আর লিকে বাঁচানোর জন্যে তখন কেন এটা হাতে এল না? তাহলে জানালা দিয়ে গুলি চালিয়ে···হয়তো···

কিন্তু ব্যাপারটা যে অত সহজ ছিল না, তাও বোঝে। কল্পনায় চমৎকার মনে হলেও বাস্তব পরিস্থিতি বিচারে ওটাকে আজগুবী চিন্তাই বলতে হবে। তেমন কিছু করতে গেলে ওকেও মরতে হত। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে বেঁচে থাকত না কেউ। বহুবার রাইফেল হাতে গাঢাকা দিয়ে কিংয়ের র‍্যাঞ্চে গিয়ে নিময় ও কিং-সহ যে ক'জনকে পাওয়া যায় সবাইকে হত্যা করার ইচ্ছা গলা টিপে দমন করেছে রাইকার। কিন্তু মূল সিদ্ধান্ত থেকে এক চুলও নড়েনি।

পুরোপুরি তৈরি হয়ে আবার ফিরে যাবে ও। মুখোমুখি হবে লেন

নিময়ের। লোকটা হাড়ে হাড়ে টের পাবে কার হাতে মারা যাচ্ছে। হেনরী কিংও জানার সুযোগ পাবে নিজেকে যত শক্তিশালী বলে জাহির করে সে আসলেই তেমন কিনা। সেই কালো রাতের রেইডিং পার্টির প্রত্যেকটা লোককে খুঁজে বের করবে ও, এক এক করে হত্যা করবে। নিজের সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ রাইকার। কোনদিন ওয়াদা খেলাপ করবে না সে।

কামরায় চক্কর মারা শেষে আবার রস ইউইংয়ের কাছে এল রাইকার। 'তোমার কাছে বোধ হয় আমার দুশো ডলার জমা হয়েছে, রস। টাকাটা এখুনি লাগবে।'

সবিস্ময়ে ওর দিকে তাকাল রস। 'কি ব্যাপার, বেন? খেলবে নাকি?'

মাথা নাড়ল রাইকার। 'পুরানো একটা কাজের কথা মনে পড়ে গেছে। টাকাটা এখনই চাই আমার। সকালে বেরিয়ে পড়তে হবে আমাকে।'

মাথা চুলকাল রস। 'সব সময় হুট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে বসো তুমি, ম্যান! আরও বেশি বেতন চাইলে বলো, বেন...'

নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকাল রাইকার। 'এখানেই অপেক্ষা করছি আমি। তুমি সেফ থেকে টাকা নিয়ে আসো, রস। সোনার মুদ্রা দেবে।'

কথা বলার জন্যে মুখ খুলেও আবার সশব্দে বন্ধ করল রস। মাথা নাড়তে নাড়তে সরে গেল। কয়েক মিনিট বাদে সোনার মুদ্রা সহ ফিরে এল। গুনেগুনে ঝলসানো হাতে তুলে দিল টাকাগুলো।

'বেন,' বলেই আবার চুপ মেরে গেল।

রাইকারের বাঁকা ঠোঁটে মৃদু হাসি খেলে গেল। 'তোমার প্রতি আমার কোন ক্ষোভ নেই, রস। আসলে একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে আমার। অনেক পুরানো কাজ, শেষ করার সময় হয়েছে এখন।'

'কিন্তু...কিন্তু...' মাংসল হাত দুটো নাচাল রস ইউইং।

ঘুরে দাঁড়াল রাইকার। ঘাড়ের ওপর দিয়ে তাকিয়ে বলল, 'এইমাত্র কাজটা শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। চলি!'

চার

ওয়াইওমিং টেরিটোরির উত্তর-পুব কোণে একটা খুদে ক্যাটলটাউন রয়েছে। অনেক বছর আগে আতঙ্ক-ভরা একটা ট্রেইলের সৃষ্টি হয়েছিল ওখান থেকে। কয়েকজন মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত করার প্রতিজ্ঞা বুকে নিয়ে বেঁচে থাকার কঠিন সঙ্কল্পে আবদ্ধ এক কিশোর রাতের অন্ধকারে পথ চলেছিল সেই ট্রেইলে। দিনের বেলা গাঢাকা দিয়ে থেকেছিল সে আত্মরক্ষার তাগিদে। আদিম প্রবৃত্তির বশে সঙ্গের একমাত্র অস্ত্র, আদ্যিকালের পিস্তল দিয়ে যা কিছু নাগালের মধ্যে পেয়েছে তাই হত্যা করে ক্ষুধা মিটিয়েছে তখন।

একশো মাইলেরও বেশি পথ পাড়ি দিয়েছিল সেই কিশোর। হাজার হাজার ঝোপের তীক্ষ্ণ খোঁচায় ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার হয়ে গেছে হাত আর মুখের ঝলসানো চামড়া। একদিন দিনের বেলা একটা ঝোপে গাঢাকা দিয়ে পড়ে ছিল ও, প্রবল জ্বরের ঘোরে একটানা প্রলাপ বকছিল। অচেনা সদাশয় এক ক্যাটলম্যান ওই অবস্থায় ওকে উদ্ধার করে নিজের র‍্যাঞ্চে নিয়ে গিয়েছিল। অচেতন অবস্থাতেই ব্যানডেজ বেঁধে দিয়েছিল শরীরে। এতই প্রবল ছিল ছেলেটার মনের জোর, অনাহারের ধকল উপেক্ষা করে পোড়া ক্ষতের মারাত্মক ইনফেকশনকে আমল না দিয়ে পরদিন সকালেই র‍্যাঞ্চারের বিছানায় জেগে ওঠে সে।

ঘুম ভাঙামাত্র কানে আসে গরুর 'হাম্বা' ডাক। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে বিছানা থেকে নেমে জানালার কাছে গিয়ে উঁকি দেয় ও। কাছেই একটা কোরালে আধডজন কাউবয়কে কাজে ব্যস্ত দেখতে পায়। গরু ব্র্যানডিং আর ইয়ারমার্কিং করছিল তারা। কোথাও থেকে বোধ হয় উদ্ধার করে

আনা হয়েছিল জানোয়ারগুলোকে। ঘৃণায় সারা শরীর রি রি করে উঠেছিল ছেলেটার। কোনমতে বিছানায় ফিরে আসে সে, জ্ঞান হারায় সঙ্গে সঙ্গে। রাত পর্যন্ত ওভাবেই পড়েছিল রাইকার। তারপর র‍্যাঞ্চারের জঘন্য বিছানা থেকে নেমে পড়ে সে। পুরানো সিক্স-গানের সঙ্গে জড়িয়ে রাখা নিজের কাপড়চোপড় খুঁজে নিয়ে গায়ে চাপায়, নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে র‍্যাঞ্চ থেকে।

ট্রেইল বরাবর মাইল পাঁচেক এগোনোর পর একটা ড্র-এ নেমে পড়ে সে। আরও সামনে এগোয়। অবশেষে গাঢাকা দেয়ার উপযুক্ত একটা পছন্দসই জায়গার দেখা মেলে। একটা খুদে ওঅটর-সীপ ছিল সেখানে। একনাগাড়ে দু'দিন ওখানে লুকিয়ে ছিল রাইকার। মাত্র একবার ঝুঁকি নিয়ে পিস্তলের গুলি ছুঁড়ে একটা বাচ্চা জ্যাকর‍্যাবিট মেরেছিল খিদে মেটানোর জন্যে। তখন দেশলাই ছিল না ওর কাছে। থাকলেও অবশ্য আগুন জ্বালানোর ঝুঁকি নিতে পারত না। কাঁচা মাংস খেতে বাধ্য হয়েছিল ও। পরদিন বাসি মাংস পচা গন্ধ ছড়াতে শুরু করায় ফেলে দিয়েছিল উচ্ছিষ্টটুকু।

সেরাতেই বুকে হেঁটে আবার ট্রেইলে উঠে আসে রাইকার। পথ চলতে শুরু করে। একটানা দক্ষিণে এগিয়েছে কোনদিকে না তাকিয়ে। হেনরী কিং আর তার মত ক্যাটল-ব্যারনদের সাম্রাজ্য—উত্তর ওয়াইওমিং—অসহ্য ঠেকছিল। একেবারে কলোরাডো টেরিটোরিতে পৌঁছে থেমেছিল ও। ওখানে তখন মাইনিং ব্যবসার রমরমা অবস্থা। কলোরাডোতেই কৈশোর কাটে ওর। প্রতি মুহূর্তে শরীর আর মনকে সচেতন রাখতে বিরামহীন চেষ্টা চালিয়েছে ও।

বাসন-কোসন ধোয়া, ঘর ঝাড় দেয়া, নোংরা বিছানা সাফ করা, পিকদানি ধোয়া আর ঘোড়ার দেখভাল করা—হেন কাজ নেই করেনি রাইকার। শেষে বারো বছর বয়সে নিজেই মাইনিংয়ে নেমে পড়ে। একাই যে কোন পূর্ণবয়স্ক মানুষের সমান খাটতে পারত তখনই। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অল্প বয়সেই অনেক শক্ত আর অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে। পনেরো বছর বয়সে ইস্পাতের মত কঠিন একটা শরীর নিয়ে মাইনিং

ছেড়ে দেয় ও। ওকে তখনই বয়সের তুলনায় অনেক বড় দেখাত। কদাচিত হাসতে দেখা গেছে ওকে, প্রাণখোলা হাসির প্রশ্ন তো অবান্তর!

সব সময়ই একটা ঘোড়া থাকত ওর সঙ্গে। তবে জানোয়ারটাকে তেমন খাটতে হত না। আর্মি বুট পায়ে হেঁটে হেঁটে নিজেকে আরও শক্ত করে তুলেছিল রাইকার। ঘোড়াটা হাঁটত আর পাশে চলত ও। প্রায়ই দেখা যেত মাইলকে মাইল দৌড়ে যাচ্ছে রাইকার, আর বোকার মত ওর পিছু পিছু যাচ্ছে ঘোড়াটা। নির্দিষ্ট সময় পর পর দৌড় থামিয়ে পুরানো সিক্সগান দিয়ে শুটিং প্র্যাকটিস করত ও। নিখুঁত নিশানা আর বিদ্যুৎ গতি ড্র আয়ত্ত করেছে সে এভাবে। এক কণা ভুলের অবকাশ রাখেনি।

অ্যারিযোনা টেরিটোরি, নিউ মেক্সিকো টেরিটোরি, স্টেট অভ টেক্সাস হয়ে সোজা ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে গিয়েছিল ও এভাবে। তারপর আবার নিউমেক্সিকো থেকে টেক্সাস হয়ে ফিরে আসে অ্যারিযোনায়। অ্যারিযোনার এমন কোন জায়গা নেই যেখানে রাইকারের পা পড়েনি। প্রতি মুহূর্তে নিজেকে আরও কঠিন করার চেষ্টা চলেছে ওর। মনের চাহিদা মেটানোর ইচ্ছায় কখনও ভাটা পড়েনি। চরম সাফল্য লাভ করার আগে হাল ছাড়ার কথা কল্পনাতেও আসেনি।

ওই সময় বয়সের বিচারে কিশোরই ছিল রাইকার। তাই ঝলসানো হাত-মুখ আর ক্ষুব্ধ মন নিয়ে বহুবার অনেকের প্রশ্নের সামনে পড়তে হয়েছিল ওকে। তবে কেউ দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার সাহস পায়নি। যাদের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছিল তারা ওকে গ্রহণ করেছিল এভাবে: স্বল্পভাষী মানুষ; যদিও অনেক সময় বজ্রের মত ক্ষিপ্র আর বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। বেন রাইকার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কেউই ওকে কখনও ঘাঁটাতে যায়নি। আর যারা ওকে চিনতে ভুল করেছিল বা হালকা চোখে দেখেছিল তাদের আজরাইলের সঙ্গে মোলাকাত করতে হয়েছে। কথাটা সব জায়গার বেলায়ই সত্যি!

দ্রুত পেরিয়ে যাওয়া সেই দিনগুলোয় সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের এক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বেন রাইকারের। তার কাছে একদিন

নিজের ইতিহাস খুলে বলেছিল। নোংরা দাড়িঅলা বুড়ো এক মাইনার; বীন, কর্নব্রেড, হুইস্কি আর বই সঙ্গী করে দিন পার করত সে।

'বয়,' সব শুনে বুড়ো হ্যাংক বলেছিল ওকে, 'যেসব কাজ করার ওয়াদা করেছ বললে আমাকে, সেগুলো করতে হলে আগে নিজেকে গড়েপিটে তৈরি করে নিতে হবে। আঘাত হজম করা শিখতে হবে। কেবল ঘৃণা বুকে নিয়ে যদি বেঁচে থাকতে চাও তাহলে এই ঘৃণাই একদিন গিলে নেবে তোমাকে। আগে নিজেকে তৈরি করো, শরীর আর মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখো। কখনও স্কুলে গেছ?'

রাইকার নাসূচক জবাব দিলে মাথা দুলিয়েছিল বুড়ো হ্যাংক। 'যা ভেবেছি। সবই মা-বাবার কাছে শেখা। কিন্তু এতে চলবে না। কিছু পড়ার বই জোগাড় করে নাও। খোদার ওয়াস্তে কেবল পাতা উল্টে ছবি দেখো না, *মন দিয়ে পড়ো।* না জানাটা দোষের নয়, বয়, কিন্তু খোদা জানেন, এটা কোন গুণও না। নিজেকে আলাদা রাখতে চাও, বেশ তো, নিজেকে সেভাবে বানিয়ে নাও। উন্নত কিছু হতে হবে তোমাকে, *অপদার্থ* নয়!'

দাড়ি গোঁফের জঙ্গলের ফোকরে হুইস্কি ঢালে বুড়ো হ্যাংক। তারপর সামনে ঝুঁকে বোতলটা হাওয়ায় দুলিয়ে পরের কথাগুলোর গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করে। 'আরেকটা কথা, বেন, বয়। মানুষ একই সময়ে মাত্র একটা জিনিসকেই ঘৃণা করতে পারে। একটা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই চালানো সহজ। নির্দিষ্ট কিছু লোকের প্রতি যদি তোমার ঘৃণা থাকে, তবে তার ওপরই *জোর* দাও। আর ঘৃণাটা যদি গরুর প্রতি হয়, পুরো মনোযোগ দিতে হবে সেদিকেই। দুটোকে গুলিয়ে ফেলা চলবে না।

'গরু কিন্তু কোন ক্ষতি করেনি তোমার। গরুর মালিক হলো মানুষ। গরুকে ঘৃণা করার মানে কেউ তোমাকে গুলি করল আর পিস্তলের ওপর খেপে উঠলে তুমি। পশ্চিমে যদি থাকো—থাকবে বলেই মনে হয়—দেখবে এখানকার জীবন গরুর ওপরই নির্ভরশীল। গরুর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারলে *পশুটাকে* তখন আর খারাপ মনে হবে না

তোমার। কিন্তু অন্তর দিয়ে বুঝতে হবে ব্যাপারটা। সেজন্যে কোথাও গিয়ে গরু সংক্রান্ত কাজ করতে হবে। মিশতে হবে *কাউবয়দের* সঙ্গে। তখন দেখবে ওরা কিন্তু সবাই খারাপ নয়। যা হোক, কিছু মনে কোরো না,' বলে বোতলটা উঁচু করে লম্বা চুমুক দেয় হ্যাংক, 'যা বলছিলাম, একটু বুঝিয়ে বলছি। লেন নিময়ের মত মানুষের দেখাও পাবে তুমি, তবে তাদের সংখ্যা নগণ্য। তোমার হাতে তারা মারা পড়বে, কিংবা ওদেরই কেউ মৃত্যু ঘটাবে তোমার। কারণ তুমি যাদের ঘৃণা করো এরা সেই একই জাতের। পড়তে পারো তুমি, বয়?'

আস্তে করে মাথা দুলিয়ে রাইকার বলেছিল, 'শব্দগুলো যদি বেশি বড় না হয়।'

'সেজন্যে চিন্তা নেই। যত পড়বে ততই সহজ হয়ে আসবে সব। দশজনের তুলনায় আলাদা করে গড়ে তুলতে পারবে নিজেকে। যে কোন একটা বই নিয়ে শুরু করে দাও। আমার কাছে পুরানো একটা গ্রামার বই আছে। মনে করবে ওটা তোমার বাইবেল। প্রত্যেকটা শব্দ ঠোঁটস্থ করে ফেলবে। কোথাও আটকে গেলে আমাকে জিজ্ঞেস করবে। তবে আগে নিজে নিজে বোঝার চেষ্টা করতে হবে।'

'আমার জন্যে এত কষ্ট করতে চাচ্ছ কেন তুমি?' জানতে চেয়েছিল রাইকার।

জবাব দেয়ার আগে অনেকক্ষণ নগ্ন দেয়ালের দিকে তাকিয়েছিল বুড়ো হ্যাংক। মোমের আলোয় জীর্ণ দেয়ালটাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল তখন। খানিক বাদে হ্যাংক বলেছিল, 'সেটা আমিও ঠিক জানি না। হয়তো সত্যিকার ঘৃণা করতে জানে এমন মানুষ সহজে আজকাল চোখে পড়ে না বলে। অথচ এরাই কিন্তু ইতিহাস তৈরি করে, বদলে দেয় পৃথিবী। জর্জ ওঅশিংটন শোষণকে ঘৃণা না করলে এই দেশ কোনদিন স্বাধীন হত না। খেপে যেয়ো না, বয়, অন্য অনেক দেশের তুলনায় আমরা অনেক বেশি স্বাধীনতা পেয়ে থাকি, এটা কিন্তু সত্যি মুক্ত, স্বাধীন একটা দেশ। এখন না বুঝলেও ভবিষ্যতে বুঝতে পারবে। বুড়ো অ্যাবি লিংকন দাস প্রথাকে ঘৃণা করেছে বলেই আজ আর কালো

মানুষগুলোকে খচ্চরের মত খোঁয়াড়ে আটকে রাখতে পারছে না কেউ। ঘৃণার আরেক নাম বিজ্ঞান। একে ছোট করে দেখা ঠিক নয়!'

'ঘৃণা ঘৃণাই,' বলেছে রাইকার, 'একথা আমার চেয়ে বেশি বোঝে না কেউ!' গম্ভীর হয়ে উঠেছিল ওর নীল চোখজোড়া। 'গত তিন বছর এই ঘৃণা বুকে নিয়ে বেঁচে আছি। প্রতি মুহূর্তেই আরও প্রবল হয়ে উঠছে সেটা!'

শান্ত চেহারায় মাথা দুলিয়েছে তখন হ্যাংক। 'ঠিক। তোমার চোখে লেন নিময় একটা শিঙ আর লেজঅলা শয়তান মাত্র। ওর বুকটা তোমার গুলি হজম করার জন্যেই তৈরি করা হয়েছে। আর তার বস হেনরী কিং একটা মানুষখেকো বাঘ। মানুষের মঙ্গলের জন্যেই তুমি দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চাও তাকে। আর গরু হচ্ছে শয়তান মানে যেন নিময়ের ঘুঁটি। সুতরাং নিময়ের সঙ্গে ওগুলোকেও নির্মূল করা চাই তোমার। কিন্তু আমার তো মনে হয় সবার মত তুমিও সুস্বাদু বীফস্টেক পছন্দ করো। তাহলে দেখা যাচ্ছে গরু আসলেই ততটা *খারাপ* না।'

'গরুকে ঘৃণা করার কথা তো আমি একবারও বলিনি!' গম্ভীর সুরে প্রতিবাদ করে রাইকার।

'বলার দরকার নেই তো, তোমার চেহারা দেখেই বোঝা যায়। যে কোন একটাকে বাদ দিতে হবে,' বেন। মানুষকে—নির্দিষ্ট কয়েকজন মানুষ—আর দুনিয়ার সব গরুকে ঘৃণা করছ তুমি। কিন্তু আসলে যে সিস্টেমের জন্যে কিছু সবল মানুষ সীমা পেরিয়ে দুর্বল মানুষগুলোর ওপর অত্যাচার চালানোর সাহস পায় ঘৃণা করা উচিত সেটাকেই। তোমার ঘৃণাটাকে ঠিক পথে চালানো গেলে এখানে একটা ভারসাম্য আনা যেত। আমি বলতে চাইছি, পশ্চিমের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হওয়ার সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তোমার মধ্যে। আচ্ছা, একটা প্রশ্নের জবাব দাও। কোনটা চাও তুমি, দু-চার-দশটা মানুষকে হত্যা করা নাকি পুরানো সিস্টেমটাকে বদলানো—যাতে দুর্বল মানুষগুলো সবলদের মতই সূর্যের আলোয় সমান অধিকার পেতে পারে; নিশ্চিন্তে রাতে

ঘুমাতে যেতে পারে; পরদিন সকালে বেঁচে থাকার আশা নিয়ে রাত কাটাতে পারে? কোনটা?'

বুড়ো মাইনারের বক্তৃতা অস্থির করে তুলছিল বেন রাইকারকে। 'হেনরী কিং আর লেন নিময়দের জন্যে কোন সিস্টেম লাগে না। নিজস্ব সিস্টেম আছে তাদের। আর সেটা বদলানোর একমাত্র উপায় হলো অস্ত্র। সেটাই ব্যবহার করতে চাই আমি!'

'বেশ। তবে এটা ভেব না যে তোমাদের মত অন্য পরিবারগুলো তোমাকে বীর হিসাবে বরণ করবে। প্রতিশোধ পরায়ণ হত্যাকারী ছাড়া আর কোন পরিচয় থাকবে না তোমার। নেস্টররা একথা ভাববে না যে তাদের দীর্ঘমেয়াদী মঙ্গলের জন্যে কাজ করছ তুমি। ব্যক্তিগত ক্ষতির প্রতিশোধ নেবে, তোমার কাজ শেষ হয়ে যাবার পর সবার মন থেকে মুছে যাবে তোমার নাম। কিন্তু আরও অনিশ্চিত হয়ে যাবে বেচারাদের জীবন।'

'সেটা তুমি জানো কি করে?'

দুর্বলভাবে মাথা নেড়ে বুড়ো হ্যাংক আবার বলেছিল, 'যা ভেবেছিলাম তুমি তারচেয়েও শক্ত। প্রতিহিংসা কেবল প্রতিহিংসারই জন্ম দেয়। বদলা নেয়ার জন্যে তুমি হাজির হওয়ামাত্র ক্যাটলম্যানরাও তোমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। লেলিয়ে দেবে কোন ভাড়াটে খুনী। তোমার হয়তো কোন ক্ষতি করতে পারবে না তারা, কিন্তু—' বোতল উঁচু করে ইঙ্গিত করে বুড়ো।

প্রথমবারের মত সন্দেহে দুলে ওঠে রাইকারের মন। অস্বস্তিকর অনুভূতি। সন্দেহের সঙ্গে মিশে যায় চাপা ক্রোধ। নোংরা মাতাল বুড়ো ওর মনের গভীরে খোঁচা মেরে পুরানো ক্ষত তাজা করে তুলছে! ওর স্বপ্নকে টুকরো টুকরো করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে দুর্বলতাগুলো! লোকটা যদি *দেখত* কিভাবে ওর বাবা আর ভাইকে খুন করা হয়েছে, ওর বুকে লাথি মেরেছে শয়তানগুলো; আগুনে কিভাবে ঝলসে যাচ্ছিল ওর শরীর...প্রাণ বাঁচাতে দুর্বল শরীর নিয়ে পালিয়ে আসার দৃশ্য...তাহলে এভাবে উপদেশ খয়রাত করার কথা ভাবত না।

কথাগুলো বুড়ো হ্যাংককে নির্দ্বিধায় বলে ফেলেছিল রাইকার।

চুপ করে শুনেছে হ্যাংক। মাথা দুলিয়েছে। 'সান, শোনো, আমার পরিবারের সবাইকে হত্যা করেছে ইনডিয়ানরা। কেবিন পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। আমি জানি তারা কোন্ গোত্রের। আমাদের ঘোড়া আর স্টকও ছিনতাই করে নিয়ে গিয়েছিল তারা। আমার গায়ে চার চারটে তীর বেঁধার পর মরে গেছি ভেবে ফেলে গিয়েছিল। কিন্তু কই, আমি তো ওদের হত্যা করার জন্যে ছুটে যাইনি।'

বুড়োর ঘোলাটে চোখজোড়া হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সরাসরি রাইকারের দিকে তাকায় সে। 'বাবা আর ভাইকে হারিয়েছ তুমি। আর আমার দু'ভাই, তিন বোন, বাবা-মা সবাই নিমেষে প্রাণ হারিয়েছিল ইনডিয়ানদের হামলায়।'

'ইনডিয়ানদের কথা আলাদা,' বলে রাইকার। বুড়োর কথা শুনে মনে মনে লজ্জা পাচ্ছিল ও, সেটা গোপন করার চেষ্টা করে। 'ওদের বেলায় এমন নিষ্ঠুরতা মেনে নেয়া যায়, কিন্তু শাদা মানুষের কাছ থেকে এমন কিছু আশাই করা যায় না!'

মুচকি হেসেছে হ্যাংক। 'হ্যাঁ, শাদা মানুষের কাছে এধরনের আচরণ আশা করে না কেউ। সেজন্যেই এরা যখন নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয় বড় হয়ে চোখে বাজে। কিন্তু তোমাকে বলি, বয়, নিষ্ঠুরতা পৃথিবীর সব মানুষের মধ্যেই আছে। সমান মাত্রায়। এর ওপর কারোই একচেটিয়া মালিকানা নেই। শাদা মানুষ যখন কোন কিছু যে-কোন উপায়ে হাতে পেতে চায় তখন সে নিষ্ঠুরতম ইনডিয়ানের চাইতেও নির্মম হয়ে উঠতে পারে। সে যখন কোন অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয়ার কথা ভাবে তখন অচিন্তনীয় সব শাস্তির কথা সহজেই খেলে যায় তার মাথায়। আমার তো ধারণা তুমি সারাক্ষণই নিময় আর কিংকে হাজার রকম শাস্তি দেয়ার কথা চিন্তা করছ। কখনও ফাঁসিতে ঝোলাচ্ছ, কখনও গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছ...' লম্বা করে দম নিল হ্যাংক। চুমুক দিল বোতলে। 'গরম তেলে ভাজার কথাও ভাবছ হয়তো; কিংবা পিঁপড়ের ঢিবিতে গলা পর্যন্ত পুঁতে

মারার কথা চিন্তা করছ...তো, দেখতেই পাচ্ছ, বয়, আসলে খারাপ কাজটা কে করছে আর সেটাকে কিভাবে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণের চেষ্টা করছে তার ওপরই আসলে নির্ভর করছে সব।'

রাইকার তখন বুঝতে পারে বুড়ো কতটা দরদের সঙ্গে সমস্যার দুটো দিকই বোঝানোর চেষ্টা করছিল ওকে, যাতে ঘৃণার অনলে পুড়ে খাক হয়ে না যায় ও নিজেই। সেরাতে জীবনে আবার অন্য কোন মানুষের প্রতি মায়া বোধ করেছিল রাইকার।

এর আগে তিনটা বছর একেবারে একা কেটেছে ওর। কিন্তু কাঁচা মগজে অনেক বেশি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল ও। হ্যাংকের কথা তাই উড়িয়ে দিতে পারেনি। বরং বুড়োর যুক্তিগুলো জোরাল বলেই মনে হয়েছিল ওর কাছে। সেজন্যেই নিজের ক্রোধ আর ঘৃণাটাকে একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে চাঙা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ও সেদিনই। লেন নিময় আর কিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার কথা ভুলে গেল না, কিন্তু সারাক্ষণ প্রতিশোধ নেয়ার চিন্তা না করেও যে বেঁচে থাকা যায়, সেটা উপলব্ধি করল।

সেরাতে শুতে যাবার পর অনেকক্ষণ ভেবেছে রাইকার, তারপর নিচু গলায় ডেকেছে, 'হ্যাংক!'

পাশের বাংকে খসখস আওয়াজের পর ঘোঁৎ করে জবাব দিয়েছিল বুড়ো, 'ইয়েস, বয়?'

'তোমার কথা মতই চলব আমি।'

হেসেছিল হ্যাংক। 'শুধু একথা বলতেই ডেকে তুললে আমাকে?'

মুহূর্তের নীরবতার পর রাইকার বলেছিল, 'ঠিক তা নয়। আসলে তোমাকে ধন্যবাদ দিতে চেয়েছি আমি। বহুদিন হয় অনেক লোককেই ধন্যবাদ দেয়া হয়নি আমার। এখন থেকে আর এ ভুল হবে না।'

'আমি তো বলেছি, ঘৃণা করতে চাইলে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ঘৃণা করো,' বলেছে হ্যাংক, 'গুরুত্বপূর্ণ কিছুকে ঘৃণার পাত্র হিসাবে বেছে নাও। সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলতে শেখো। গ্রামার বই পড়লেই সব শিখতে পারবে। সকালে ওটা খুঁজে দেব তোমাকে। গুড নাইট, বয়।'

কিন্তু পরদিন সকালে আর বইটা খুঁজে দিতে পারেনি হ্যাংক। ঘুম থেকে তোলার জন্যে বুড়োর কাঁধে ঝাঁকি দিয়েই চমকে উঠেছিল রাইকার। এক ধরনের চেনা আবেগ নিয়ে সরে আসে পেছনে। গলা বুজে আসতে চাইছিল ওর।

আবারও মৃত্যু এসে কেড়ে নিল ওর প্রিয়জনকে। তবে এবার ঘুমের মধ্যে শান্তিতে মারা গেছে মানুষটা, ভয়াবহ ভায়োলেন্সের পরিণতিতে নয়। দীর্ঘক্ষণ নিসাড় দেহটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল রাইকার। তারপর খোঁজাখুঁজি শুরু করে শ্যাকের ভেতর। পুরানো একটা বারল্যাম্পের তলায় পায় জিনিসটা। আবার বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় সে।

'বইটা পেয়েছি, হ্যাংক,' যেন বুড়ো দেখতে পাচ্ছে এমনভাবে গ্রামার বইটা ধরে বলেছিল সে। 'খুব মন দিয়ে এটা পড়ব আমি। তোমার সব কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলব। তোমার অন্য বইগুলোও পড়ব আমি। তোমার মত জানার চেষ্টা করব।'

মাইনারদের কয়েকজনকে ডেকে এনে খনির ওপরে পাহাড়ী ঢালে বুড়ো হ্যাংককে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করে ও। তারপর রোজকার মত কাজে চলে গিয়েছিল। এরপর আর কোনদিন বুড়োর প্রসঙ্গে কারও সঙ্গে কোন কথা বলেনি ও। তবে ওই শ্যাকেই থাকত, প্রতিদিন সন্ধ্যায় খুব মনোযোগ দিয়ে গ্রামার বই পড়ত। যে কোন কাজে মনোযোগ উজাড় করে দেয়া ওর স্বভাবের অংশ। কয়েক মাসের মধ্যেই বইটা ওর ঠোঁটস্থ হয়ে গেল। তারপর অন্য বইয়ের দিকে হাত বাড়াল সে। শ্যাকেই ছিল ওগুলো। ছাপার অক্ষরের প্রচণ্ড ক্ষমতা বিস্মিত করে দিয়েছিল ওকে। স্বভাবজাত দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেকে বইয়ের পাতায় হারিয়ে ফেলেছিল রাইকার। পনেরো বছর বয়সে অন্যান্য বিষয়ের দিকে নজর দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ও। শ্যাকের যেখানে যত ছাপা কাগজ ছিল সব পড়ে ফেলেছিল ও, এমনকি কলোরাডোর শীত ঠেকাতে শ্যাকের দেয়ালে সাঁটানো আদ্যিকালের পত্রিকাগুলোও বাদ যায়নি। আমেরিকার ইতিহাস জানা হয়ে গেল ওর, যা সমবয়সী কোন ছেলে জানে না। একই সঙ্গে

পৃথিবীর ইতিহাসও শিখে নিল যত্নের সঙ্গে।

জানতে পারল নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে বুড়ো হ্যাংকের কথার সত্যতা। সুসভ্য অনেক জাতি নিষ্ঠুরতার দিক থেকে কল্পনাকেও হার মানায়। নিষ্ঠুরতার সঙ্গে নিজের পরিচয় থেকে ওর ধারণা ছিল এটা এমন একটা রোগ যা কেবল হাইহিল বুট পরা লোকদেরই হয়—অন্যের সম্পদ কেড়ে নিতে চায় তারা। কিন্তু আসলে জানতে পেল ধর্ম, নেতৃত্ব আর জাতীয়তার নামে নিষ্ঠুরতার চল রয়েছে সবখানে।

দিনদিন বুড়ো হ্যাংকের শিক্ষা দেয়ার কায়দার ভক্ত হয়ে উঠল রাইকার। নিজের অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা অর্জন করল। সামনে বাধা এলেই সক্ষোভে হামলে পড়ার অভ্যাস বাদ দিয়ে বাধাটাকে আগে সরে যাবার সুযোগ দিতে শিখল। কেবল নিরুপায় হলেই মারাত্মক দক্ষতার সঙ্গে পাল্টা আক্রমণ চালানোর কৌশল বেছে নিল। অনেক বয়স্ক লোক কম বয়সী বলে ওকে ঠকানোর ইচ্ছা ভুলে যেতে বাধ্য হলো।

আঠারো বছর বয়সে গরু নিয়ে কাজ করার তিন বছর পার করল ও। এর মধ্যে আবার দু'বছর টপ-হ্যাণ্ড হিসাবে পরিচিতি পেল। অবোধ জানোয়ারগুলোর জন্যে এক ধরনের মায়া জন্মাল ওর মনে। যেসব র‍্যাঞ্চারের অধীনে কাজ করল তাদের প্রায় সবার প্রতিই প্রতিদ্বন্দ্বী সুলভ শ্রদ্ধা জন্মাল। হ্যাংকের কথা আরও একবার সত্যি প্রমাণিত হলো। কাউবয়দের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে লি মারা যাওয়ায় যে আন্তরিকতা আর বন্ধুত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, আবার তার স্বাদ পেল। চাপা স্বভাব সত্ত্বেও কঠিন পরিশ্রম আর বসের প্রতি অনড় আনুগত্যের সুবাদে সবার শ্রদ্ধা আদায় করতে পারল ও।

কিন্তু একটা কথা যে কোনদিন ভুলতে পারবে না সেটা আরও পরিষ্কার হয়ে গেল। সেটা হলো নিময় আর কিংয়ের উপর প্রতিশোধ নেয়ার ওয়াদা। সারাক্ষণ মনের গভীরে শেকড় ছড়াচ্ছে চিন্তাটা। হ্যাংকের উপদেশ মেনে চলার আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও দেখা গেল প্রতিশোধ নেয়াই ওর আসল উদ্দেশ্য রয়ে গেছে।

তবে সেটা যে একমাত্র উদ্দেশ্য নেই, তাও বুঝতে পারল। আস্তে আস্তে যে সিস্টেমের কারণে শক্তিমানেরা দুর্বলদের শেষ করে দিচ্ছে তার ওপরই স্থানান্তরিত হলো ওর ক্রোধের ভারকেন্দ্র। সিস্টেমটাকে ধ্বংস করা ওর সামগ্রিক মিশনের অংশ হয়ে গেল। করণীয় স্থির করে নিল ও এভাবে: আগে নিময় আর কিংয়ের ব্যবস্থা করবে, তারপর লড়াই শুরু করবে সিস্টেমের বিরুদ্ধে। হ্যাংক তাই চেয়েছিল। অবশ্য ততদিন পর্যন্ত যদি বেঁচে থাকতে পারে!

এই পর্যায়ে রাইকার বুঝতে পারে দুটো লোককে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার কাজটা সামান্য অস্ত্র দিয়ে সারা গেলেও সিস্টেমের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্যে চাই অগাধ জ্ঞান। যদি তাই হয়, আগে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সহজ হিসাব। শরীরটাকে পিটিয়ে গড়ে তোলার পাশাপাশি মনকেও পূর্ণ করে তুলতে হবে। শরীরের পেশী আর গ্রন্থিগুলোকে সহ্যের শেষ সীমায় পৌছে দিয়ে একদিকে ওগুলোকে আত্মরক্ষার একেকটা স্বাধীন দুর্গ করে তুলল ও; আর অন্যদিকে মগজের কোষগুলোর ওপর এমন চাপ দিয়ে চলল যে ওর ইচ্ছার কাছে হার মানল মগজটাও। যা কিছু পড়ল চিরদিনের জন্যে গেঁথে গেল স্মৃতি কোষে।

একুশ বছর বয়সে ডিগ্রীধারী ছাত্রের সমান জ্ঞানের অধিকারী হয়ে গেল বেন রাইকার, কারও সাহায্য ছাড়া। লোকজনের কাছ থেকে চেয়ে, ধার করে এমনকি কখনও কখনও বই চুরি করে পড়ার তেষ্টা মিটিয়েছে ও। শরীর তৈরি করার মতই অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সব ঠেসে দিয়েছে মগজে।

অংক তেমন কঠিন মনে হয়নি ওর। কিন্তু শিল্পকলা আর সাহিত্য বুঝতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। ওর বিশ্বাস একপেশে জ্ঞান প্রয়োজন মেটানোর জন্যে যথেষ্ট নয়, তাই সব বিষয়ের ওপরই পড়াশোনা করেছে। বুড়ো হ্যাংক যেমন বলেছিল—তেমনি ও আবিষ্কার করেছে বইয়ের পাতার ভাঁজে ভাঁজে অন্য এক জগৎ। বুড়োর দেখা না পেলে কোনদিন এসবের অস্তিত্ব জানা হত না।

কারও সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার প্রয়োজন ছাড়া নিজের জ্ঞান

কখনও প্রকাশ করেনি রাইকার; যখন জ্ঞান প্রয়োগ করেছে, একেবারেই পরোক্ষে। তবে ওর শুদ্ধ উচ্চারণ আর সংযত কথাবার্তা থেকে জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে খানিকটা আঁচ করা যায়। যেটা আবার অনেক সময় ওর জন্যে ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাইকার যেসব র‍্যাঞ্চে কাজ করেছিল প্রায় সবখানেই দেখা গেছে কোন না কোন কাউপোক ওর কথা বলার ঢঙ নিয়ে মশকরা করছে। ও নাকি মেয়েদের মত ন্যাকা সুরে কথা বলে। তখন তার গায়ে হাত তোলা ছাড়া রাইকারের উপায় থাকেনি। তবে একটা নজীরই র‍্যাঞ্চের বাকি সবার জন্যে যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হত; এমনই দক্ষতা আর দ্রুততার সঙ্গে ঝামেলাবাজকে মেরামত করত যে সবাই হতবাক হয়ে যেত।

বেন রাইকার—নেস্টর সন্তান। স্বনির্মিত একজন মানুষ। সেই পুরানো ট্রেইল ধরে ফিরতি পথে চলেছে এখন। একদিন এ পথে পালাতে বাধ্য হয়েছিল ও। বুকে তখন ঘৃণার অনল ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু এখন কয়েকটা উদ্দেশ্য নিয়ে ফিরে চলেছে রাইকার। প্রয়োজনীয় সমস্ত মালমশলা মজুদ রয়েছে ওর দেহে আর মগজে। প্রাণ বাঁচাতে একদিন টেরিটোরি অভ ওয়াইওমিং থেকে পালিয়েছিল, ঘোড়ার পিঠে ফিরে এসেছে স্টেট অভ ওয়াইওমিংয়ে। ত্রাতা কিংবা গজব হিসাবে পরিচিত হবে এখানে। এখনও স্থির করতে পারেনি পুরোপুরি কোনটা হওয়া উচিত···

পাঁচ

শাইয়্যান। ওয়াইওমিংয়ের প্রথম যাত্রা বিরতি। গবাদি পশু এখানে মর্যাদার প্রতীক। অসীম ক্ষমতা ক্যাটলম্যানদের। গরু সংক্রান্ত

আলাপসালাপই শহরবাসীর বেশিরভাগ সময় দখল করে আছে। কাউবয়ের বুটপলিশঅলা নিগ্রো কিশোর থেকে শুরু করে বিলাসবহুল শাইয়্যান ক্লাবে বিলাসী ডিনারের সিগার-ফোঁকা হোস্ট—একই আলোচনায় মত্ত সবাই।

সাধারণ স্যালুনগুলোয় যাদের ঠোঁট গ্লাস বা বোতল ছুঁয়ে নেই তাদের দশজনের নয়জনই গরুর কথা বলছে। দুনিয়ার অন্য কোন কিছুর কোন গুরুত্বই নেই বুঝি! রসাতলে যাক দেশ, খরায় পুড়ে খাঁক হোক; দাবানলে উজার হয়ে যাক বন বনান্তর; যুদ্ধ বাধুক—কিচ্ছু আসে যায় না! গরুর পাল যতক্ষণ ডাক ছেড়ে ঘাস খাচ্ছে, পুবের বিশাল বাজারের জন্যে জোগাচ্ছে চমৎকার মাংস, ততক্ষণ কোন সমস্যা নেই। কাঁটাতারের বেড়া এখন অতীত। উপড়ে ফেলা হয়েছে ওসব। হারিয়ে যাচ্ছে স্মৃতির অতলে। কাঁটাতারের বেড়ার আমদানিকারীরাও দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের মন থেকে!

আবার হতাশাও বিরাজ করছে এখানে। আঠারোশো ছিয়াশি-সাতাশির ভয়াবহ সেই শীত অমোচনীয় ক্ষতচিহ্ন রেখে গেছে। মহাশীত কেটে যাবার পরেও এতদিন যারা ব্যবসা টিকিয়ে রেখেছিল তাদের মনে আত্মবিশ্বাসের বদলে এখন শঙ্কা জন্ম নিচ্ছে। গরুর মাংসের চলতি ঘাটতির কারণে গরুর দাম চড়েনি, অথচ সেটাই আশা করেছিল সবাই। খাটানো টাকা তুলে আনাই এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। বাইরের ক্রেতারা আর পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মেতে গরু কেনে না। ওয়াইওমিংয়ের ক্যাটল আউটফিটগুলোকেও আগের মত ব্যাংকের কাছ থেকে বাড়তি সুবিধা আদায়ে সাহায্য করে না। সব জায়গায় স্থানীয় পুঁজি যেন লাপাত্তা!

রাইডিং হর্স আর প্যাক অ্যানিমেল লিভারি আস্তাবলে রাখল রাইকার। মাঝারি গোছের একটা হোটেলে নাম লেখাতে এল তারপর। বিছানা আর গোসল করার সুবিধা দরকার। ডেস্ক ক্লার্ক ওর বহু-ব্যবহারে জীর্ণ ডেনিম আর দীর্ঘ যাত্রায় সঞ্চিত ধুলোর আস্তরণ দেখল।

'সবে পৌঁছলে?' জানতে চাইল সে।

রেজিস্টারে সই করার সময় মাথা দোলাল রাইকার। ওর ঠিকানা দেখল এবার ক্লার্ক। লারেডো।

'ওখানেই থাকতে?'

আবার মাথা দোলাল রাইকার। রেজিস্টারটা ঠেলে দিল ক্লার্কের দিকে।

আশাভরা চোখে ওর দিকে তাকাল ক্লার্ক। 'নাক গলাচ্ছি মনে কোরো না,' বলল, 'ওদিককার অবস্থা জানতে ইচ্ছা হচ্ছে আমার।'

মানি-পাউচ বের করে ভাড়া মেটাল রাইকার। 'এখানে পোষাচ্ছে না বুঝি?'

কাঁধ ঝাঁকাল ক্লার্ক। 'সব যেন কেমন হয়ে গেছে!'

'সব জায়গায়ই এক অবস্থা!'

এক মুহূর্ত চুপ থাকল ক্লার্ক। 'হতে পারে,' তারপর বলল আবার, 'তবু একবার চেষ্টা করতে চাই।'

'তার একটা কারণ আছে নিশ্চয়ই,' বলল রাইকার। গোসল করতে না গিয়ে অযথা এখানে কথা খরচ করছি কেন! ভাবল।

আবছা ইশারা করল ক্লার্ক। 'এখানকার অনিশ্চিত পরিস্থিতি সহ্য হচ্ছে না। একে নতুন স্টেট, তায় আবার হাজারও ঝামেলা। যার যার টাকা আগলে বসে আছে সবাই। বেশিদিন আগে স্টেট হয়নি ওয়াইওমিং, তাই যারা টেরিটোরি হিসাবেই দেখতে চায় এটাকে তারা শেষ না দেখে হাত খুলতে চাচ্ছে না।'

'শুনলাম এখানে নাকি নেস্টরদের নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে র‍্যাঞ্চারদের,' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রেখে বলল রাইকার, 'বিশেষ করে উত্তরে নাকি সমস্যা গুরুতর।'

মানি-পাউচ পকেটে রাখার সময় রাইকার টের পেল ওকে মাপছে ক্লার্ক।

'হ্যাঁ,' বলল সে, 'ঝামেলা চলছে! জনগণকে তাদের ফার্ম থেকে খেদিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'কয়েকজনকে হত্যাও করা হয়েছে নিশ্চয়ই?' তীক্ষ্ণ চোখে সরাসরি

ক্লার্কের দিকে তাকাল রাইকার। *নেস্টরদের জনগণ আর তাদের বস্তিগুলোকে ফার্ম* আখ্যায়িত করেছে লোকটা। কথা বলার সময় তার কণ্ঠে ফুটে ওঠা দরদও টের পেয়েছে ও।

'শুনলে হয়তো তোমার ভাল লাগবে,' বলল রাইকার, 'আমি কিছুদিন গরু পাঞ্চিংয়ের কাজ করেছি বটে, তবে গরু আমার মোটেও পছন্দ না!'

এ কথায় ক্লার্কের চেহারার কুঞ্চন মিলিয়ে গেল। হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে। 'কিন্তু এখন ওয়াইওমিংয়ে টিকতে চাইলে গরু পছন্দ না করে উপায় নেই। নইলে...'

ক্লার্কের দিকে ফের তীক্ষ্ণ নজরে তাকাল রাইকার, 'নইলে খোঁজ নিতে হবে দক্ষিণের অবস্থা কি...ওদিকের অবস্থা ভালই, ফ্রেণ্ড!'

স্যাডলব্যাগ কাঁধে চাপাল রাইকার। ক্লার্ক ফের জানতে চাইল, 'অসুবিধে না থাকলে তুমি কোনদিকে যাচ্ছ বলবে?'

'উত্তরে,' বলল রাইকার, 'সকালেই আবার রওনা হব। তারপর ঠিক কোথায় যাব বলা যাচ্ছে না!' সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল ও। ক্লার্কের দৃষ্টি অনুসরণ করল ওকে।

নিজের কামরায় এসে পিচারের পানিতে পুরো শরীর ধুয়ে ফেলল রাইকার। তোয়ালে দিয়ে গা মুছে বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলল ওটা। এবার সামনে ঝুঁকতে শুরু করল। একসময় ওর দু'হাত সমানভাবে কার্পেট ঢাকা মেঝে স্পর্শ করল।

কোন রকম ঝাঁকি লাগল না, সাবলীল ও মসৃণভাবে দেহটা ধনুকের মত বেঁকে উঁচু হয়ে গেল পা। দু'হাতে ভর দিয়ে মাথা নিচের দিকে দিয়ে দাঁড়াল। ঈষৎ পিঠ বাঁকা অবস্থায় ঝাড়া এক মিনিট থাকল এভাবে। পায়ের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে যেন, স্থির ওর শরীর। এবার ডানদিকে হেলল ও। ডান হাতে শরীরের পুরো ভর ছেড়ে দিয়ে মেঝে থেকে বাম হাত তুলে নিল। পুরো বিশ সেকেণ্ড থাকল এই ভঙ্গিতে। তারপর একইভাবে বামদিকেও হেলল। থাকল বিশ সেকেণ্ড।

আবার দু'হাতে ভর দিয়ে দাঁড়াল রাইকার। কনুই ভাঁজ করে

ওঠানামা শুরু করল এবার। গুনে গুনে দশবার কার্পেট স্পর্শ করল ওর নাক। অবশেষে বাঁকা হয়ে পায়ের ওপর দাঁড়াল আবার। পা স্থির রেখে কয়েকবার এদিক-ওদিক শরীর বাঁকাল। হাঁটু ভেঙে ওঠাবসা করল। হাতের ব্যায়ামও চলল। ঝাড়া আধ ঘণ্টা একনাগাড়ে ব্যায়াম করল রাইকার। পরিশ্রম করছে, দেখে বোঝার জো নেই, অথচ ঘেমে নেয়ে উঠল। ব্যায়াম শেষে ফের ঠাণ্ডা পানিতে গা ধুলো, তোয়ালে চালাল আবার, তারপর কাপড় চাপাল গায়ে।

নিচে এসে কাউন্টারের দিকে পা বাড়াল রাইকার।

চোখ তুলে ওর দিকে তাকাল ক্লার্ক। 'সব ঠিক আছে তো, মিস্টার রাইকার?'

মাথা দোলাল রাইকার। 'এখন গোসল সেরে নিতে চাই আমি।'

'ইয়েস, স্যার!' একটা খুদে হ্যাণ্ড বেল বাজাল ক্লার্ক। ব্যাকরুম থেকে হাজির হলো খর্বাকৃতি এক নিগ্রো। আবছাভাবে রাইকারের দিকে ইঙ্গিত করল ক্লার্ক। মাথা দোলাল নিগ্রো। রাইকারকে পথ দেখিয়ে বাথরুমে নিয়ে এল সে।

টিন-টাবে গরম পানি ঢালার পর কাপড় খুলল রাইকার। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল নিগ্রো। 'মিস্টাহ,' অবশেষে জানতে চাইল, 'তুমি ফাইটার নাকি?'

রাইকারের বাঁকা ঠোঁট আরও খানিকটা ওপর দিকে বেঁকে গেল। 'প্রয়োজনে লড়ি তো। কেন?'

'কিছু মনে কোরো না, বস্, তোমার শরীরটা কিন্তু একেবারে ফাইটারদের মতই নিখুঁত! মানে বলছিলাম টিকে থেকে পাল্টা আঘাত করার তাকত তোমারও আছে। কেমন দড়ির মত পাকানো পেশী—ওফ!'

'তুমি ফাইটার?' ঘাড়ে সাবান ডলতে ডলতে জানতে চাইল রাইকার।

'না, স্নাহ্! অবশ্য অনেককেই ট্রেনিং দিয়েছি আমি। বানিয়েছি! নিউইয়ক্ আর ফ্রিসকো—দু'জায়গাতেই। আসল ফাইটিং-টাউন

ওগুলো। তুমি ফাইটার হলে দারুণ হত। ম্যান, দড়ির মত পাকানো পেশী আর যা চেহারা...' মাথা নাড়ল নিগ্রো। তোয়ালে আনতে বেরিয়ে গেল দ্রুত।

গোসল সেরে ওঅরব্যাগ থেকে বের করে আনা পরিষ্কার কাপড় পড়ল রাইকার। ময়লা কাপড়গুলো ধোয়ার জন্যে তুলে দিল অ্যাটেন-ডেন্টের হাতে। দুটো সিকি দিল তাকে পারিশ্রমিক হিসাবে।

'সত্যি ফাইটার হতে চাও না তুমি?' সাগ্রহে জানতে চাইল নিগ্রো। 'ম্যান, তোমাকে ঠিক চ্যাম্পিয়ন বানাতে পারতাম!'

'এখানকার ভাল রেস্তরাঁটা কোন দিকে?' প্রসঙ্গ বদলে জানতে চাইল রাইকার।

হাসল অ্যাটেনডেন্ট। 'ও-কে, বস্, ও-কে! আসলে অনেক দিন ভাল ফাইটার পাই না তো! তা তুমি রেস্তরাঁর চেহারা নাকি খাবার কোনটার কথা জানতে চাও?'

'খাবার।'

'রাস্তার উল্টোদিকে, দু'দরজা পর। ওখানে গিয়ে বলবে স্যাম পাঠিয়েছে। তাহলে আর পচা খাবার দেয়ার সাহস পাবে না।'

'ধন্যবাদ,' বলে বাথরুম থেকে বের হয়ে ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল রাইকার। 'দক্ষিণের অবস্থা জানতে চাইছিলে তখন,' ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করল, 'ওদিকে যাবার কথা ভাবছ নাকি?'

জবাব দেয়ার আগে চারপাশে একবার নজর বোলাল ক্লার্ক। 'সংসারের খরচ মেটাতে *যে কোন জায়গায়* যেতে রাজি আছি। এখানে আর না!'

'হিসাব-নিকাশ কেমন পারো?'

ম্লান হাসি দেখা দিল ক্লার্কের ঠোঁটে। 'দু'বছর আগের মহাশীতে সব বরবাদ হয়ে যাবার আগে হিসাব-নিকাশের কাজই করতাম। আজকাল তো টাকায় ষোলোটা বুককিপার মেলে!'

একটা স্ক্র্যাচ-প্যাড টেনে নিল রাইকার। খসখস করে লিখল কি যেন। তারপর কাগজটা ছিঁড়ে ক্লার্ককে দিল। 'লারেডোতে গিয়ে

স্টপওভার স্যালুনের রস ইউইংকে দেবে এটা। আমার বন্ধু সে। বুককিপার পার্টনারদের নিয়ে কয়েক বছর ধরে সমস্যায় আছে বেচারা। রসকে খুশি করতে পারলে চমৎকার একজন বন্ধু হবে সে তোমার।'

ডুবন্ত লোক যেমন খড় আঁকড়ে ধরে তেমনি কাগজটা প্রায় ছিনিয়ে নিল ক্লার্ক। ভাঙা গলায় বলল, 'জানি না, আমার জন্যে কেন এতটা করছ, জানতে চাইবও না। তবে একটা কথা বলি, জীবনে কোন ব্যাপারে এতটা কৃতজ্ঞ বোধ করিনি আমি কারও কাছে। এর বদলে আমার কিছু করার থাকলে বলো...'

ক্লার্কের চোখের দিকে তাকাল বেন রাইকার। 'রসের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো,' বলল ও, 'ব্যস, আর কিছু লাগবে না।'

'অবশ্যই,' ওয়াদা করল ক্লার্ক, 'তাতে আমার ভুল হবে না!'

তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করল রাইকার। তারপর কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল সারা শহরে। চারপাশে দৈন্যের ছাপ স্পষ্ট। সময়মত মেরামত না করায় কয়েকটা দালানের আক্ষরিক অর্থেই ভেঙে পড়ার দশা হয়েছে। নাঙা চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে বাকিগুলো। জানালায় জানালায় ভাড়া দেয়া হবে নোটিশ ঝুলছে। সন্ধ্যার পরেও খদ্দেরের আশায় দোকানের সামনে পায়চারি করছে মালিকেরা। কেউ এলে তার দিনের খরচটা পুষিয়ে যায়!

অন্ধকার ঘোর হয়ে এলে হোটেলে ফিরে এল রাইকার। কাউন্টার খালি। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে নিজের কামরার সামনে এসে দাঁড়াল ও। দরজার কী-হোল-এ চাবি ঢোকাতে গিয়েই স্থির হয়ে গেল। সামনে ঝুঁকে ফোকরে নাক ঠেকিয়ে গন্ধ শুঁকল। সোজা হয়ে দাঁড়াল আবার। চেহারা কঠিন। সিগারের মৃদু গন্ধটা ওর কামরা থেকেই আসছে!

নিঃশব্দে হোলস্টার ছেড়ে লাফিয়ে হাতে উঠে এল পুরানো সিক্স-গান। স্থির পায়ে দাঁড়িয়ে শক্ত করে ডোরনব ধরল। সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাকে ঘুরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঝটিতি কবাট খুলেই বিদ্যুৎ ঝলকের মত ঢুকে পড়ল কামরায়। নিচু হয়ে চোখের পলকে সরে গেল দরজার একপাশে। চোখজোড়া চট করে জরিপ করে নিল আবছা অন্ধকার

কামরাটাকে।

উল্টোদিক থেকে কথা বলে উঠল একটা কণ্ঠস্বর। 'আমি বরং ল্যাম্প জ্বালিয়ে নিই। আমার ওপর নজর রাখো তুমি।' দেশলাই জ্বলে উঠল। ড্রেসারের দিকে এগিয়ে গেল জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। একটা কোল অয়েল ল্যাম্প রয়েছে ওখানে।

ল্যাম্প জ্বেলে ঘুরে দাঁড়াল আগন্তুক। চেহারা আর শারীরিক কাঠামো দেখে বোঝা যায় শক্তিশালী লোক। কঠিন ঠোঁটের কোণে সিগার ঝুলছে। শান্ত ধূসর চোখজোড়ায় জরিপ করছে রাইকারকে। ওর হাতের অস্ত্র তাকে এতটুকু বিচলিত করতে পারেনি।

পেছনে পা চালিয়ে দরজা আটকাল রাইকার। লক করল। আগন্তুকের দিকে এগিয়ে গিয়ে মাথা দুলিয়ে ইশারা করল। হাসল আগন্তুক। 'আরও সহজ করে দিচ্ছি আমি,' বলে সাবধানে কোট খুলল সে, ছুঁড়ে দিল বিছানার ওপর। আস্তে করে ঘুরল একবার যাতে রাইকার বুঝতে পারে ওর সঙ্গে অস্ত্র নেই।

নিজের অস্ত্র খাপে ঢোকাল রাইকার। 'ঠিক কামরাতেই এসেছ নাকি কোথাও ভুল হয়েছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল আগন্তুক। 'আমার জানা মতে ঠিক কামরাতেই এসেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য পরিষ্কার হয়ে যাবে সেটা।'

বিছানার কিনারায় বসল আগন্তুক। আয়েসী ভঙ্গিতে পায়ের ওপর পা তুলে দিল। 'আমার বন্ধু ডেভ এবারলি তোমার খুব প্রশংসা করছিল।'

রাইকারের চেহারায় ভাবান্তর হলো না। 'তাই?'

ছোট করে মাথা দোলাল আগন্তুক। 'হ্যাঁ। বলা যায় তোমাকে আমারও ভাল লাগতে শুরু করেছে। প্রথম থেকেই শুরু করি। আমার নাম পল এভার্ট। তোমার কাছে বোধ হয় নামটার কোন অর্থ নেই!'

পিঠ খাড়া চেয়ারটা টেনে নিয়ে এভার্টের সামনে বসল রাইকার। 'মানে বোঝানোর জন্যে যথেষ্ট সময় পাবে—যদি তেমন ইচ্ছাই থাকে তোমার।'

'ধন্যবাদ। শুরুতেই বলে রাখি হোটেলের ডেস্ক ক্লার্কের নামই ডেভ

এবারলি। ওর মত ভাল মানুষ খুব কমই দেখা যায়। ওকে তুমি সাহায্য করেছ।'

নেচে উঠল রাইকারের চোখ। 'একটা লোককে তার প্রয়োজনে সাহায্য করেছি, সেজন্যে ধন্যবাদ জানাতে আসোনি নিশ্চয়ই?'

'তা অবশ্যই আসিনি। তবে এখানে আসার সেটাও একটা কারণ। এই সুযোগে বলি, ডেভ এবারলিকে ওর পরিবার পরিজনসহ এখান থেকে চলে যাবার জন্যে স্টেজভাড়া বাবদ দুশো ডলার দিয়ে এসেছি আমি। সকালেই চলে যাচ্ছে ওরা।'

ঝলসানো হাতের দিকে তাকিয়ে আছে পল এভার্ট, বুঝতে পারল, রাইকার। ইচ্ছা করেই হাত দোলাল ও, 'বেশ তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছে, নাকি? মাত্র কয়েক ঘণ্টায় মালপত্র, বউবাচ্চা নিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া চাট্টিখানি কথা না!'

পায়ের ওপর থেকে পা নামাল এভার্ট। সামনে ঝুঁকল। 'ব্যাপারটা হেলাফেলার নয়, মিস্টার রাইকার। স্বেচ্ছায় যাচ্ছে না ডেভ এবারলি। এবারলি মার্কডম্যান। সত্যি বলতে গেলে আমিও। আপাতত এটুকু বললাম, এরচেয়ে বেশি কিছু যদি জানতে না চাও, বলো, আমি বেরিয়ে যাই।'

'মাঝপথে খেলা ছাড়ি না আমি।'

'চমৎকার! তাহলে বলছি। মাত্র কয়েক সুটকেস কাপড় ছাড়া আর কিছুই নিচ্ছে না এবারলি। ব্যাপারটা এতই সিরিয়াস!'

উঠে দাঁড়াল রাইকার। অস্থির পায়ে কামরায় হাঁটল একবার। এভার্টের মুখোমুখি হলো আবার। 'হোটেলের সামান্য একজন ক্লার্ক *কারও কাছে* এতই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তাকে প্রাণ দিয়ে পালাতে হচ্ছে, অদ্ভুতই বলতে হয়। আমি অবশ্য আগেই বুঝেছি *সাধারণ ডেস্ক ক্লার্ক সে নয়।* বাকিটা বলো এবার।'

ম্লান হাসল এভার্ট। 'ঠিকই ধরেছ তুমি। গত দুবছর যাবত একটা বিশেষ সংগঠনের কনট্যাক্ট ম্যানের কাজ করছিল ডেভ এভারলি। কিন্তু এখন অবস্থা এমন নাজুক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে ওর পক্ষে এখানে থাকা আর

নিরাপদ নয়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমি এখানে কেন এসেছি জানি না; তবে ডেভের ধারণা চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে; তোমার দিক থেকে কোন ক্ষতি হবে না অন্তত। লোক চিনতে সাধারণত ভুল করে না ও। অভিজ্ঞ মানুষ তো! ওর কাছে তোমাকে আমাদের আদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে মনে হয়েছে।'

'কিসের আদর্শ? কিসের সংগঠন?' জিজ্ঞেস করল রাইকার। ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে ওর। 'মিস্টার এভার্ট, আমি প্যাঁচঘোঁচ কম বুঝি। ঘোরানো-প্যাঁচানো কথা পছন্দ করি না। আমার হাতে বেশি সময় নেই। খামোকা আমার সময় বরবাদ হতে পারে এমন কিছু বলতে চাইলে আর না এগোনোই বোধ হয় ভাল!'

মাথা নাড়ল এভার্ট। 'ডেভ বলল তুমি উত্তরে যাচ্ছ, ঠিক?'

মাথা দোলাল রাইকার। 'শিগগিরই।'

'একা?'

'তাই তো জানি।'

'তাহলে আমাদের সাহায্য করতে পারবে তুমি। সেজন্যে তোমার কোন সময় নষ্ট হবে না। তোমাকে স্রেফ একটা জিনিস ডেলিভারি দিতে হবে।'

চিবুকে বুড়ো আঙুল ছোঁয়াল রাইকার। 'স্রেফ একটা জিনিস ডেলিভারি দিতে হবে! জিনিসটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে নিজেদের লোকজনের ওপর বিশ্বাস রাখা যাচ্ছে না। আবার ডেলিভারি দিতে এতটাই অস্থির হয়ে উঠেছ যে একদম অচেনা অজানা এক লোককে বিশ্বাস করতেও বাধছে না। মিস্টার এভার্ট, তুমি বরং সবটা খোলাসা করে বলো। ওয়াদা করছি—তুমি যা বলবে তার একটা অক্ষরও বাইরের কেউ কোনদিন জানতে পাবে না!'

'বেশ। বলছি, পেশায় আমি একজন অ্যাটর্নি হলেও আপাতত প্র্যাকটিস করছি না।' কৃশ হাসল এভার্ট। 'বলতে পারো আমার ক্লায়েন্ট এখনও অস্তিত্ব পায়নি। আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছ যেন আমি নিজেকে নেপোলিয়ন বলে পরিচয় দিচ্ছি। এজন্যে অবশ্য তোমাকে

দোষ দিতে পারি না। *প্রকাশ্যে* কাজ শুরু হলে আমার ক্লায়েন্টের নাম হবে ইনডিপেনডেন্ট র‍্যাঞ্চারস অ্যাসোসিয়েশন। গত দু'বছর ধরে এটার সাংগঠনিক প্রক্রিয়া চলে আসছে। শিগগিরই প্রকাশ্যে কাজে নামবে।'

কান খাড়া করল রাইকার। 'নাম শুনে মনে হচ্ছে স্টক গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের পাল্টা সংগঠন হতে যাচ্ছে। মানতেই হবে বিপজ্জনক কাজে নেমেছ তোমরা!'

মাথা দোলাল এভার্ট। 'তোমার ধারণা নির্ভুল। বিপজ্জনক কাজেই হাত দিয়েছি আমরা। এ অঞ্চল সম্পর্কে তোমার ধারণা থাকলে নিশ্চয়ই বুঝবে খুবই গোপনে এগোতে হয়েছে আমাদের। এতদিন রিক্রুটিং আর সংগঠনকে গড়ে তোলার মধ্যেই আমাদের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ ছিল। তাছাড়া তথ্যও জোগাড় করেছি যাতে সরকারের কাছে আমাদের সমস্যা তুলে ধরা সহজ হয়!'

'কি রকম তথ্য?'

কঠিন হয়ে গেল এভার্টের চেহারা। 'যেমন ধরো ছোট র‍্যাঞ্চারদের উচ্ছেদ বা খুন করার পর তাদের গরুর কি অবস্থা হয়, কিভাবে ওগুলো বড় র‍্যাঞ্চারদের পালে মিশে যায়—অনেক সময় ব্র্যাণ্ড বদলানোর দরকার মনে করা হয় না—রাঘব বোয়ালরা কিভাবে খুন করেও পার পেয়ে যায়—কত খুনখারাবি যে তারা করে চিন্তাও করতে পারবে না—এসব নানা তথ্য।'

'চিন্তাও করতে পারব না,' বলল রাইকার, 'এটা ঠিক না।' দাঁতে দাঁত চাপল ও। শার্টের বোতাম খুলে গা থেকে নামাল ওটা, আণ্ডার শার্টটাও খুলল। দু'হাত বাড়িয়ে দিল সামনে। ডান হাতের ঝলসানো দাগ মসৃণ কব্জি থেকে বাহু অবধি ছড়িয়ে রয়েছে, তারপর দুভাগ হয়ে কনুই পর্যন্ত গেছে; বাম হাতেও একই রকম ক্ষতচিহ্ন রয়েছে, তবে অনেক স্পষ্ট। 'তুমি রাঘব বোয়ালদের কথা বলছিলে, তাদেরই একজনের উপহার! জ্বলন্ত শ্যাকের আগুন থেকে বাবাকে উদ্ধার করতে গিয়ে এ অবস্থা হয়েছে। বাবা মারা গিয়েছিল আগেই। হেনরী কিংয়ের লোকজন

বাবাকে গুলি করে হত্যা করেছিল। আমার বড় ভাইকেও হত্যা করেছে তারা!'

'হেনরী কিং!' সবিস্ময়ে বলে উঠল এভার্ট। 'দগদগে একটা ঘা! তার সেকশনের আশপাশের এলাকা পরিষ্কার করে ফেলেছে লোকটা। ওর বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড়ের জন্যেই ঘাম ঝরাচ্ছি আমরা!'

আণ্ডার শার্ট পরে নিল রাইকার। 'হেনরী কিংয়ের ব্যাপারে তোমাদের আর ভাবতে হবে না। ওর সঙ্গে দেখা করতেই যাচ্ছি আমি। তার ফোরম্যান লেন নিময়ের নামও আছে আমার খাতায়। সবার ওপরে ওদের দু'জনের নাম।'

'ওদের হত্যা করবে?'

নির্মম হাসল রাইকার। 'নইলে কি? মিস্টার এভার্ট, সেই রাতের ঘটনার পর থেকে এই একটা মাত্র উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে নিজেকে তৈরি করেছি আমি। অপেক্ষায় থেকেছি উপযুক্ত সময়ের। আমার ধারণা সেই সময় এসেছে। আমি নাগাল পাওয়ামাত্র এবার মারা যাবে কিং আর নিময়।'

ঠোঁট কামড়াল এভার্ট। 'ইয়া খোদা! মিস্টার রাইকার, তাহলে তো ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে যাবে! আমি ভাবতেই পারিনি...'

এবার শার্ট পরল রাইকার। বোতাম আঁটল। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে এভার্ট। সিগারের গোড়া চিবুচ্ছে। এভার্টের দিকে সরাসরি তাকাল রাইকার। বোঝার চেষ্টা করল লোকটাকে। আন্তরিক বলেই মনে হচ্ছে। হবু ক্লায়েন্ট সম্ভাবনাময় আর গুরুত্বপূর্ণ হলেও একজন অ্যাটর্নির যতটা উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা তারচেয়ে বেশি চিন্তিত দেখাচ্ছে মানুষটাকে। সেটলারদের সমস্যাটাকে নিজের করে নিয়েছে যেন!

আবার চেয়ারে বসল রাইকার। 'দেখ,' বলল ও, 'হাতের সব ক'টা তাস একসঙ্গে টেবিলে ফেলে দেখো না কি হয়। আমরা একই দলের লোক বলেই মনে হচ্ছে। তুমি যেন ঠিক মনস্থির করতে পারছ না। আমি কিং আর নিময়কে হত্যা করলে ব্যাপার আরও জটিল হবে কেন?'

সশব্দে দম ফেলল এভার্ট। 'কারণ তোমাকে যে জিনিসটা ডেলিভারি দিতে বলেছি সেটা আসলে কোন জড় পদার্থ নয়। মানুষ। কিংয়ের র‍্যাঞ্চেই পৌঁছে দেয়ার কথা তাকে!'

'কি?' আবার দাঁড়াল রাইকার। দাঁড়িয়েই থাকল।

হাত নেড়ে ইশারা করল এভার্ট। 'দয়া করে বসো। একটু ধৈর্য ধরো। পরিষ্কার করে বলছি সব। তুমিও তাই চেয়েছ। আমাদেরই এক সদস্যকে ওর র‍্যাঞ্চে পৌঁছে দেয়ার কথা বলছিলাম আমি। ওখানে কাজ করার উসিলায় মেয়েটা...'

'মেয়ে?' দাঁড়িয়ে পড়ল রাইকার আবারও। প্রবল বেগে মাথা নাড়তে নাড়তে পায়চারি শুরু করল। 'ওহ্, আর বলো না, মিস্টার এভার্ট। সারা জীবন অনেক খেটে নিজেকে তৈরি করেছি আমি। এখন একটা আজগুবী পরিকল্পনার সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে সব গোলমাল করে দিতে চাইছ। *তা হয় না*, মিস্টার এভার্ট! তোমার মেয়েটা—যেই হোক—অন্য কোন কাজ দেখতে বলো তাকে। কয়েকদিন বাদে কিংয়ের আর কাজের মানুষ রাখার প্রয়োজন থাকবে না!'

ঘাড়-মাথায় হাত বোলাল এভার্ট। 'দোহাই খোদার, মিস্টার রাইকার, আগে সব শোনো, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ো। আমি অন্তত হেনরী কিংয়ের শোকে কাঁদতে যাব না! কিন্তু, আসল কথা, এই মুহূর্তে মৃত নয় জ্যান্ত কিংয়ের দাম অনেক বেশি। আমাদের অপারেশনের চাবিকাঠি রয়েছে তার মুঠোয়। আর এই মহিলা—মেয়ে বলাই ঠিক—ওর মাধ্যমেই আমাদের দরকারী তথ্য জোগাড় সম্ভব। একটা কথা ভুলে যেয়ো না, আমরা এখন একটা *স্টেটের* বাসিন্দা। টেরিটোরির আমলের চাইতে অনেক বেশি মর্যাদা এখন ওয়াইওমিংয়ের। মেয়েটা যেসব তথ্য জোগাড় করতে পারবে বলে আমরা আশা করছি তা দিয়ে শুধু কিং না, আরও অন্তত গোটা বারো বদমাশকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাবে অনায়াসে। দোষী সাব্যস্ত হলে সারা জীবন জেলের ঘানি টানবে তারা!'

বসল রাইকার। দু'হাতে সজোরে মুখ মুছল। ওর চারপাশের জগৎ

যেন খানখান হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ বুকের ভেতর থেকে বহুদিন আগের একটা কণ্ঠস্বর যেন কথা বলে উঠল: *'কোনটা চাও তুমি, দু'চার দশটা মানুষকে হত্যা করা নাকি পুরানো সিস্টেমটাকে বদলানো—যাতে দুর্বল মানুষগুলো সবলদের মত সূর্যের আলোয় সমান অধিকার পেতে পারে...?'*

বোঝা যাচ্ছে হ্যাংক ওর চেয়েও ভাল করে চিনতে পেরেছিল ওকে! অসুস্থ বোধ করলেও নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রাইকার। 'বেশ,' বলল ও, 'কি করতে হবে আমাকে, বলো...'

ছয়

অনেক রাত পর্যন্ত কথা বলে গেল পল এভার্ট। মন দিয়ে শুনল রাইকার। খতিয়ে দেখল। র‍্যাঞ্চিং ব্যবসার মন্দার আসল চেহারা স্পষ্ট হয়ে গেল ওর কাছে। বড় র‍্যাঞ্চারদের দুরবস্থার দিকটাও পরিষ্কার হলো।

বহুদিনের পুরানো অহঙ্কার বোধের কারণে এখন তারা স্বীকার করতে পারছে না যে নিজেদের ভুলের মাসুলই গুণতে হচ্ছে আজ। উল্টে সব দোষ চাপাতে চাইছে খুদে র‍্যাঞ্চারদের ঘাড়ে। তাদের বলির পাঁঠা হিসাবে ব্যবহার করার বদ মতলব। স্কোয়ার্টার আর রাসলারদের ক্ষেত্রে যা করত সেই একই উসিলায় খুদে র‍্যাঞ্চারদের ওপর ঝাল ঝাড়ছে তারা। মাথা গোঁজার ঠাঁই খোঁজাই মহাপাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে!

রাইকার বুঝতে পারল গরুর বাজার পড়ে যাওয়ায় গত দশ বছরে স্টক গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রভাব অনেক কমে গেছে। পর্যাপ্ত তৃণভূমির অভাব আর তীব্র শীত খানিকটা দায়ী এর জন্যে। সন্দেহ নেই, পাল্টা সংগঠন গড়ে তোলার এখন উপযুক্ত সময়। তবে একটা কথা

ঠিকই বলেছে এভার্ট: অনিবার্য আঘাত ঠেকানোর মত শক্তি যতক্ষণ সঞ্চয় করা না যাচ্ছে ততক্ষণ গোপনেই কাজ করে যেতে হবে।

'পুরো স্টেটের লক্ষ লক্ষ একর জমির তুলনায় একশো ষাট একর জমি কিছুই না,' বলল এভার্ট, 'কিন্তু এই জমির জন্যেই লড়তে কি মরতে দ্বিধা করে না মানুষ। অনেকে প্রাণ দিয়েছেও। আমরা মনে করছি বেঁচে থাকার জন্যে এ পরিমাণ জমি দরকার এবং তা যথেষ্ট। আমরা খুদে র‍্যাঞ্চারদের হয়রানি আর হত্যার অবসান ঘটাতে চাই। এবার তুমি বলো, আমাদের সঙ্গে থাকবে?'

উঠে অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল রাইকার। এভার্টের চেহারায় অসংখ্য ভাঁজ। আগ্রহ নিয়ে চেয়ে আছে সে। তার দিকে তাকাল রাইকার। নিরাবেগ বিরস কণ্ঠে জবাব দিল। 'মাত্র একটা কারণে এখনও বেঁচে আছি আমি। একেবারেই ব্যক্তিগত একটা ব্যাপার। রোজ সকালে লেন নিময়কে দিয়ে নাশতা করি। রাতে আমার খাবার হয়ে যায় হেনরী কিং। সাপারের সময় দুটোকে একসঙ্গে নরকে পাঠানোর ওয়াদা করি। রোজ রাতে বাবা আর ভাইয়ের অতৃপ্ত আত্মার সঙ্গে ঘুমোতে যাই। সকালে ঘুম ভাঙলেই মনে পড়ে আরও দু'জন হানাদারের চেহারা। এই আমার কাছে বিরাট কিছু আশা করছ তুমি, এভার্ট। আমি এ কাজের উপযুক্ত কিনা জানি না। এখন ওয়াদা করলেও কিং আর নিময়ের সামনাসামনি হলেই হয়তো ভুলে যাব সব।'

মাথা নাড়ল এভার্ট। 'তোমার মত কঠোর নিয়ম মেনে নিজেকে যে গড়ে তুলতে পারে তার পক্ষে আরেকটু সংযত হওয়া মোটেও কঠিন হবে না। তুমি আমাদের সঙ্গে আছ—কথাটা বললেই হবে, আর কিছু জানতে চাইব না আমি।'

রাইকারের চেহারায় ভাবান্তর হলো না। হাত বাড়িয়ে দিল সামনে। আন্তরিকতার সঙ্গে ওর হাত ধরল এভার্ট। স্বস্তিতে হাসল। 'মিস্টার রাইকার,' বলল সে, 'কেন বুঝিয়ে বলতে পারব না, তবে মনে হচ্ছে আমাদের আউটফিটের ইতিহাসে আজকের দিনটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে

থাকবে। তোমার মাঝে এমন কিছু আছে—যা ডেভ এবারলির মনে আস্থার জন্ম দিয়েছে। তোমাকে দেখার পর একই অনুভূতি হয়েছে আমারও। বোধ হয়...' জুৎসই শব্দের খোঁজে থামল সে, 'বোধ হয় তোমার চেহারায় তিক্ত অভিজ্ঞতার এমন কোন ছাপ রয়েছে যা কেবল তোমার প্রতি যাদের আন্তরিকতা আছে তারাই দেখতে পায়। ছাপটা কেমন, জানি না, সত্যি।'

'কিংয়ের ব্র্যাণ্ড হয়তো,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল রাইকার। 'তা মেয়েটাকে কখন আনতে পারবে? ওর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানার আছে আমার?'

নতুন একটা সিগারের গোড়া কাটল এভার্ট। ওটা ধরিয়ে বলল, 'কিং বিপত্নীক হওয়ার পর আর বিয়ে করেনি জানো নিশ্চয়ই?'

মাথা নাড়ল রাইকার। 'কিং সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা, শয়তানের মত একজোড়া শিঙ আছে তার। ওগুলো বের করে রাখতে টুপিতে দুটো ফুটো থাকে। তার মানে, কিংয়ের হাউসকিপার হিসাবে যাচ্ছে মেয়েটা?'

মাথা দোলাল এভার্ট। 'ঠিক। হঠাৎ করে আমাদের হাতের মুঠোয় এসে ধরা দিয়েছে কিং। ওদিকের সার্ভিসে সে সন্তুষ্ট নয়। তাই এই শাইয়্যানের হোটেলে চিঠি লিখে হাউসকিপারের খোঁজ করে সে। লোকটা জানে এসব হোটেলে হাউসকিপারের চাকরি চায় যারা তাদের নামের একটা করে লিস্ট থাকে। কোন্ হোটেল, আন্দাজ করো দেখি?'

নিরস হাসল রাইকার। 'তোমার বন্ধু এবারলি শেষ পর্যন্ত কাজের কাজ করতে পেরেছে একটা।' উঠে বিড়ালের মত আড়মোড়া ভাঙল ও। 'কিন্তু তুমি কি করেছ বুঝতে পেরেছ কিনা ভাবছি। দেখামাত্র কিং আর নিময়কে খতম করার পথ আটকে আমার উত্তরে যাওয়াই বাতিল করে দিয়েছ আসলে!'

এভার্টের চেহারায় পরিষ্কার হতাশার ছাপ পড়ল। 'আরে—হায় খোদা! বলছ কি!' তোতলাতে শুরু করল সে। 'এমন কিছু তো চিন্তাই করিনি আমি। ভেবেছিলাম...'

'পুরোপুরি রাজি হয়ে গেছি আমি, তাই না? উঁহুঁ। এখনও ভাবছি

অবশ্য। সকালে পথে নামব আমি। *কোন্ দিকে যাব জানি না।* কিংয়ের ওদিকে যেতেও পারি নাও যেতে পারি। সকাল আটটায় হোটেলের পেছনের লিভারি আস্তাবল থেকে রওনা দেব। ওখানেই নিয়ে আসতে হবে মেয়েটাকে। সঙ্গে *দায়িত্বশীল* এমন *একজন ব্যবসায়ীকে* নিয়ে আসবে যার পরিচয় সম্পর্কে আমার মনে সন্দেহ জাগবে না। তারপর মন স্থির করব আমি। তোমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলেছি আমরা একই দলে। কথাটা মিথ্যা নয়। কিংয়ের মত লোকের বিরুদ্ধে যে বা যারাই দাঁড়াক আমি তাদের পক্ষে। কিন্তু তোমার মত চমৎকার ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কেউ এসে ছিপ ফেললেই আমি টোপ গিলব, তেমন ইচ্ছা নেই। কথাটা আবার কদর্থে নিয়ো না, মিস্টার এভার্ট।'

উঠে হাসি মুখে আবার রাইকারের সঙ্গে করমর্দন করল এভার্ট। 'আমার মনের কথা বলেছ তুমি। কেবল আমার মুখের কথায় যদি কাজে নেমে পড়তে তোমার বিচার-বুদ্ধি সম্পর্কে সবসময় মনের মধ্যে একটা খুঁতখুঁতে ভাব থেকে যেত।' ভেস্ট পকেট থেকে ঘড়ি বের করে ঢাকনা উল্টে সময় দেখল এভার্ট। 'ঘণ্টা খানেক বাদে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে চারজন লোক আসবে এখানে। জেমস ওভারহল্ট, ব্যাংক প্রেসিডেন্ট; অলিভার, শহরের সবচেয়ে বড় ডিপার্ট-স্টোরের মালিক; জর্জ জেনার, অ্যাটর্নি জেনারেলের রিপ্রেজেন্টেটিভ আর আমি। ঠিক আছে?' মাথা দুলিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে।

অয়েল ল্যাম্প ড্রেসারের ওপর থেকে বিছানার পাশে ওঅশ স্ট্যাণ্ডে এনে রাখল রাইকার। তারপর ওঅরব্যাগে হাত চালিয়ে *অলিভার টুইস্টের* বেহাল চেহারার একটা কপি বের করল। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। মাথার নিচে বালিশ ঠেসে দিয়ে বইটা মেলে ধরল চোখের সামনে।

'এখানেই পাবে আমাকে,' আপনমনে বিড়বিড় করে বলল ও।

আধ ঘণ্টা পরেই টোকা পড়ল দরজায়। ওঠার কষ্ট স্বীকার করল না রাইকার। 'এসো!'

ভুল করেছে, বুঝে উঠতে দেরি করে ফেলল। তিনজন লোক একসঙ্গে ঢুকে পড়েছে কামরায়। সামনের লোকটা ওর দিকে পিস্তল তাক করে রেখেছে। দ্রুত নিজের অবস্থা খতিয়ে দেখল রাইকার। বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নামতে গিয়েও অদৃষ্টবাদীর মত আবার এলিয়ে পড়ল।

'বারে, বাহ্!' বলে উঠল পিস্তলঅলা, 'যেমন ভেবেছিলাম এযে দেখছি তারচেয়ে অনেক সহজ! কি সুন্দর শুয়ে আছে বিছানায়! পিস্তলটা রেখেছে ড্রেসারের ওপর!' গানবেল্টের দিকে মাথা নেড়ে ইশারা করল সে। ওটা নিতে এগিয়ে গেল একজন। 'শোনো, মিস্টার,' রাইকারকে বলল এবার, 'বুট পরে নাও। বাইরে যেতে হবে।'

বিছানার কিনারায় বসল রাইকার। 'লোক বাছতে ভুল করোনি তো?' গানম্যানকে জিজ্ঞেস করল ও।

কালো চুলঅলা বিশালদেহী লোকটা হাসল। মুখের সবক'টা দাঁত নেই তার, ধরা পড়ল রাইকারের চোখে। 'তোমার নাম রাইকার হলে আমাদের ভুল হয়নি। জলদি করো! নইলে এক বাড়ি মারব গানব্যারেল দিয়ে।'

আত্মরক্ষার কোন উপায় আছে কিনা চিন্তা করে দেখল রাইকার। না, নেই। দরজা দিয়ে বেরোনোর সময়ও নিরাপদ দূরত্বে থাকল তিনজনই। পেছনের সিঁড়ির নিচে ল্যাম্প হাতে আরও একজনকে অপেক্ষা করতে দেখা গেল। পথ দেখা যায় এমনভাবে ল্যাম্পের স্লাইড তুলে রাখা।

'বাগে পেয়েছ দেখছি,' মন্তব্য করল লোকটা।

গান-টটার ঘোঁৎ করে বলল, 'আমার কখনও ভুল হয় না। বেরোই চলো। সারারাত নষ্ট করার উপায় নেই আমাদের।'

বাকি রাত তাহলে কি করবে? ভাবল রাইকার। নিজেকে গালমন্দ করল ও। এভার্টের মত লোকের শত্রুর অভাব নেই এখানে। তার ওপর নজর রাখা হবে, এটাই স্বাভাবিক। কথা শোনার জন্যে আড়ি পাতবে! অথচ ও কিনা কেউ আড়িপেতে ওদের কথা শুনছে কিনা নিশ্চিত না

হয়েই এভার্টকে সবকিছু বলার সুযোগ দিয়েছে। বিপদ ডেকে এনেছে নিজের। এখন তার দণ্ড ভোগ করতে হবে! তবে শাস্তিটা কি হতে পারে আঁচ করতে পারল না রাইকার।

এখন পালানোর চেষ্টা আর আত্মহত্যা করা এক কথা। অবশ্য এদের সঙ্গে যাওয়াও তাই। তবে সঙ্গে গেলে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় বের করার মত খানিকটা সময় অন্তত মিলবে। হয়তো এমন কোন সুযোগ পাওয়া যাবে যাতে মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারবে ও। পায়ের শব্দে বোঝা যাচ্ছে—ওর দুপাশে আর পেছনে সতর্ক পাহারায় রয়েছে লোকগুলো। প্রত্যেকেই অস্ত্র বইছে, বলা বাহুল্য। জোর করে নিজেকে শান্ত রাখল রাইকার। সহজ পদক্ষেপে হাঁটছে। সামনে কি অপেক্ষা করছে জানার অপেক্ষায় রইল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। পেছনের গলিপথ ধরেই এগোচ্ছিল ওরা। আন্দাজ তিনটা সিটি ব্লক পেছনে ফেলে আসার পর প্রায় ভেঙে পড়া একটা বার্নে বলতে গেলে ঠেলে ঢোকানো হলো ওকে। হানাদাররা ছড়িয়ে পড়ে অবস্থান নিল। আগেই ঠিক করা ছিল যেন।

'এবার, মিস্টার রাইকার,' কথা বলে উঠল ল্যাম্পঅলা, 'ওয়াইওমিংয়ে থাকার কেতা সম্পর্কে সবক দেয়া হবে তোমাকে। খামোকা অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোর বাজে খাসলতটা তাহলে পাল্টাবে তোমার। আমার কথা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না আশা করি। বয়েজ, শুরু করো!'

ল্যাম্পের স্লাইড পুরোপুরি তুলে দেয়া হয়েছে এখন। চারজনকেই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রাইকার। কোণঠাসা ব্যাজারের মত আস্তে আস্তে পাক খেয়ে চলল ও। কয়েক সেকেণ্ডের বেশি অরক্ষিত হতে দিচ্ছে না পেছন দিকটা। মৃত্যুপথযাত্রী গরুকে শকুনের ঝাঁক যেভাবে ঘিরে ধরে তেমনি ওকে ঘিরে চক্কর দিতে লাগল তিন ষণ্ডা। তবে রাইকারের শক্তি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় ঝাঁপিয়ে পড়ার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না তারা।

এ অবস্থা বেশিক্ষণ চলতে পারে না। রাইকারের পাকা চোখে

একজনের রিফ্লেকস অ্যাকশন ধরা পড়ে গেল। আক্রমণ করতে যাচ্ছে লোকটা। মোকাবিলা করতে পাঁই করে তার দিকে ফিরল ও। পরক্ষণে অন্য দুদিক থেকে পদশব্দ কানে এল। ভূতের মত পাক খেলো রাইকার। শূন্যে পা তুলে লাথি চালাল সজোরে। লক্ষ্যবস্তু নজরে আসামাত্র মাঝপথে ঘুরিয়ে ভারি আর্মি বুটের হিলটা বসিয়ে দিল লোকটার মুখে।

হাড়-মজ্জা ভাঙার মচ্-মচ্ শব্দ হলো। লুটিয়ে পড়ল লোকটা। পয়েন্ট থার্টি-থার্টি বুলেট হজম করেছে যেন। সময় মতই ফের ঘুরল রাইকার। দ্বিমুখী হামলার মোকাবিলা করল। মাটি থেকে এক লাফে শূন্যে উঠে গেল ও। মোচড় খেলো বিড়ালের মত। তেড়ে আসা দুই শত্রুর পা লক্ষ্য করে তলোয়ারের মত করে চালাল পাজোড়া।

'যত্তসব অকর্মা, হামলা করো!' ধমকে উঠল ল্যাম্পঅলা। 'এখানে রাত কাবার করতে পারব না আমরা!'

'হাতের ওটা রেখে নিজে এসো না!' ধমকে উঠল কামরায় পিস্তল হাতে ঢোকা লোকটা। হাঁপাচ্ছে। 'শালাকে তো ধরাই যাচ্ছে না!'

এক কোণে এসে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল রাইকার। ঠেলে এখানেই প্রথম পাঠানো হয়েছিল ওকে। সামনে ঝুঁকে পড়ল ও। সবচেয়ে কাছের লোকটাকে নিশানা করে বিদ্যুৎগতিতে একটা আপারকাট ঝাড়ল। বাতাসে শিসের শব্দ হলো। ল্যাম্পের অপর্যাপ্ত আলোয় লক্ষ্য স্থির করতে না পারায় বেঁচে গেল লোকটার মুণ্ড। পরের সেকেণ্ডেই ঘাড়ের একপাশে প্রচণ্ড একটা রদ্দা খেলো রাইকার।

মুহূর্তের জন্যে অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। ডানদিক অবশ হয়ে এল। একটা লাথি লাগাল মালাইচাকির ওপর। চরকির মত পাক খেলো রাইকার। অন্য লোকটার ঘুসি-বৃষ্টির মধ্যে পড়ে গেল। গাঝাড়া দিয়ে শরীরের অসাড় ভাব তাড়িয়ে দিল রাইকার। কয়েক সেকেণ্ড বাউলি কেটে মোচড় খেয়ে মাথা পরিষ্কার করে নিল।

এবার পা আর ইস্পাত কঠিন কব্জিতে জমানো প্রচণ্ড শক্তিতে সবচেয়ে কাছের শত্রুর দুর্বলতম জায়গা—সোলার প্লেকসাসে হানল আঘাত। গোঙানি শোনা গেল। তারপর মাটির দলার মত ঘোড়ার

নাদিভরা মেঝেয় আছড়ে পড়ল লোকটা। ওকে নিয়ে আর চিন্তা নেই, বুঝতে পারল রাইকার। বাকি হানাদারের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিল এবার। সতর্ক ভঙ্গিতে পিছু হটছে লোকটা। মুখের সামনে মুঠি পাকানো হাত নাচাচ্ছে অবিরাম।

একটা ফলস-স্টেপ দিয়ে লোকটার অবস্থান নড়বড়ে করে দিল রাইকার। ডানহাত দিয়ে চরম আঘাত হানতে গেল। ঠিক তখনই পেছন থেকে কি যেন আঘাত করল মাথায়। শক্ত কিছু। ঘুরে উঠল রাইকার। পলকের জন্যে দেখতে পেল ল্যাম্পঅলা লোকটা আবার আঘাত হানতে পুরানো একটা সিঙ্গল-ট্রি মাথার ওপর তুলছে। ক্রোধে বিকৃত হয়ে গেছে তার চেহারা।

একটা হাত তোলার চেষ্টা করল রাইকার আঘাত ঠেকানোর জন্যে। কিন্তু সবিস্ময়ে দেখল ওর হুকুম মানছে না শরীরের পেশী। কি যেন হারিয়ে গেছে শরীর থেকে।

দূরের কোন মেলোড্রামা যেন, সিঙ্গল-ট্রি নেমে আসছে, দেখল ও। পরক্ষণে মেঝেটা সাঁৎ করে উঠে এল ওপর দিকে। নিকষ অন্ধকার সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিল ওকে।

সাত

পরদিন সকাল ঠিক সাতটায় লিভারি আস্তাবলে এল পল এভার্ট। ওর একহাতে পেটমোটা একটা কার্পেটব্যাগ। অন্য হাত একটা মেয়ের হাত ধরে আছে। চেহারায় উৎকণ্ঠার ছাপ স্পষ্ট।

'বুঝছি না,' মাথা নেড়ে বলল এভার্ট, 'আমাকে তো বলল সকালে এখান থেকেই রওনা দেবে। কিন্তু আমি পরে যখন আবার ওর কামরায়

যাই, দেখলাম চলে গেছে সে…' আস্তাবলের আরও ভেতর দিকে এগোল সে অসল্যারের খোঁজে।

হঠাৎ একটা স্টল থেকে বেরিয়ে এল একটা ছায়ামূর্তি। এলিয়ে পড়ল ওদের দিকে। কার্পেটব্যাগ ফেলে দ্রুত এগিয়ে গেল এভার্ট। দু'হাত বাড়িয়ে টলমল অবয়বটাকে ধরল। 'বেন! হায় খোদা, একি অবস্থা হয়েছে তোমার?'

রাইকারের ক্ষতবিক্ষত চেহারার দিকে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটা। একটা চোখ ফুলে ঢোল, গাঢ় পিঙ্গল রং হয়েছে ওটার। বুজেই গেছে প্রায়। রক্ত জমাট বেঁধে জট লেগে গেছে মাথার চুল, লেপ্টে রয়েছে চাঁদির সঙ্গে। কপালের ওপর দুই ইঞ্চি লম্বা একটা কাটাদাগ ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে। এছাড়াও অসংখ্য ক্ষত চিহ্ন দেখা যাচ্ছে ওর মুখ আর ঘাড়ে। মাটিতে পেড়ে ফেলে ইচ্ছামত দুরমুজ করা হয়েছে ওকে। নইলে এমন আঘাত পাওয়ার কথা না। বুটের আঘাতের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

নিজের বেহাল অবস্থা সত্ত্বেও অক্ষত চোখে মেয়েটার দিকে তাকাল রাইকার। পলকে অনেক বছর আগের একটা দিনে ফিরে গেল ওর মন। 'হ্যালো, মায়রা! অনেক দিন পর দেখা!'

মায়রা ব্রিস্টো চোখ ভেঙে নেমে আসা জলের ধারা ঠেকানোর বৃথা চেষ্টা করল। হাসি ফোটাতে চাইল মুখে। দুটো মিলে অদ্ভুত অবস্থা তৈরি করল। 'বেন—বেন—একি করেছে ওরা তোমার?' মারাত্মক আহত রাইকারকে দেখে যেন নিজেই যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছে সে। অনেকদিন আগে শোকবিহ্বল এক কিশোর প্রাণ বাঁচাতে পালানোর সময় তার ঝলসানো শরীর দেখে একই অনুভূতি হয়েছিল তার।

'সেই রাতের রুটি আর মাংসের মত খাবার জীবনে খাইনি আর আমি,' বলল রাইকার, যেন ইদানীংকার কোন উপকারের জন্যে ধন্যবাদ দিচ্ছে মেয়েটাকে। তারপর আবার বলল, 'ও—হ্যাঁ, এগুলোর কথা জিজ্ঞেস করছ?' ক্ষতগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল। 'ওয়াইওমিংয়ে আমার উপস্থিতি সহ্য করতে পারছে না কেউ একজন। জলদি ট্রেনে বা ঘোড়ায়

চেপে কেটে পড়তে বলেছে আমাকে সে!'

দাঁত কিড়মিড় করল এভার্ট। 'হতচ্ছাড়া···বেন, ক্ষতগুলোয় ইনফেকশন ছড়িয়ে পড়ার আগেই ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার তোমার। ইনফেকশন শুরু হয়েই গেছে কিনা কে জানে! মায়রা, তুমি ওর একটা হাত ধরো দেখি!'

আস্তে কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রাইকার। 'এখন আমার দরকার,' বলল ও, গলার সুর শুনে শিউরে উঠল এভার্ট, 'পিস্তল আর শহরে একটা চক্কর মারার জন্যে খানিকটা সময়। কয়েকটা লোককে খুঁজে বার করতে হবে!'

গম্ভীর হয়ে গেল এভার্ট। 'বোকার মত কিছু করতে যেয়ো না। এই অবস্থায় নবীশ কোন গানম্যানেরও মোকাবিলা করতে পারবে না। আমাদের সঙ্গে চলো। পাশের ব্লকেই আছে ডাক্তার। গলি ধরেই তার কাছে যাওয়া যাবে।'

'প্লীজ!' অনুনয় করল মায়রা।

এক মুহূর্ত ভাবল রাইকার। কাঁধ ঝাঁকাল। 'পরে ওদের দেখা মিলবে আশা করি! মনে হচ্ছে তোমাদের পরিকল্পনাটা একেবারে ভেস্তে গেছে।'

'পরিকল্পনা গুলি মারো,' বলল এভার্ট। 'আগে সুস্থ করে তুলতে হবে তোমাকে।' এবার শক্ত করে রাইকারের বাহু আঁকড়ে ধরল সে। জোর করে আস্তাবলের বাইরে নিয়ে এল। 'ব্যাপারটা ঘটল কোথায়?'

'শহরেই। একটা বার্নে। পরে টেনেহিঁচড়ে দূরের খোলামাঠে ফেলে এসেছিল আমাকে। তোমরা পৌঁছার মাত্র কয়েক মিনিট আগে ফিরে এসেছি।'

'এই শরীরে?' এভার্টের কণ্ঠে অবিশ্বাস। 'আন্দাজ কতদূর থেকে?'

'মাইল দশেক।'

'ইয়া খোদা! হেঁটে?'

একচোখা প্যাঁচার মত এভার্টের দিকে তাকাল রাইকার। 'নইলে কিভাবে? আকাশের গায়ে শহরের আলোর আভা দেখে সোজাসুজি

এগিয়েছি। ভোরের আলো ফোটার পর আর দিক বদলাইনি!'

মাথা নাড়ল এভার্ট। 'আমার এ অবস্থা হলে কেউ গিয়ে খুঁজে বের না করা পর্যন্ত জায়গায় পড়ে থাকতাম। এই পেছন-দরজা দিয়েই ঢোকা যাক।'

কার্বলিক অ্যাসিড সলিউশনে ক্ষত পরিষ্কার করল ডাক্তার। চুপ করে বসে থাকল বেন রাইকার। 'তোমার এরকম চমৎকার স্বাস্থ্য না থাকলে ঠিক মারা যেতে,' বলল ডাক্তার। 'মাথার ক্ষতচিহ্নটা বোধ হয় থেকেই যাবে।'

'দুএকটা দাগ বাড়লে ক্ষতি নেই,' বলল রাইকার।

'কাটা সেলাই করার সময় ব্যথা হজম করার জন্যে একটা কিছু দেয়া দরকার তোমাকে। বেশ কয়েকটা সেলাই লাগবে।'

'ব্যথার ওষুধ লাগবে না। সুঁই সুতো বের করে কাজ শুরু করে দাও!'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে কাজ শুরু করল ডাক্তার। ফাঁক হয়ে থাকা ক্ষতগুলো সেলাই করল। দশটা সেলাই লাগল। পুরো সময়টা নির্বিকার চেহারায় অন্য দুজনের সঙ্গে কথা বলল রাইকার। সেলাই শেষে ফের কার্বলিক অ্যাসিডে ক্ষতগুলো মুছে দিল ডাক্তার। 'চলবে,' বলল আপনমনে, 'আমার সব রোগীর যদি তোমার মত সহ্য ক্ষমতা থাকত! কাল এক লোক এসেছিল, বেচারার চেহারার জিয়োগ্রাফী একেবারে পাল্টে গেছে। ঘোড়ার লাথি খেয়েছে নাকি! যদিও আমার ধারণা রেল লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে উল্টোদিকে চরে বেড়ানো ঘোড়া দেখা ছাড়া জানোয়ারগুলোর সঙ্গে তেমন কোন সম্পর্ক কোন কালেই ছিল না তার। যা হোক, মেরামত করার সময় কোমাঞ্চিদের মত একটানা চিৎকার করছিল লোকটা।'

চট করে একবার এভার্টের দিকে তাকাল রাইকার। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কে?'

'তার নাম ইয়াঙ্গি। সব সময় স্যালুনগুলোর আশপাশে ঘুরঘুর করতে

দেখা যায় তাকে। পাঁড় মাতাল। লোকজনের কাছ থেকে চেয়ে মদ খায়। আমার ধারণা কেউ উচিত শিক্ষা দিয়ে দিয়েছে তাকে। এখানেই এসে যাচ্ছে প্রশ্নটা—তোমার ব্যাপারটা কি?'

আস্তে উঠে দাঁড়াল রাইকার। পাজোড়া পরখ করল। কিঞ্চিৎ বেঁকে গেল ওর ঠোঁটজোড়া। 'ঘোড়ার লাথি খেয়েছি।'

নাক কোঁচকাল ডাক্তার। হাত মেলে দিল সামনে। 'অ। ঘোড়ার লাথি খেয়েছ! তা তোমরা যদি ঘোড়ার এত কাছে যাবার মত বোকামি করো আমার কি করার আছে! আমার ব্যবসার জন্যে বরং ভালই বলতে হবে! দু'ডলার দেবে তুমি আমাকে। কারবলিক সলিউশনের বোতলটা নিয়ে যাও। দিনে তিন থেকে চারবার ক্ষতগুলো মুছবে। তার চেয়ে বেশি পারলে তো ভালই।'

'ধন্যবাদ,' টাকা মিটিয়ে দিয়ে বলল রাইকার। 'ইয়াঙ্গি?'

মাথা দোলাল ডাক্তার। 'জ্যাক ইয়াঙ্গি, যদ্দূর জানি। শোনো, ভাই, যে কোন স্যালুনে গিয়ে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেই তার দেখা পেয়ে যাবে। কারও সাহায্য পেলে ঠিকই হাজির হবে সে। তোমার চোখের চেয়েও শক্ত হয়ে বুজে গেছে বেচারার চোখজোড়া।' ডাক্তারের ভুরু নেচে উঠল। 'আচ্ছা, তোমরা দুজনই কি...মানে...'

'একই ঘোড়ার পেছনে দাঁড়িয়েছিলাম কিনা?' শেষ করল রাইকার।

চিবুকে বুড়ো আঙুল ছোঁয়াল ডাক্তার, 'মানে, ঠিক একথাটাই বলতে চাইনি আমি, তবে মোটামুটি ঠিকই আছে। বেশ। গুড ডে, ফোক্‌স।'

গলিতে বেরিয়ে এভার্টদের থামাল রাইকার। 'বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই, আমাদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। কালরাতে দরজায় আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনেছে কেউ একজন। আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্টের কথা জানে সে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল এভার্ট। 'মনে হচ্ছে গোটা ব্যাপারটাই গোল্লায় যেতে বসেছে এবার। এখন আর কিংয়ের কাছ থেকে তথ্য আদায়ের আশা নেই। ওকে সতর্ক করার জন্যে এতক্ষণে কোন মেসেঞ্জার রওনা হয়ে গেছে নির্ঘাত।'

'একটা উপায় আছে এখনও,' বলল রাইকার।

চট করে ওর দিকে তাকাল এভার্ট। 'কি?

'ইয়াস্সিকে পাকড়াও করে *দূরে কোথাও* নিয়ে তার পেট থেকে মেসেঞ্জারের নাম বের করতে হবে,' বলল রাইকার, 'যদি সত্যি কেউ রওনা হয়ে থাকে। হতে পারে তার করে দিয়েছে ওরা।'

মাথা নাড়ল এভার্ট। 'মনে হয় না। এত গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র যেখানে জড়িত, চূড়ান্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই। বাজি ধরে বলতে পারি হয় একজন রাইডারকে পাঠিয়েছে ওরা নয়তো স্টেজে চেপে রওনা হয়ে গেছে কেউ।'

হাত বাড়াল রাইকার, এভার্টের মাথার টুপিটা নিয়ে জোর করে নিজের মাথায় বসাল। পাতলা ব্যাণ্ডেজের সঙ্গে ঘষা লাগল। অস্ফুট স্বরে ককিয়ে উঠল ও। 'ব্যাণ্ডেজের ওপর ভালই ফিট করেছে,' বলল। 'এই সময় ইয়াস্সিকে কোথায় পাওয়া যাবে জানে এমন কাউকে চেনো?'

তুড়ি বাজাল এভার্ট। 'শ্যামুস ফ্লিন! ননপেরিয়েলের বাউন্সার। শহরের প্রত্যেকটা বদমাশকে চেনে। ওকে ঘরেই পাওয়া যাবে মনে হয়।'

'আমার কার্পেটব্যাগ!' বলে উঠল মায়রা।

'লিভারি আস্তাবলে গিয়ে অসল্যারকে বলো ওটা আমার ওখানে পৌঁছে দিতে। আর তুমি বাড়ি ফিরে যাও। আমরা কদ্দূর এগোলাম না জেনে বাইরে পা বাড়াবে না।'

'আমার কোন ক্ষতি করবে না ওরা,' যুক্তি দেখাল মায়রা।

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল এভার্ট। 'ডেভ এবারলি কেন পালাতে বাধ্য হলো জানো? *ওর স্ত্রী আর বাচ্চাদের হুমকি দেয়া হয়েছিল*। যাও, দরজায় খিল এঁটে বসে থাকো গিয়ে।'

শিউরে উঠল মেয়েটা এবার। 'দরজায় ব্যুরোর ঠেস দিয়ে রাখব। তোমরা দুজনই সাবধানে থেকো।'

গলি ধরে এগোতে যাচ্ছিল মায়রা। ওকে বাধা দিল রাইকার। 'বড় রাস্তা ধরে যাও' বলল তাকে। কারণ বুঝতে পেরে মাথা দোলাল

মায়রা।

'তুমি ফিরে আসায় আমি খুশি হয়েছি, বেন,' বলল সে, 'যদিও এভাবে আশা করিনি।'

'অবস্থা বদলে যাবে,' বলল রাইকার। বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল মেয়েটাকে। এভার্টের দিকে ফিরল এবার। 'চলো, তোমার বন্ধু ফ্লিনের কাছে যাওয়া যাক!'

একটা সস্তা হোটেলের নোংরা কামরায় নাক ডেকে ঘুমোচ্ছিল শ্যামুস ফ্লিন। ধাক্কা মেরে ওকে তুলল এভার্ট। নাক সিঁটকে বিছানা থেকে নামল বিশাল আইরিশ। ঘুমের ঘোরে হাওয়াই-কলের মত ঘোরাতে শুরু করল হাতজোড়া। হাত বাড়িয়ে তার কব্জি ধরে জোর করে নিচে নামাল রাইকার।

আরও এক মুহূর্ত যুঝল ফ্লিন। তারপর সবিস্ময়ে খেয়াল করল তার দুহাত লাল হয়ে যাচ্ছে। রাইকারের বজ্রমুঠিতে মড়মড় করতে শুরু করেছে হাড়। ঘোর কেটে গেছে তার ততক্ষণে। 'হায় খোদা!' হাঁপিয়ে উঠল সে, 'সঙ্গে করে এটা কি নিয়ে এসেছ—বিয়ার-ট্র্যাপ?' এভার্টের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল। 'আরে ছাড়ো তো!' বলল রাইকারকে।

ওর কব্জি ছেড়ে দিল রাইকার। পিছিয়ে এল। বিস্ফারিত চোখে রাইকারের দিকে তাকিয়ে থাকল লোকটা। নিদ্রালু চোখজোড়া যদিও বেশি ফাঁক হলো না। ডলে ডলে হাতের পেশী আবার স্বাভাবিক করতে চাইল সে। চাপা থ্যাবড়ানো নাক দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছে!

'মাঝরাতে আমার ঘরে এভাবে হামলে পড়ার মানে কি? কি দোষ করলাম?' গজগজ করে জানতে চাইল ফ্লিন।

'সাধারণ লোকের কাছে এটা সকাল,' বলল এভার্ট। 'একটা ব্যাপারে তোমার সাহায্য চাই আমরা। এই সময় জ্যাক ইয়াঙ্গিকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারো?'

ভুরু কোঁচকাল ফ্লিন। বুলডগের মত জরিপ করল দুজনকে। ভাবছে। মটমট করে আঙুলের গিঁট ফোটাল। কপালে চাপড় মারল একবার। মাথা

দোলাল অবশেষে। 'জ্যাক ইয়াঙ্গি। ব্যাটাকে অনেকবার মাতলামি আর খুচরো পয়সা চুরির দোষে ননপেরিয়েল থেকে বের করে দিয়েছি! আবার কি করেছে ব্যাটা? কোন বিধবার ঘরে সিঁদ কেটেছে? নাকি গির্জার দানবাক্স হাতিয়েছে?'

'কোনটাই বাদ দেয়নি হয়তো। *তাড়াতাড়ি* ওকে আমাদের দরকার। কয়েকটা প্রশ্ন করব। কোথায় পাওয়া যাবে জানো?'

টেনে প্যান্ট ওপরে তুলল ফ্লিন। বিশাল পা চালিয়ে বুটজোড়া খুঁজে নিল। 'অবশ্যই। সিলভার ডলারের পেছনে একটা শ্যাক আছে। ওখানে এক গাট্টি কম্বলের ওপর ঘুমোয় সে। ওটা নাকি তার বিছানা! একটা কারণেই ইয়াঙ্কি ডবসন থাকতে দিয়েছে তাকে। স্যালুনের ময়লা পরিষ্কার করে দেয় সে।' জুতো পরল শ্যামুস ফ্লিন। মাথা নাড়ল। নাক টানল আবার। রাইকারের দিকে তাকাল এবার। 'আমার কাছে নতুন মাল তুমি, ব্যানটাম। একদিন দেখব আসলেই এত জোর আছে কিনা তোমার!'

রাইকারের ফোলা ঠোঁটজোড়া সামান্য বেঁকে গেল। 'আগেই দেখে ফেলেছে একজন।'

মাথা একটু কাত করল ফ্লিন। 'তোমার কব্জির যে জোর, বাজি ধরে বলতে পারি একজন না *বেশ কয়েকজন* হবে! চলো, বেরোই, জেন্টলমেন...'

ঘুমন্ত অবস্থায় জ্যাক ইয়াঙ্গিকে পেল ওরা। পপ-স্কাল বোতলে অ্যানেসথেটিকের কড়া ডোজ নিয়ে বেহুঁশ পড়ে আছে। ভোরের আলোয় কুৎসিত লাগছে তার চেহারা।

বিশাল পা দিয়ে খালি বোতলটা নাড়ল শ্যামুস ফ্লিন। 'দেখেশুনে মালুম হচ্ছে ওকে জাগাতে কষ্টই হবে। তবে শেষ দেখে ছাড়ব আমি। তোমরা একটু সরে দাঁড়াও তো...' হাতের আঙুলগুলো বারবার ভাঁজ করতে লাগল ফ্লিন। ইয়াঙ্গির মাথার দিকে বাড়িয়ে দিল তারপর।

আঠাল খুলি থেকে একটা একটা করে চুল ছিঁড়তে শুরু করল সে। কিন্তু কোন ফায়দা হলো না। এবার জোড়ায় জোড়ায় চুল তলতে শুরু

করল। নড়ে উঠল ইয়াঙ্গি। বিড়বিড় করছে। ঘুমের মধ্যে জ্বালাতে এল আবার কোন আপদ! হাত নেড়ে তাড়ানোর চেষ্টা করল। ফ্লিন যখন বুঝতে পারল আধা ঘুম আধা জাগরণের পর্যায়ে পৌঁছেছে ইয়াঙ্গি, সামনে ঝুঁকে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে হেড়ে গলায় বলে উঠল, 'সবার জন্যে এবার ফ্রী ড্রিঙ্ক!'

বিছানার ওপর তড়াক করে উঠে বসল ইয়াঙ্গি। 'আমাকে বুরবোঁ!' ককিয়ে উঠে বলল সে। তারপর ফোলা চোখ নিয়ে অন্ধের মত বসে থাকল। ভাবটা, কেউ বুঝি তার হাতে একটা গ্লাস ধরিয়ে দেবে! কিন্তু তেমন কিছু ঘটছে না দেখে হাত দিয়ে চোখের পাতা ফাঁক করল সে। কোনমতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

'এই যে, মিস্টার ইয়াঙ্গি, গুড মর্নিং!' আন্তরিক কণ্ঠে বলল ফ্লিন। 'রাতে ভাল ঘুম হয়েছে? হলেই ভাল। কারণ খানিকক্ষণের জন্যে আরাম হারাম হতে যাচ্ছে এখন তোমার। তোমরা ঠিক কি জানতে চাইছ?' রাইকারদের জিজ্ঞেস করল ফ্লিন।

মাতালটা আঙুল দিয়ে আরও ফাঁক করল চোখের পাতা। বুনো দৃষ্টিতে তাকাল এপাশ ওপাশ। 'এসব কি?' মদের নেশায় আড়ষ্ট কণ্ঠে জানতে চাইল সে। 'তোমরা আমার ঘরে কি করছ?' বিছানার কিনারা দিয়ে পা নামাতে গেল। কিন্তু ঠেলে তাকে থামাল ফ্লিন।

'প্রশ্ন করো, জেন্টলমেন,' বলল সে, 'মিস্টার ইয়াঙ্গি তোতা পাখির মত গান গাইবে। কি, ঠিক বলিনি, মিস্টার ইয়াঙ্গি?'

'কি আবোলতাবোল বকছ বুঝতে পারছি না!' চেঁচিয়ে উঠল ইয়াঙ্গি, 'খামোকা কেউ প্রশ্ন করতে যাবে কেন আমাকে?'

এবার তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রাইকার। ওর দিকে একপলক তাকিয়েই সুড়ুৎ করে বিছানার একপ্রান্তে সরে গেল ইয়াঙ্গি। নোংরা বালিশের পেছনে মুখ লুকাল। 'ওকে আমার থেকে দূরে রাখো!' ককিয়ে উঠল সে। 'এই লোকটা...' বলেই নিজের মুখ নিজে চেপে ধরল ইয়াঙ্গি।

'হ্যাঁ, বলো, মিস্টার ইয়াঙ্গি?' গরগর করে উঠল ফ্লিন, 'কি

করেছে…*এ লোকটা ?*'

হাতুড়ির মত বিশাল একজোড়া হাত এগিয়ে গেল তার দিকে। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে থাকল ইয়াঙ্গি। 'জবাব তোমাকে দিতেই হবে, বার-ফ্লাই। নইলে তোমার নাকের ওই জায়গায় আমার হাত সেঁধিয়ে দেব। তারপর…'

'না…না!' হাত মেলে দিল ইয়াঙ্গি। 'আমি…যা জানি সব বলব! কিন্তু আমার ওপর যে…'

রাইকারের উদ্দেশে মাথা দোলাল ফ্লিন। বিছানার কিনারায় বসা মাতালের চোখের কাছে মুখ নিয়ে এল রাইকার। 'কালরাতের ঘটনার পর অল্পে তুষ্ট হব না আমি। সোজাসুজি প্রত্যেকটা প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দেবে। নইলে তোমাকে খুন করে ফেলব। পালাবার পথই পাবে না। আমার হোটেলের দরজায় আড়ি পেতেছিল কে?'

আতঙ্কের চোটে রীতিমত তোতলাতে শুরু করল ইয়াঙ্গি। 'অ্যাণ্ডি ম্যুরে। এভার্টের ওপর নজর রাখার হুকুম ছিল। কার কার সঙ্গে সে দেখা করে জানাতে বলা হয়েছিল তাকে।'

'হুকুমটা দিয়েছিল কে?'

অসহায় চেহারায় ইতিউতি তাকাল ইয়াঙ্গি। তারপর আবার নজর দিল সামনে দাঁড়ানো রুদ্রমূর্তিটার দিকে। অবশেষে বমির মত জবাব উগড়ে দিল, ভয়ে ফ্যাঁসফেঁসে হয়ে গেল গলার আওয়াজ। 'ক্লার্ক র‍্যানডাল।'

ফোঁশ করে দম ফেলল এভার্ট। দ্রুত তার দিকে তাকাল রাইকার। ল-ইয়ারের চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ। 'আমি জানতাম,' বলল এভার্ট। 'সে ছাড়া আর কেউ হতে পারে না!'

এবার ইয়াঙ্গিকে জেরা করল সে। 'গতরাতে সে ছিল তোমাদের সঙ্গে?'

এতক্ষণে পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে ইয়াঙ্গি। 'সে-ই তো ল্যাম্প ধরে ছিল। আমরা…'

'ল্যাম্প নামিয়ে রেখে সিঙ্গল-ট্রি দিয়ে আমার মাথায় বাড়ি মেরেছে

লোকটা,' বাধা দিয়ে বলল রাইকার। 'আর কারা ছিল ওখানে?'

'ডগি সিম্পসন আর ফ্র্যাংক মারটিন। দোহাই খোদার, মিস্টার এভার্ট, এসব কথা ফাঁস করায় আমাকে খুন করে ফেলবে ওরা!'

'না বললেও খুন হয়ে যেতে তুমি,' বলল রাইকার। ওর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো বরফগলা শীতল পানি গড়িয়ে পড়ছে বুঝি! 'আসলে হারাবার কিছুই নেই তোমার।' অক্ষত চোখের ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে ইয়াস্সির দিকে তাকিয়ে থাকল রাইকার। 'তবে যদি এখন আবার গিয়ে ওদের সব বলে দেয়ার চেষ্টা করো তাহলে আলাদা কথা। অবশ্য হামাগুড়ি দিয়েই যেতে হবে তোমাকে!'

কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল ইয়াস্সি। 'তোমাদের কাছে কি বলেছি কেউ জানবে না। আরে, বলার কোন উপায় থাকলে তো! কেন বুঝতে পারছ না?'

খালি বোতলটা হাতে নিল ফ্লিন। ইয়াস্সির নাকের সামনে দোলাল। 'পচা মদখোর মাতাল তুমি, মাই গুডম্যান। কঠিন পাল্লায় পড়লেই তোমার জিভ পাতলা হয়ে যায়। তো নিজের ভালর জন্যেই এখন থেকে জিনিসটা একটু কম টেনো।' সামনে ঝুঁকে ভাল করে একবার ইয়াস্সির চেহারা মাপল সে।

চুক্-চুক শব্দ বেরোল মুখ দিয়ে। 'আরে, তুমি *লাথি* খেয়েছ মনে হয়! সত্যি? তা ঘোড়াটা কি, মানে...' রাইকারের পায়ের দিকে তাকাল সে একবার, '...আর্মি বুট পরে ছিল?'

'ও-ই!' রাগত স্বরে গজগজ করল ইয়াস্সি, 'জীবনে কোনদিন কাউকে এত দ্রুত নড়াচড়া করতে দেখিনি আমি!'

'এবার শেষ প্রশ্ন,' বলল রাইকার। ওর কণ্ঠ নির্মম। 'র‍্যাণ্ডাল উত্তরে পাঠিয়েছে কাকে?'

উন্মাদের মত চারদিকে তাকাল ইয়াস্সি। যেন গাঢাকা দেয়ার জন্যে গর্ত খুঁজছে। 'আ-আমি জানি না!' অবশেষে ককিয়ে উঠল সে।

সামনে বাড়ল শ্যামুস। বিশাল হাত বাড়াল।

হতাশায় লম্বা একটা দম ফেলল ইয়াস্সি। ব্ল্যাংকেটের স্তূপে যেন গলে

পড়বে বেচারা! 'বেশ—এর চেয়ে খারাপ আর কিইবা হবে! জিগার স্লেট!'

'কিসে যাচ্ছে?' গর্জে উঠল রাইকার।

'ঘোড়ায়।'

'কি ঘোড়া?'

'বাকস্কিন। ব্লেজ-ফেস। বাঁদিকের দুপায়ে শাদা স্টকিংস।'

ফ্লিনের দিকে তাকাল রাইকার। 'চেনো স্লেটকে?'

মাথা দোলাল ফ্লিন। 'ইয়া তাগড়া লোক। মাথার চুল এত সোনালি যে শাদা মনে হয়। তবে তার ভুরুজোড়া কালো। আমি যা ভাবছি তুমিও কি তাই ভাবছ?'

এভার্টের দিকে ফিরল রাইকার। 'একটা বাড়তি ঘোড়াসহ আমার ঘোড়াটা চাই। তাগড়া তেজি ঘোড়া দিতে হবে।'

উদ্বিগ্ন দেখাল এভার্টকে। 'এ অবস্থায়—তুমি কিছুতেই...'

দ্বিধা মেশানো কথাটায় কান দিল না রাইকার। ইয়াঙ্গির সঙ্গে কথা বলল আবার। 'কখন রওনা দিয়েছে স্লেট?'

'কাল রাত নটার দিকে।'

একমুহূর্ত ভাবল রাইকার। 'প্রায় বারো ঘণ্টা এগিয়ে আছে।'

বাধা দিয়ে কথা বলল স্যামুস ফ্লিন। 'শুনলে খুশি হবে মিস্টার স্লেটও একটা পাঁড় মাতাল। আমার মনে হয় চলার পথে প্রত্যেকটা স্যালুনে একবার ঢুঁ মারবে সে। তারমানে মেহগনি কাঠে ঠেস দিয়ে অনেকগুলো ঘণ্টা নষ্ট হবে ব্যাটার।'

কুৎসিত চেহারা করে ফের ইয়াঙ্গির দিকে তাকাল সে। 'তোমার মুখ থেকে টুঁ শব্দ বেরিয়েছে কি মানুষ হয়ে জন্মানোর জন্যে দুঃখ করবে। কথাটা মনে রেখো!'

পুরোপুরি পরাস্ত ইয়াঙ্গি বিড়বিড় করে বলল, 'তার আর বাকি নেই!'

রাইকারের চঞ্চল চোখে হঠাৎ একটা জিনিস ধরা পড়ে গেল। কামরার উল্টোদিকে এগিয়ে গেল ও। হ্যাঁচকা টান দিতেই গানবেল্টসহ ওর পুরানো পিস্তলটা বেরিয়ে পড়ল কাপড়ের গাদা থেকে। গানবেল্টটা

আবার পরে নিল ও। স্বস্তি বোধ করছে।

'অ্যাণ্ডি ম্যুরে রেখেছে ওটা,' স্বেচ্ছায় জানাল ইয়াঙ্গি। ওকে আমল দিল না কেউ। আবার চুপ হয়ে গেল সে।

'আমার ঘোড়ার সঙ্গে বাড়তি ঘোড়াটাও রেডি করো, যাও,' কাঠখোট্টা গলায় এভার্টকে বলল রাইকার। 'দশ মিনিটের মধ্যে আসছি আমি।'

অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল এভার্ট। 'রসদ-টসদ লাগবে না?'

ক্ষণিকের জন্যে দাঁত দেখা গেল রাইকারের। 'ওই পথ ধরে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলাম একবার। তখন আজকালকার মত কোন ইন ছিল না। পায়ে হাঁটতে হয়েছিল আমাকে। এখন ফিরতি পথে যেতে কোনই অসুবিধে হবে না। ওর সঙ্গে যাও তুমি, ফ্লিন, কেউ...।'

মাথা দোলাল শ্যামুস ফ্লিন। 'কেউ যদি ওর দিকে আড়চোখে তাকায় তার ঘাড় মটকে দেব!'

'কাউকে কিচ্ছু বলব না আমি।' বলল ইয়াঙ্গি।

কিন্তু আগেই হাঁটা ধরেছে ওরা।

পলকের জন্যে প্রবলবেগে কেঁপে উঠল ইয়াঙ্গির শরীর। কাপড়-চোপড়ের জঙ্গলের মধ্যে ডুবে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল। পৃথিবীতে আর থাকতে চায় না।

কিন্তু অন্তর থেকে সে জানে: পালাবার কোনই উপায় নেই...এখন কেবল সময় গোনা...

আট

চলমান অশরীরীর মত ঘোড়া দাবড়ে দ্রুত এগোল রাইকার। দুই ঘোড়ার

খুরের খটাখটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দামামা বাজছে ওর মাথার ভেতর। প্রতি পাঁচ মাইল অন্তর না থেমেই ঘোড়া বদল করছে। ফলে একটানা খাটুনির হাত থেকে বেঁচে যাচ্ছে জানোয়ারগুলো। কোনটার ওপরই বাড়তি চাপ পড়ছে না।

অবিশ্বাস্য রকম কম সময়ে শ্যাইয়্যান থেকে বিশমাইল উত্তরে লারাবি পৌঁছে গেল ও। শহর এলাকার বাইরে একটা র‍্যামশ্যাকল বাড়ির কাছে রাশ টেনে ঘোড়া থামাল। চিতিপড়া চেহারার বছর বারো বয়সের এক কিশোরকে রাস্তা লাগোয়া ফেন্সপোস্টের ওপর বসানো টিনের কৌটা নিশানা করে পাথর ছুঁড়তে দেখল।

'হাই!' তার উদ্দেশে বলল রাইকার।

আবার পাথর ছুঁড়ল ছেলেটা। ওর দিকে তাকাল না পর্যন্ত। কোনও কথাও বলল না। চেহারায় বিরক্তির ছাপ দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

'এক বন্ধুকে খুঁজছি আমি,' বলল রাইকার, 'ভাবলাম তুমি হয়তো এদিক দিয়ে যেতে দেখেছ তাকে।'

এবার জবাব দিল কিশোর। কণ্ঠে বিষ। 'হতচ্ছাড়া কাউবয়দের সঙ্গে কথা বলি না আমি!' ঘোষণা করল সে। আরেকটা পাথর তুলতে হাত বাড়াল। মুহূর্তের জন্যে রাইকারের আশঙ্কা হলো ওকেই মেরে বসে কিনা! কিন্তু টিনের কৌটার দিকেই পাঠাল সে পাথরটা। ঢিল লেগে পটখান খেয়ে উল্টে পড়ে গেল কৌটাটা।

'বাহ্!' বলল রাইকার, 'তোমার হাতের টিপ তো দারুণ! আচ্ছা, তোমার বাবাও কি কাউবয়দের সঙ্গে কথা বলে না?'

'নিশ্চয়ই!' ঝাঁঝিয়ে উঠল ছেলেটা। 'যাও তো তুমি, মিস্টার, ঘোড়া নিয়ে বিদেয় হও! নইলে বাবা এসে পুরানো গ্রীনারটা দিয়েই তোমার মুণ্ড জাহান্নামে পাঠাবে!'

'ঠিক আছে,' স্যাডল থেকে নামল রাইকার। গানবেল্টের বাকলস খুলে ফেলল ও। স্যাডলহর্নের সঙ্গে ওটাকে ঝুলিয়ে দিয়ে বলল, 'এখন বোধ হয় তোমার বাবা বুঝতে পারবে কোন বদ উদ্দেশ্য নেই আমার, কি বলো?'

সন্দিহান চোখে ওকে মাপল কিশোর। 'এর মানে?'

'বললাম তো—আমাকে দেখেই যেন তোমার বাবা বুঝতে পারে তার সঙ্গে বসে পাইপে দুটো টান দেয়ার ইচ্ছা আমার।' ঘোড়া সহ উঠানে ঢুকে পড়ল রাইকার। ছেলেটা ওর পেছন পেছন দৌড়ে এল।

'আরে,' আচমকা কথা বলে উঠল সে, 'তোমার পায়ের ওগুলো দেখছি কাউবয় বুট না!'

'আমি ওসব পায়ে দিই না,' বলল রাইকার, 'আমি কাউবয় নই, বয়। ঘোড়া হাঁকাই, ব্যস।'

'দুটো ঘোড়া কেন?' সন্তুষ্ট নয় ছেলেটা।

ঘোড়া দুটোর লাগাম মাটিতে ঝুলিয়ে দিল রাইকার। ছেলেটার দিকে তাকাল। 'এক কাজ করা যাক—আমার সঙ্গে ঘরে চলো তুমিও। তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলার সময় থাকবে। বাড়ির প্রত্যেকটা পুরুষেরই ব্যাপারটা জানা দরকার।'

কাজ হলো একথায়। মৃদু ফুলে উঠল ছেলেটার বুক। 'ইয়ে, লড়াইটা কাদের সঙ্গে?'

'কাউপিপল,' বলল রাইকার। ছেলেটার চেহারা দেখে বুঝতে পারল দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করছে সে। শুভবুদ্ধিরই জয় হলো অবশেষে।

দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। 'বাবা!' গলা কাঁপিয়ে হাঁক ছাড়ল, 'এক লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। এসো আমার সঙ্গে, মিস্টার!' জীর্ণ পোর্চ পেরিয়ে রাইকারকে নিয়ে ঘরে ঢুকল কিশোর।

একহারা গড়নের লম্বা এক লোক বসেছিল রকারে। লম্বা হাতার আণ্ডারশার্ট তার গায়ে, পরনে পুরানো লেভাই। রকার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। ককিয়ে উঠল চেয়ারটা। লোকটার হাতে একটা বাসি পত্রিকা দেখা যাচ্ছে। টলটলে নীল চোখে রাইকারের দিকে তাকাল লোকটা। ক্ষতবিক্ষত চেহারার ওপর অনেকক্ষণ স্থায়ী হলো তার দৃষ্টি।

সহসা বর্তমান বিলীন হলো অতীতে। এলাকায় নবাগত লম্বা ধোপ-

দুরন্ত এক ফারমারের চেহারা ভেসে উঠল রাইকারের চোখের সামনে। তার প্রাণখোলা হাসি মনে পড়ল। লোকটা দারুণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অতুলনীয় একটা ফার্ম গড়ে তোলার স্বপ্নের কথা বলত। হেনরী কিং আর তার আচরণ সম্পর্কে শোনার পর তার নীল চোখ জ্বলে উঠেছিল। দৃঢ় কণ্ঠে সে বলেছিল: *'সে যতক্ষণ আমাকে না জ্বালাচ্ছে কিচ্ছু বলব না আমি। কিন্তু বেতাল কিছু করতে গেলেই বুঝবে আমিও কম যাই না...'*

কিন্তু এগুলো যেন শতবছর আগের কথা! অন্য জগতের কাহিনী! তখনকার কোন কথাই সত্য হয়নি। কেবল পরাজিত বিপর্যস্ত চেহারাটাই অবশিষ্ট আছে এখন। দুঃসময়ের ছাপ পড়েছে সেখানে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে চোয়াল ঝুলে পড়েছে।

'হ্যালো, মিস্টার গ্রিসবি,' বলল রাইকার।

চোখ সরু করে আরও ভাল করে ওর দিকে তাকাল আর্ল গ্রিসবি। পলকের জন্যে সন্দেহ ফুটে উঠল নীল চোখজোড়ায়। হাতের কাগজ আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল সে। আঙুলের গিঁটগুলো ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

'তোমাকে তো চিনতে পারলাম না!' অবশেষে বলল সে।

'এখন না চেনারই কথা, তবে একসময় চিনতে। আমি বেন রাইকার।'

দারুণ চমকে গেল গ্রিসবি। মাথা নাড়ল সবেগে। 'উঁহু! বেন রাইকার বেঁচে নেই!'

'আমাকে দেখে কি লাশ বলে মনে হচ্ছে?' শুকনো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রাইকার। 'আচ্ছা, বেন রাইকার মারা গিয়েছিল কিভাবে—আগুনে পুড়ে নাকি গুলি খেয়ে?'

মাথা নাড়ল গ্রিসবি। 'বোধ হয় কোনটাই না। হাওয়ায় মিশে গেছে সে। তবে আমাদের এক প্রতিবেশির কাছে শুনেছিলাম তাদের বাড়িতে নাকি গিয়েছিল সে। তার সারা শরীর ঝলসানো ছিল। সেই জোর দিয়ে বলেছিল ওই অবস্থায় বেঁচে থাকার প্রশ্নই আসে না...'

থেমে গেল গ্রিসবি। দেখল রাইকার শার্টের হাতা গোটাচ্ছে।

ঝলসানো বাহু নজরে এল তার। 'ইয়া খোদা!' কর্কশ কণ্ঠে ফিসফিস করে বলে উঠল সে। *'হয়তো তুমিই—তুমিই—'*

'আমিই রাইকার। আমি এখন জানতে এসেছি—একটা লোককে তোমরা এদিক দিয়ে যেতে দেখেছ কিনা। দেখলে সেটা কখন। সকালের আগেই হয়তো গিয়ে থাকতে পারে, যদিও আমার তাতে সন্দেহ আছে।'

নিজের ছেলের কাঁধে হাত রাখল গ্রিসবি। ফ্যাসফেঁসে কণ্ঠে বলল, 'বেন রাইকারের অনেক গল্প শুনেছ না তুমি, বয়? এই সে-ই রাইকার। খোদার দয়ায় এখনও বেঁচে আছে! কথা বলছে আমাদের সঙ্গে! এতদিন মৃত থাকার পর ফিরে এসেছে আবার ওয়াদা রক্ষা করতে!'

'কিসের ওয়াদা?' জানতে চাইল রাইকার।

বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকাল গ্রিসবি। 'কেন, সেই যে ওরা তোমার বাবাকে গুলি করে খুন করে ঝলসানো অবস্থায় তোমাকে মারার সময় তোমাকেও মেরে ফেলতে বলেছিলে না ওদের? নইলে পস্তাতে হবে তাদের! আবার একদিন ফিরে আসবে বদলা নিতে, বলেছিলে না? সেজন্যেই তো উত্তরে যাচ্ছ, নাকি?'

অস্পষ্ট হাসল রাইকার। 'সেটাও একটা কারণ বটে। সবচেয়ে বড় কারণ বলা যায়। কিন্তু এখন একটা লোককে পাকড়াও করা দরকার আমার। ব্লেজফেস একটা বাকস্কিন হাঁকাচ্ছে। ঘোড়াটার বাঁ দিকের দুই পায়ে শাদা স্টকিংস।'

'আজ খুব ভোরে তাকে দেখেছি আমি!' বলে উঠল ছেলেটা। 'আমি গরু আনতে যাওয়ার সময় দেখি ব্যাটা লেজ তুলে...' গ্রিসবিকে কড়া চোখে তাকাতে দেখে নিজেকে সামলে নিল ছেলেটা, তারপর আবার বলল, 'মানে খুব তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছিল সে!'

'সকাল কয়টা হবে তখন?' জানতে চাইল রাইকার।

'খোদা, তা তো বলতে পারব না!' বাপের দিকে তাকিয়ে ফের বলল, 'নাশতার পরপরই হবে, বাবা!'

এক মুহূর্ত ভাবল গ্রিসবি। 'তার মানে সাতটার খানিক পর। কি করেছে লোকটা, বেন?'

স্থির দৃষ্টিতে গ্রিসবির দিকে তাকাল রাইকার। এ লোকের ওপর আস্থা রাখা যায়। হেনরী কিং আর তার হানাদার বাহিনী এর ওপরও অত্যাচার চালিয়েছে। 'লোকটা আমাদের শত্রুপক্ষের, মিস্টার গ্রিসবি। মিস্টার হেনরী কিংকে একটা ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে যাচ্ছে। আমি ওকে ঠেকাতে চাইছি।'

গ্রিসবির চেহারা বদলাতে শুরু করল। নুয়ে পড়া শরীর সোজা হয়ে গেল। দৃঢ় হলো কাঁধজোড়া। অতীতের সেই বেপরোয়া দৃষ্টি দেখা দিল আবার তার চোখের তারায়। চোয়াল চেপে বসল। 'আমি কি করতে পারি, বলো! বছর কে বছর কোন উপায় না পেয়ে নিজের চুল নিজে ছিঁড়েছি! একটা ঘোড়া আছে আমার—দারুণ তেজী! তোমার সঙ্গে আমিও যাব। খোদা—একটাকে যদি কায়দামত পাই!'

'এদিকে তোমার চেনাজানা এমন ক'জন আছে যাদের বিশ্বাস করা যায়?'

রাইকারের চোখের দিকে তাকাল গ্রিসবি। 'অনেক! ধারণাও করতে পারবে না তুমি! সান, বনিকে তৈরি করো গে, যাও!' বলল ছেলেকে।

মাথা নাড়ল রাইকার। 'দ্রুত এগোতে হচ্ছে আমাকে। পালা করে দুটো ঘোড়া হাঁকাচ্ছি। যাহোক, তুমি আর তোমার বন্ধুরা চোখকান খোলা রেখো। সন্দেহজনক কিছু নজরে এলেই শাইয়্যানে পল এভার্টকে দ্রুত জানানোর ব্যবস্থা নেবে। আমাদের দলের লোক সে।'

একটু ভাবল গ্রিসবি। মাথা দোলাল তারপর। 'ওর কথা আমি শুনেছি।' হাত বাড়িয়ে রাইকারের কাঁধ ধরল সে। চেহারায় নানা ভাবের খেলা চলল। 'এমন একটা দিনেরই অপেক্ষায় ছিলাম এতদিন, বেন রাইকার! অবস্থা বদলে যাবার সময় এল বোধ হয় অবশেষে। আমার জন্যে হয়তো অনেক দেরি হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও অনেকে আশায় বুক বেঁধে মাটি কামড়ে পড়ে আছে!'

'সময় কারও জন্যেই ফুরিয়ে যায়নি,' তাকে বলল রাইকার। 'বড় ক্যাটলম্যানদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর জন্যে নতুন একটা সংগঠন গড়ে তোলা হচ্ছে। তোমরা পল এভার্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ো, কাজে লাগবে।'

'অবশ্যই নেব! নিশ্চয়ই নেব! এখন তোমার কি লাগবে, বলো!' চট করে ছেলের দিকে তাকাল গ্রিসবি। 'সান, দৌড় দিয়ে শেড থেকে হরিণের জার্কিটা নিয়ে এসো তো।' পেছন দরজা দিয়ে উধাও হলো কিশোর। রাইকারকে গ্রিসবি বলল, 'চলার ওপরই জার্কি খেয়ে নিতে পারবে। আর কিছু যদি লাগে—আরেকটা বন্দুক কিংবা অন্য কিছু?' সাহায্য করার একটা উসিলার খোঁজে খেপে উঠেছে যেন লোকটা!

গ্রিসবির কাঁধে হাত রাখল রাইকার। 'একটা জিনিস চাই আমি—তোমরা যাতে তোমাদের জায়গাজমি ফেরত পাও। সেদিন আসতে খুব দেরি নেই।'

ছেলের হাত থেকে জার্কিটা নিল রাইকার। হাত বাড়িয়ে ঘন লাল চুল এলোমেলো করে দিল। 'কি নাম তোমার, পার্ডনার?'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। চোখে ভক্তি। 'বেন গ্রিসবি।'

চট করে গ্রিসবির দিকে তাকাল রাইকার। মাথা দোলাল লোকটা। 'তখন কত বাচ্চার নাম যে বেন রাখা হয়েছিল শুনলে অবাক হবে। তুমি ছিলে অনেকটা...' জুৎসই শব্দের খোঁজে থামতে হলো তাকে, 'অনেকটা কিংবদন্তীর মত। প্রবাদ পুরুষ বলা যায়। তোমার ভরসায় বুক বেঁধেছিলাম আমরা এতদিন। যাও, ব্যাটাকে পাকড়াও করো, বয়। যখন সময় আসবে জায়গামত থাকব আমি!'

মাথা দোলাল রাইকার। 'আমি জানি সেটা। যাক, এখন একটা বাজে প্রায়। না থেমে এগিয়ে থাকলে লোকটা ছয় ঘণ্টার পথ এগিয়ে আছে।' আবার নিজ নামের ছেলেটার চুল এলোমেলো করল ও, 'ফেরার পথে দেখা হবে আবার...'

লারাবি শহরে বাকস্কিনঅলা সোনালি-চুল লোকের খোঁজ খবর নিল রাইকার। তারপর আবার ঘোড়া ছোটাল দ্রুত। ঘোড়াগুলোকে ওদের

সাধ্যমত খাটাল। যখনই টের পেল ওর ভার বইতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে একটা, সঙ্গে সঙ্গে বদল করছে।

রাস্তা ধরে পঞ্চাশ মাইলের মত এগোনোর পর স্লেটের দেখা পেল ও। একটা স্যালুন থেকে বেরিয়ে আসছে লোকটা। তাকে অনুসরণ করে শহর ছেড়ে বাইরে চলে এল ও। কয়েক মাইল এগোনোর পর দূরত্ব কমিয়ে ফেলল। চ্যালেঞ্জ করল লোকটাকে। তার নাম আর হেনরী কিংয়ের কথা বলামাত্র পিস্তল বের করে ফেলল সে।

জিগার স্লেটকে সুযোগ দিল রাইকার। তারপর গুলি করে হত্যা করল তাকে। ঘোড়া আর লাশ টেনে ঝোপের আড়ালে নিয়ে এল। জিন খসাল ঘোড়ার পিঠ থেকে। তাড়িয়ে দিল ওটাকে।

খুদে শহরের চারপাশে একটা বড় বৃত্তের আকারে চক্কর দিল ও। তারপর আবার রাস্তায় উঠে এল। শাইয়্যানের দিকে ঝড়ের বেগে দশ মাইল পথ পেছনে ফেলে এল। তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে ঢুকে পড়ল একটা সাইডক্যানিয়নে। ছোট একটা স্ট্রিমের কিনারে ঘেসো জমিতে ঘোড়া দুটোকে ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল ও। মরার মত ঘুমাল সকাল পর্যন্ত।

নয়

টেবিলের উল্টোদিকে মুখোমুখি বসা নিপাট পোশাক পরা লম্বা লোকটার দিকে তাকাল পল এভার্ট। অবিচল চোখে ভাবের লেশমাত্র নেই। 'খেজুরে আলাপ করতে নিশ্চয়ই আমার এখানে আসোনি তুমি, র‍্যানডাল,' বলল সে। অ্যাশট্রেতে সিগারের ছাই ঝাড়ল। 'ঝেড়ে কাশো দেখি!'

স্বভাব সুলভ তেলতেলে হাসি হাসল কাক র‍্যানডাল। 'দুর্ব্যবহার করে

কি লাভ, এভার্ট? আসলে কপাল ফেরে আমরা দু'জনে দু'পক্ষের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিমাত্র। তাই বলে আমাদের মধ্যে আন্তরিকতা থাকতে পারবে না, এমন তো কোন আইন নেই!'

সিগারে কামড় দিল এভার্ট। 'তোমার আন্তরিকতার মানে অজানা নেই আমার। এ-ও জানি দুশ্চিন্তায় না পড়লে আমার কাছে আসার বান্দা তুমি নও। সুতরাং বলে ফেলো! তুমি আর খানিকক্ষণ থাকলে খিদেই নষ্ট হয়ে যাবে।'

র‍্যানডালের চেহারা থেকে মেকি আন্তরিকতার চিহ্ন উধাও হলো। রাগে কুৎসিত দেখাল তাকে। 'ঠিক আছে, এভার্ট, তোমার যেমন মর্জি। শোনো, আমার একজন লোক তোমাকে একটি নির্দিষ্ট হোটেলের বিশেষ একটা কামরায় ঢুকতে দেখে। সাধারণত তুমি ওসব জায়গায় যাও না বলে কৌতূহলী হয়ে ওঠে সে। পিছলা কিসিমের লোক, দরজায় আড়িপাতার মওকা পেয়ে যায়। কামরাটা সম্ভবত মিস্টার *রাইকার* বলে এক লোকের। মারাত্মক সব কথা কানে এসেছে তার। চুক্-চুক্, এভার্ট! আমার মনে হচ্ছে আজকাল আজেবাজে লোকের সঙ্গে মিশতে শুরু করেছ তুমি!'

শক্ত হয়ে গেল এভার্টের চোয়াল। চোখজোড়া জ্বলে উঠল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়েও আবার বসে পড়ল। 'নিজে দু'নম্বর উকিল হয়ে,' নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়ে বলল সে, 'অন্যের ভালমন্দ বিচার করা তোমার অন্তত সাজে না! অপকর্মের প্রমাণ জোগাড় করতে পারলে অনেক আগেই তোমার উকিলগিরি ঘুচিয়ে দিতাম আমি! তবে একটা কথা মনে রেখো চোরের দশদিন সাধুর একদিন!'

'এমনও তো হতে পারে,' বিড়বিড় করে বলল র‍্যানডাল, 'সাধুর দিন এলই না! মিস্টার এভার্ট নামে লোকটার ওপর থেকে অ্যাটর্নি জেনারেলের নেকনজর সরে যেতে পারে। তখন চেরাগে ঘষা দিলেই—*ফুশ*! হাওয়ায় উবে যাবে মিস্টার এভার্ট; কোন নিশানাই থাকবে না কোথাও!'

র‍্যানডালের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল এভার্ট। একটা সোডা ক্র্যাকার

তুলে নিয়ে কামড় বসাল। কথা শেষ করার সময় দিচ্ছে র‍্যানডালকে।

'কথা বাড়াতে চাই না আর,' বলল র‍্যানডাল। 'তোমার স্ন্যাপ আসার আগেই চলে যাব। মিস্টার রাইকারের সঙ্গে একটা মেয়েকে দূরে পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়েছ তুমি। উত্তরে কোথায় যেন! মিস্টার কিংয়ের র‍্যাঞ্চ বোধ হয়?' এভার্টের চেহারায় মানসিক অস্থিরতার কোন ছাপ পড়ে কিনা দেখতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল। কিন্তু নিরাশ হলো সে। আবার বলল, 'ওদিকের জায়গাটা চমৎকার—দারুণ! কিন্তু দুঃখের কথা কি, উত্তরে যাওয়া আর হচ্ছে না ওদের। এটাই ভাগ্য, কি আর করবে, বলো?'

আবার কাঁধ ঝাঁকাল এভার্ট। ক্র্যাকারে কামড় দিল। 'প্ল্যান বদলানো হয়, জানো তো! অচেনা-অজানা মিস্টার রাইকারের সঙ্গে কথা বলার পর মত পাল্টেছিলাম আমি। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক লোককে অন্ধের মত বিশ্বাস করে আমার ভবিষ্যৎ কাজকর্মকে ঝুঁকিপূর্ণ না করারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। পুরো প্ল্যানটাই বাতিল করে দিয়েছি। আমাকে আর কোন পরামর্শ দেয়ার আছে, *কাউনসেলর?*'

বিষদৃষ্টি ফুটে উঠল র‍্যানডালের চোখে। উঠে এভার্টের দিকে ঝুঁকে এল সে। দু'চোখে হাসি নিয়ে তার দিকে তাকাল এভার্ট। 'ভুল বললে, এভার্ট। মিথ্যা! আসলে তোমার পরিকল্পনা বরবাদ করে দেয়া হয়েছে! তোমার রাইকার মিয়া এতক্ষণে বোধ হয় একশো মাইলেরও বেশি দূরে চলে গেছে, যদি বুদ্ধি করে ফ্রেইট ট্রেনে চেপে থাকে!'

শব্দ করে হাসল এভার্ট। 'মনে হচ্ছে এবার খামোকাই ঘাম ঝরিয়েছ তুমি, র‍্যানডাল। বিশ্বাস করো, রাইকার এখন কোথায় আছে জানি না আমি, জানার ইচ্ছাও নেই।' মনে মনে হাসল এভার্ট। নিজেকে আশ্বস্ত করল: এই মুহূর্তে বেন কোথায় আছে আসলেও জানে না সে। জানার ইচ্ছা নেই, এটাও সত্যি। ওর বিশ্বাস বেন রাইকার আত্মরক্ষার কায়দা জানে। সুতরাং তার জন্যে ভাবনা অর্থহীন!

গভীর শ্বাস টানল র‍্যানডাল, গরম চোখে তাকাল এভার্টের দিকে। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। তাকে থামাল এভার্ট।

'একটা কথা, র‍্যানডাল,' বলল সে, 'অনেকদিন আগেই ডুয়েলিং নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তা না হলে আমাকে মিথ্যুক বলার দায়ে তোমাকে চ্যালেঞ্জ করতাম *আমি*। তুমি কেবল *আন্দাজ* করতে পারো। মিথ্যা বলে থাকতেও পারি। কিন্তু ফের যদি ওকথা মুখে আনো, ভদ্রতা ভুলে যাব। জন্মের শিক্ষা দিয়ে দেব তোমাকে। চেষ্টা করে দেখতে চাও?'

দ্রুত চলে গেল র‍্যানডাল। আড়ষ্ট হয়ে আছে তার পিঠ। কয়েক সেকেণ্ড পাথরের মত শক্ত হয়ে বসে থাকল এভার্ট। হেলান দিল তারপর। ওয়েটার এসে স্যুপ নামিয়ে রাখল সামনে। যন্ত্রের মত চামচ নেড়ে স্যুপ খেতে শুরু করল সে।

এভার্টের মনে হলো শুকনো গুঁড়ো খাচ্ছে যেন। নিজের কুকর্মের কথা বুক ফুলিয়ে বলার সাহস পেয়েছে র‍্যানডাল। তারমানে বুঝতে হবে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে প্রচণ্ডরকম আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে সে দ্রুত। জিগার স্লেটকে ধরার জন্যে রাইকার রওনা হওয়ার পর প্রথমবারের মত সংশয়ে দুলে উঠল এভার্টের মন।

রিগ নিতে আস্তাবলে এল পল এভার্ট। ওটা তৈরি হওয়ার ফাঁকে গজরাল আপনমনে। তারপর ঝড় তুলে ছুটল অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল জর্জ জেনারের বাড়ির উদ্দেশে।

বর্ধিষ্ণু উদ্বেগ নিয়ে সব শুনল জেনার। পাকা চুলভর্তি মাথা নড়ল তার। 'পল, আমি সত্যিই উদ্বিগ্ন! আত্মবিশ্বাসী না হলে এমন একটা ব্যাপারে নিজে থেকে কথা বলতে আসত না সে। আমাদের নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয় যেন লোকটা।' এক হাত দিয়ে অন্য হাতের তালুতে ঘুসি বসাল সে। 'নিকুচি করি! অসহ্য লাগছে আমার! ডুয়েল যদি বেআইনী না হত…!'

বিরস হাসল এভার্ট। 'কথাটা আমিও বলেছি তাকে। এখন আমাদের ভাবতে হবে এরপর কি করতে পারে লোকটা। রাইকারকে তো প্রায় খুনই করে বসেছিল ওরা। ওর স্বাস্থ্য চমৎকার বলেই বেঁচে গেছে!

র‍্যানডালই সিঙ্গল-ট্রি হাঁকিয়েছিল, একথা তার মুখের ওপর বলতে পারিনি। অথচ আমরা জানি কাজটা তার। বলার জন্যে অবশ্য বুক ফেটে যাচ্ছিল আমার। উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় থাকতে হবে আমাদের। কায়দামত পাব তাকে তখন। অন্তত হত্যা করার উদ্দেশ্যে আঘাত হানার অভিযোগ আনা যাবে তার বিরুদ্ধে।'

মাথা দোলাল জেনার। 'পল, স্টক গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের মোকাবিলা করার ইচ্ছা হচ্ছে আমার। ওরাই তো এসবের জন্যে দায়ী! যদিও জানি এই…এই *মবটা*…অ্যাসোসিয়েশনের অফিশিয়াল অনুমোদন ছাড়াই কাজ করছে। কিন্তু তারা তো এই…মবের লোকদের সামলানোরও কোন ব্যবস্থা নেয়নি এযাবৎ। ওদের আইনের ভয় দেখালে, বেআইনী ঘোষণা করা হবে বললে হয়তো…'

মাথা নাড়ল এভার্ট। 'অ্যাসোসিয়েশনের কাছে কোমলে কঠিনে অনেকবার ব্যাপারটা তুলে ধরা হয়েছে। কোন ফায়দা হয়নি। নতুন স্টেটের নতুন অফিশিয়াল তুমি, জর্জ। স্টেটের মত তোমাকেও এখন শিশুকাল অতিক্রম করতে হচ্ছে। টেরিটোরি আমলেও সমস্যাটা এমনই খারাপ বা আরও নাজুক ছিল। সব সময়ই বড় র‍্যাঞ্চাররা দল বেঁধে সেটলারদের খেদানোর চেষ্টা করত। মূল সংগঠনের অনুমতি না নিয়েই অনেকটা *সাব-অরগানাইজেশনের* মত কাজ করত তারা। তখনও অ্যাসোসিয়েশনের কাছে আবেদন জানিয়ে আমাদের কোন লাভ হয়নি। মনে হচ্ছে এসব গ্রুপের অপকর্মের সঙ্গে *অফিশিয়ালি* অ্যাসোসিয়েশনকে সম্পর্কিত করতে না পারলে ওদের থামানোর ব্যাপারে সংগঠন কার্যকর কোন উদ্যোগ নেবে না। কারণ এতে তো একদিক দিয়ে ওদের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যই পূরণ হচ্ছে!'

'কিন্তু তাই বলে র‍্যানডাল এমন একটা ব্যাপারে মুখ বড় করে শাসিয়ে যাবে! এই লোকটার কি করা যায়? হতচ্ছাড়া মবটাকে ধ্বংসই বা করা যায় কিভাবে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল এভার্ট। মাথা নাড়ল। 'সবার আগে ওদের মাথাগুলোকে লাগবে আমাদের—র‍্যানডাল, কিং, মেনিগারের মত

লোকগুলোকে ধরতে হবে। র‍্যানডাল যতক্ষণ বাইরে থেকে কলকাঠি নাড়ছে ততক্ষণ অন্যদের বিচার করার কোন চেষ্টাই কাজে আসবে না।'

ঝুলে পড়ল জেনারের কাঁধ। 'তার মানে এই মুহূর্তে আমরা অসহায়!'

লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এভার্ট। 'কিসের অসহায়। আমাদের দলে মাস্তান নেই নাকি! এবার ওদের মাঠে নামানোর সময় হয়েছে বোধ হয়!'

'র‍্যানডাল আর তার ঘনিষ্ঠ লোকদের ওপর নজর রাখতে লোক লাগাচ্ছি আমি,' বলল জেনার।

'তাই করো। আর জর্জ—বেশ কয়েকটা গুজব কানে এসেছে আমার। একেবারে উড়িয়ে দেয়ার মত নয়। এদিক থেকে নাকি একদল লোক জনসন কাউন্টিতে যাচ্ছে—সেটলারদের নিশ্চিহ্ন করার জন্যে। মাথায় বুদ্ধি থাকলে যেখানে আছে সেখানে থাকলেই ভাল করবে তারা—কথাটা একটু ছড়িয়ে দিও। এমন কিছু যদি তারা করে ভীমরুলের চাকে ঢিল মারার সামিল হবে সেটা!'

'ওখানে গিয়ে সব ক'টাকে নিকেশ হতে দিলেই বোধ হয় উচিত কাজ হত!' নির্মম কণ্ঠে বলল জেনার। 'ওদের নিয়ে মাথা ঘামাতে হত না আর।' মাথা নাড়ল সে। 'কথাটা কিন্তু মন থেকে বলিনি আমি। পুরো দস্তুর লড়াই বেধে যাক, এটা চাই না আমরা। হায় খোদা, পল—কি হচ্ছে এদেশটার—একই স্টেটের লোক জমির জন্যে কুকুরের মত কামড়াকামড়ি করছে! অথচ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো কিছুই করতে পারছে না!'

'কোন কোন ক্ষেত্রে পারছে না, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ইচ্ছা করে হাত গুটিয়ে রাখছে। যা হোক, আমি এবার কয়েকজন ওপরঅলার চেয়ার গরম করে ছাড়ব। ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা থাকলেই হয় ওদের! করুণাময়ের কৃপায় আমার বউ-বাচ্চা নেই যে তাদের নিয়ে ভাবতে হবে। বেচারা ডেভ এবারলির তো মাথাই খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। আমাকে যদি কোথাও বুশওয়্যাকও করে অন্য কারও কোন ক্ষতি হবে না।'

মাথা নাড়ল জেনার। 'তোমার মত লোকের ওপর হাত তোলার

সাহস ওদের হবে না, পল। ভাল করে কথাটা জানে তারাও। জনসন কাউন্টির ব্যাপারটাসহ কয়েকটা বিষয়ে গভর্নরের সঙ্গে কথা বলব আমি। দরকার মনে করলে হয়তো ন্যাশনাল গার্ড পাঠানোর ব্যবস্থা করবে সে।'

'পাঠালেই ভাল,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল এভার্ট, 'নইলে একটা গুণ্ডাও প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারবে না। গুড নাইট, জর্জ। যতটা সম্ভব করো তুমি।'

দশ

পাইপ নামিয়ে রেখে দরজা খুলতে এগিয়ে গেল পল এভার্ট। কড়া নড়ছে। কবাট খুলেই খুশি আর বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল সে; 'আরে, বেন রাইকার! এসো, ম্যান—ভেতরে এসো!'

কিন্তু দাঁড়িয়েই থাকল রাইকার। 'তুমি একা?'

'হ্যাঁ। এসো—ঢুকে পড়ো!'

উবু হয়ে একপাশে ঝুঁকে পড়ল রাইকার, একটা লোকের অসাড় দেহ কোলে করে সোজা হলো আবার। ভেতরে এসে কামরার ঠিক মাঝখানে ঝপ করে ফেলল লোকটাকে। মুখ হাঁ করে ওর কাণ্ড দেখছে এভার্ট।

'মিনিট খানেকের মধ্যেই জেগে উঠবে,' বলল রাইকার, 'খুব জোরে মারিনি। তোমার জানালায় উঁকি মারছিল ব্যাটা।'

নীল হয়ে গেল এভার্টের চেহারা। ফেটে পড়ার অবস্থা। সকৌতূহলে তার দিকে তাকাল রাইকার। 'কি হলো?'

কাঁপা কাঁপা আঙুলে নিসাড় লোকটাকে দেখাল এভার্ট। মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। অবশেষে ব্যাঙের মত কয়েকটা শব্দ বের হলো,

'ভাল করে দেখেছ ওকে?'

সামনে ঝুঁকে অচেতন লোকটার কাঁধ ধরে তাকে চিত করে শোয়াল রাইকার। শ্যামুস ফ্লিনের বিশ্রী চেহারাটা দেখা গেল। 'সত্যি অবাক ব্যাপার,' বলল রাইকার, 'আমি আরও ভেবেছি *দামী* কাউকে আটকানো গেছে!'

গোঙাতে শুরু করল ফ্লিন। বিশাল হাত দিয়ে চোয়াল ছুঁলো। তারপর চট করে বিড়ালের মত গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। ক্রিসমাস-ফ্রুটের মত চকচক করছে তার দু'চোখ। হাত দুটো মুঠি পাকিয়ে মুখের সামনে নাচাতে নাচাতে কামরাময় ছুটে বেড়াতে লাগল বক্সারের মত। 'এসো, তিনজন একসঙ্গে!' গর্জে উঠল। 'আমি অন্য দিকে তাকিয়ে থাকব, মারার চেষ্টা করে দেখো! এই!—এই!—এবার—ওফ!'

কিচেনের দরজার সঙ্গে ধাক্কা খেলো সে। কবাট খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করল। উল্টে ব্যথা পেয়ে সংবিৎ ফিরে পেল অবশেষে। বিস্মিত চোখে প্রথমে এভার্ট তারপর রাইকারকে দেখল সে। হাত তুলে বাম চোয়াল স্পর্শ করল আবার। ইতিমধ্যে প্রমাণ সাইজের একটা আলু ভেসে উঠতে শুরু করেছে জায়গাটায়।

'তোমার কথা শুনেছি!' গর্জে উঠল ফ্লিন, 'খুব জোরে মারিনি—অ্যাঁ? কি দিয়ে মারলে, বাক্কো—পিক হ্যাণ্ডেল?'

মাথা নাড়ল রাইকার।

'হাত দিয়ে মারোনি নিশ্চয়ই! মিশেলমাসের পর গত দশ বছরে আর কেউ খালিহাতে শোয়াতে পারেনি আমাকে!'

'এবার বোধ হয় গল্পটা বদলাতে হবে তোমাকে, শ্যামুস,' বলল এভার্ট। 'ওর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভুলে যাও সব।'

হাত বাড়াতে গেল ফ্লিন, হঠাৎ চক্‌চক্ করে উঠল তার চোখ। পলকে হাত টেনে নিল। 'অসম্ভব! তোমার বিয়ারট্র্যাপে আবার আমাকে আটকানোর ইচ্ছা, না? দোযখের দারোয়ানের সঙ্গে হাত মেলানোর কোন খায়েশ নেই আমার!'

'ঠিক আছে,' বলে রাইকারের দিকে ফিরল এভার্ট। 'সেরাতের

ঘটনার পর থেকে শ্যামুস অনেকটা আমার বডিগার্ডের মত কাজ করছে।' রেস্তরাঁয় ওর টেবিলে এসে র‍্যানডালের বাহাদুরি ফলানোর কথা রাইকারকে জানাল সে। নির্মম হাসি দেখা দিল রাইকারের ঠোঁটে। ওর একটা চোখ এখনও ফুলে আছে। বন্ধ। ভূতের মত লাগছে প্রায়।

'র‍্যানডালের বাসা কোথায়?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল ও।

'ওহ্, শোনো,' মাথা নেড়ে বলল এভার্ট, 'আমাদের পক্ষে এখন...'

'আমাদের কথা আসছে কোথায়,' বাধা দিয়ে বলল রাইকার। 'মিস্টার র‍্যানডালের কাছে ব্যক্তিগত কিছু দেনা আছে আমার। কারও পাওনা আটকে রাখা আমার ধাতে নেই। দরকার হলে ওকে নিজেই খুঁজে নিতে পারব আমি।'

'বাইরে যাচ্ছি আমি,' বলল শ্যামুস ফ্লিন, 'চারপাশ একবার রেকি করে আসছি।'

মাথা দোলাল এভার্ট। রাইকারকে বলল, 'ড্রিঙ্ক? দেখে তো মনে হয় লাগবে।'

একটা চেয়ারে বসল রাইকার। অনেকক্ষণ পর শিথিল হলো ওর শরীরের পেশী। 'হ্যাঁ, দাও। লোকটা কোথাও পালাবে বলে মনে হয় না।'

'কে, শ্যামুস?'

'না, র‍্যানডাল।'

মাথা নেড়ে কিচেনের দিকে পা বাড়াল এভার্ট। 'এমন একরোখা মানুষ জীবনে দেখিনি আমি!'

এভার্ট চলে যাবার পর চারপাশে নজর চালাল রাইকার। টিপিক্যাল ব্যাচেলর কোয়ার্টার। গানর‍্যাক, স্নোশুজ, ফিশিং-ট্যাক্‌ল আর স্টাফ করা মাছে ছেয়ে আছে পুরো দেয়াল। পাথুরে ফায়ার প্লেসের ম্যানটেলের ওপর ইয়া বড় একটা পাহাড়ী এলকের খুলি গাঁথা। ওপাশের দেয়াল থেকে রাঙা চোখে তাকিয়ে আছে একটা বাদামী গ্রিজলি।

বোতল আর গ্লাস নিয়ে ফিরে এল এভার্ট। মদ ঢালার পর আরাম

করে চেয়ারে বসেই জানতে চাইল, 'তারপর?'

জিগার স্লেটের পিছু ধাওয়া আর ফলাফলের কথা বলল রাইকার। আরও একবার প্রশংসার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল এভার্ট। 'ফাস্টগান হিসাবে সুনাম ছিল এভার্টের।'

কাঁধ ঝাঁকাল রাইকার। 'তবে যথেষ্ট ফাস্ট না!' চুমুক দিল গ্লাসে।

ঝট করে উঠে দাঁড়াল এভার্ট। পায়চারি শুরু করল। টেবিলে পড়ে থাকল ড্রিঙ্ক। 'আমার মনে হচ্ছে তোমাদের আর কিংয়ের র‍্যাঞ্চে না গেলেও চলবে। এমনিতেই কাজ হতে পারে। উদ্বিগ্ন অবস্থায় যেকোন লোক খুবই দুর্বল থাকে। এখন বাজি ধরতে পারো, সপ্তাহ ঘুরে আসার আগেই ওয়াইওমিংয়ের সবচেয়ে উদ্বিগ্ন লোকে পরিণত হবে কার্ক র‍্যানডাল।'

গ্লাসে চুমুক দিল রাইকার। 'র‍্যানডাল লোকটা বদ, এটা যদি জানোই, এতদিন ওর ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়া হলো না কেন?'

হাত মেলে দিল এভার্ট। 'প্রমাণ করার দায়িত্ব সব সময় বাদীর ওপর বর্তায়। এটাই আইন। র‍্যানডাল তার অপকর্মগুলোকে *অফিশিয়ালি* এমন সুন্দরভাবে চাপা দেয় যে ওকে কোনমতেই আটকানো যাচ্ছে না।'

ওর জন্যে ঢালা শর্ট ড্রিংক শেষ করল রাইকার। উঠে দাঁড়াল। 'এভার্ট, খামোকা তোমার বা আমার সময় নষ্ট করতে চাই না আমি। সবচেয়ে উঁচু ঘোড়ার পিঠে বসে আছে এখন র‍্যানডাল। আঘাত হানার উপযুক্ত সময়। সে সতর্ক হয়ে যাবার আগেই যদি আঘাত করা যায়, ধাক্কাটা সামাল দিতে পারবে না সে।'

মাথা নাড়ল এভার্ট। 'ওকে কায়দা করতে চাইলে আরও নিচে নামতে দিতে হবে তাকে। বুঝতে পারছ না কেন তার এবং আরও তিনজন সাক্ষীর কথার কাছে তোমার অভিযোগ ধোপে টিকবে না। তাছাড়া পয়সা ছিটিয়ে কত সাক্ষী যে জোগাড় করবে সে খোদাই মালুম!'

ঠোঁট বেঁকে গেল রাইকারের। 'আইনী ব্যবস্থার কথা বলিনি আমি। স্রেফ লোকটার ঠিকানা জানতে চেয়েছি!'

মাথার ওপর হাত তুলে দিল এভার্ট। 'আচ্ছা—আচ্ছা, বলছি! তবে

খোদার ওয়াস্তে এমন কিছু কোরো না যাতে আমাদের সামান্য অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হতে পারে।' পরামর্শ দিতে গেল সে।

নড়ে উঠল রাইকারের ঠোঁট। 'উত্তেজিত হয়ো না। আমি আসলে দেখতে চাইছিলাম তুমি বলো কিনা। ওকে ভাল করে গাঁথার জন্যে জোরাল প্রমাণ দরকার আমাদের, ঠিক। পিটিয়ে ওর কাছ থেকে জবানবন্দী আদায় করা যাবে বলেও মনে হয় না। টেকসই জবানবন্দী মিলবে না, এটা বোঝার মত বুদ্ধি আমার আছে।'

শার্টের পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা চিরকুট বের করল রাইকার। এভার্টের দিকে বাড়িয়ে দিল। 'এটা হয়তো কাজ দেবে!'

কাগজটা নিতে হাত বাড়িয়ে অন্য হাতে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল এভার্ট। 'ওফ! আর কখনও আমার সঙ্গে এমন কোরো না! পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম তুমি র‍্যানডালের বাসায় হানা দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্যে তার গলা টিপে ধরেছ!'

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল রাইকার। 'আমি আসলে দেখতে চেয়েছি কতদূর পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকবে তুমি। এবার শেষ পর্যন্ত তোমার সঙ্গে থাকব আমি, ওয়াদা করলাম। কারণ? ওই নোটটা স্লেটের পকেটে পেয়েছি আমি।'

ওর হাত আঁকড়ে ধরল এভার্ট। ভাঁজ খুলল চিরকুটটার। পড়ামাত্র বড় বড় হয়ে গেল চোখ, দাঁত বেরিয়ে পড়ল আস্তে আস্তে।

এইচ,

খোদারওয়াস্তে হতচ্ছাড়া দলিলদস্তাবেজ এবার সরাও। তোমার কাছ থেকে ওগুলো হাতানোর একটা প্ল্যান এইমাত্র নস্যাৎ করেছি আমি। আগামীতে তারা ব্যর্থ নাও হতে পারে। জলদি কাজ শেষ করে বাহক মারফত জানাও আমাকে। আমাদের অন্যান্য পরিকল্পনা যথারীতি এগোচ্ছে। ইতিমধ্যে একশোরও ওপরে জোগাড় করে ফেলেছি আমি।

শুভেচ্ছা,
আর.

ওপর দিকে তাকাল এভার্ট। দেয়াল ফুঁড়ে কার্ক র‍্যানডালের বাড়ির ভেতরটা যেন দেখতে পাচ্ছে। র‍্যানডাল হারামীটা নিশ্চিন্ত মনে ঢেঁকুর তুলছে ওখানে! 'এইবার *বোধ হয়* বাগে পাওয়া গেছে ব্যাটাকে!' হাঁসফাঁস করে উঠে বসল সে।

মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল রাইকার। 'উঁহু, আমি বলব *পাওয়াই* গেছে। ল-ইয়ার হিসাবে অবশ্যই কোর্টহাউসে নানা রকম দলিলপত্র দাখিল করে সে, তাই না? নিজের হাতেই লেখে সেসব। এটার সঙ্গে তার হাতের লেখা মেলে কিনা পরীক্ষা করে দেখা যায়।'

মাথা দোলাল এভার্ট। 'সকালে প্রথমেই একাজটা করব। তবে আগেই বলে রাখি লেখাটা র‍্যানডালের প্রমাণিত হলেও কিন্তু তাকে অভিযুক্ত করতে পারব না আমরা।'

জীবনে প্রথমবারের মত দাঁত বের করে হাসল রাইকার। 'এতটা হতাশ হয়ো না। স্লেট যাবার সময় দু'ডজন লোককে কিংয়ের ওখানে নিজের মিশনের কথা বুক ফুলিয়ে বলেছে। আমার কপালে কি ঘটেছে বড়াই করে বলেছে সেটাও। তার দু'জন জোরাল সাক্ষী যদি পেয়ে যাও তুমি, তাহলে?'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল এভার্ট। 'কি বললে? *কোথায় তারা?*'

'লারাবির কাছে একটা ছোট রোডহাউসে। শ্যামুসের কাছে স্লেট মদখোর শোনার পর যাবার পথে প্রত্যেকটা চালায় ঢুঁ মেরেছি আমি। এবং সফলও হয়েছি। র‍্যাঞ্চহ্যাণ্ডের মত পোশাকঅলাদের কাছে কোন প্রশ্ন করিনি আমি। ওভারঅলসঅলাদেরই বেছে নিয়েছিলাম।'

'স্লেট চোপাবাজি করেছে!'

'আমি যাদের কথা বলছি—বারের কাছে দাঁড়িয়েছিল ওরা। স্লেট দু'জন কাউহ্যাণ্ডকে ওসব কথা বলার সময় শুনেছে তারা। গলা নামানোর কোন চেষ্টাই করেনি স্লেট। তার প্রত্যেকটা কথা শুনতে পেয়েছে ওরা। যেহেতু বড় র‍্যাঞ্চারদের অত্যাচারে খামার ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল ওরা, তাই বদলা নেয়ার জন্যে নিজের চোখ উপড়ে দিতেও দ্বিধা করবে না

কখনও!'

ধপাস করে বসে পড়ল এভার্ট। 'ওফ্, এতদিনে!' প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বলল সে, 'এতদিনে একটা সুযোগ মিলল! বেশ, মনে হয় এবার পুরো সমস্যাটা মেটানো যাবে!'

চওড়া হাসি নিয়ে রাইকারের দিকে তাকাল সে। 'আরও আগেই ফিরে এলে না কেন তুমি, অ্যাঁ? দু'দিনেই যা দেখালে! আমরা কয়েক বছরে যা করতে পারিনি তুমি তারচেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গেছ!'

চিরকুটটার দিকে ইঙ্গিত করল রাইকার। 'সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে কাজ কি? কোর্টহাউসের চাবিঅলা কোন বন্ধু নেই তোমার? সময় বাঁচানো গেলে আমাদেরই লাভ!'

চিবুকে বুড়ো আঙুল ছোঁয়াল এভার্ট। 'বেড়ে বলেছ! রাস্তার ওধারেই থাকে কাউন্টি ক্লার্ক। দাঁড়াও, আগে কোট আর টুপিটা নিই...'

প্রথমে দোনোমনো করল কাউন্টি ক্লার্ক। এভার্টের জোরাজুরিতে শেষতক নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলো। 'বুঝতেই পারছ অফিস ছুটির পর সাধারণত কাউকে রেকর্ড ডিপার্টমেন্টে ঢুকতে দেয়া হয় না। তবে দু'একবার নিয়ম ভাঙা য়েতে পারে। দাঁড়াও, আগে কোট আর টুপিটা নিই...'

কোর্টহাউসের নাইটম্যান কাউন্টি ক্লার্কের উদ্দেশ্য জানার পর প্রথমে গোঁগাঁ করল। 'রাতের বেলা কাউকে ঢুকতে দেয়ার পারমিশন নেই। অবশ্য তোমার বেলায় আপত্তি করার কোন যুক্তি নেই। কোন ঝামেলা হবে বলে মনে হয় না। তবু আমি নিরাপদে থাকার জন্যে চায়নাম্যানের ওখানে চলে যাচ্ছি, কফি খাব। দাঁড়াও, আগে কোট আর টুপিটা নিই...'

'আজ দেখি সবাই আমাকে দাঁড় করিয়ে কোট আর টুপি নিতেই সময় পার করে দিচ্ছে!' হল ধরে হাঁটার সময় এভার্টকে বলল রাইকার।

'সুযোগ পেলেই যার-তার বিরুদ্ধে রীট করে বসে র‍্যানডাল,' বলল এভার্ট, 'তাই সবার আগে ওদিকটা সামাল দিতে হয় আমাদের। অনেক ধন্যবাদ, মায়রন।'

'আরে, ঠিক আছে,' বলল ক্লার্ক, 'যাবার সময় তালা আটকাতে

ভুলো না যেন। আর চাবিটা পৌঁছে দিয়ো!'

'বাব্বা, এবার আর কোট-টুপি নিতে দাঁড়াতে বলেনি!' ফাইল ওল্টানো শুরু করে বলল রাইকার।

আধঘণ্টা পর র‍্যানডালের লেখা তিনটা রীট আর চিরকুট টেবিলের ওপর পাশাপাশি সাজিয়ে রাখল ওরা। সাবধানে পরখ করতে লাগল। নির্দিষ্ট কয়েকটা অক্ষর আর লেখার স্টাইল তুলনা করল। না তাকিয়েই পরস্পরের হতাশা টের পেল ওরা।

'পণ্ডশ্রমই হলো বোধ হয়!' শান্ত কণ্ঠে বলল এভার্ট। 'খোদা বাঁচিয়েছে। এটা নিয়ে হুট করে আগে বাড়লে বেইজ্জত হয়ে যেতাম। সবার চোখে আমাকে গবেট প্রমাণ করে ছাড়ত সে। আমি অবশ্য আগেই বলেছি যে পুরো পরিকল্পনাটা আবার ঢেলে সাজাতে হবে আমাদের। কিংয়ের হাত থেকে দলিলপত্র উদ্ধার করার ব্যাপারটাও নতুন করে ভাবতে হবে। কাজটা এখন অনেক বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ নিশ্চিন্ত হবার জন্যে হয়তো অন্য কোন উপায়ে কিংয়ের কাছে খবর পাঠিয়ে থাকতে পারে র‍্যানডাল।'

'আরে, দাঁড়াও,' সাজানো কাগজপত্রের ওপর নজর বোলাচ্ছিল রাইকার ক্ষীণ আলোয়, 'এটা দেখো! আগের বার বোধ হয় নজর এড়িয়ে গেছে। কোর্টে পাঠানোর সময় সব রেকর্ডই কি নিজের হাতে লেখো তুমি?'

'তা লিখি না, তবে...'

একটা দলিলে আঙুলের টোকা দিল রাইকার। 'এগুলোর লেখা মেলাচ্ছিলাম আমরা। কিন্তু ছোটখাট ব্যাপার খেয়াল করিনি দেখো, প্রত্যেকটা পাতায় র‍্যানডালের নাম রয়েছে বটে, কিন্তু একেবারে নিচের দিকে একটা কথা লেখা আছে: *বাই এইচ. ই.*।'

ভাল করে দেখতে সামনে ঝুঁকল এভার্ট। 'খোদা, তাই তো! বোঝা যাচ্ছে র‍্যানডাল এত ব্যস্ত যে এগুলোয় সই দেয়ারও সময় হয় না তার। এইচ. ই.—মানে সেক্রেটারি হ্যারল্ড এনিস তার পক্ষে সই দিয়েছে। খোদার কসম, বেন, এখনও আশা আছে!'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল দু'জনই। 'র‍্যানডালকেই সই দিতে হয়েছে *এমন কাগজও* আছে নিশ্চয়ই,' বলল রাইকার। 'কোন পরামর্শ?'

এক মুহূর্ত ভাবল এভার্ট। তুড়ি বাজাল তারপর। 'আলবৎ। কাউন্টিতে প্র্যাকটিস করার আবেদন জানিয়ে জমা দেয়া ওর দরখাস্ত। *নিজে লিখে ওটায় সই দিতে হয়েছে তাকে।*'

দশ মিনিটেরও কম সময় লাগল এবার। ল্যাম্পের সামনে অ্যাপ্লিকেশনটা ধরল এভার্ট, চিরকুটটা রাখল পাশে। রুদ্ধশ্বাস একটা মুহূর্ত। তারপর ফোঁস করে দম ফেলল সে। রাইকারের বাহু আঁকড়ে ধরল।

'পাওয়া গেছে শালাকে!' বলল চাপা কণ্ঠে। 'মিস্টার র‍্যানডাল, নিজের হাতে নিজের গোর খুঁড়েছ তুমি! ভাগ্যিস ওই ইনিশিয়ালগুলো খেয়াল করেছিলে তুমি, বেন!'

রাইকার শুধু বলল, 'কোথায় থাকে লোকটা? বললে আর তার বাড়ি খোঁজার ঝামেলা পোহাতে হতো না।'

র‍্যানডালের বাড়ির পথ বাতলে দিতে দিতে আবার বাড়ির পথ ধরল এভার্ট। কোর্টহাউস থেকে ব্লক দুই দূরে আসার পরই এক লোককে দৌড়ে আসতে দেখা গেল ওদের দিকে।

'পল?' পঞ্চাশ ফুট দূর থাকতেই জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'কি?' জবাব দিল এভার্ট। হাঁপাতে হাঁপাতে কাছে এসে দাঁড়াল লোকটা। এভার্ট আবার বলল। 'আরে, করড্রয়রি! কি ব্যাপার?'

স্বস্তিতে প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল করড্রয়রি। 'প্রথমে তোমার বাড়ি গিয়েছিলাম, ওখানে না পেয়ে মায়রন কাল্লের ওখানে খোঁজ নিলাম। সে-ই বলল এদিকে পাওয়া যাবে তোমাকে। পল, *মারাত্মক* ঘটনা ঘটে গেছে!'

লোকটার কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল এভার্ট। 'শান্ত হও, ম্যান! হয়েছে কি?'

এক মুহূর্ত দম ফিরে পাবার জন্যে অপেক্ষা করল করড্রয়রি। লম্বা করে শ্বাস টানল। থরথর কেঁপে উঠল তার শরীর। 'পল—ওরা সবাই!

ডেভ, ওর বউ-বাচ্চা…!' আবার কথা আটকে গেল তার।

পাথরের মত স্থির দাঁড়িয়ে থাকল এভার্ট। এখনও ভেঙে-পড়া লোকটার কাঁধ ধরে রেখেছে। লোকটার মধ্যে জেগে ওঠা আতঙ্ক টের পাচ্ছে বেন রাইকার। ধীর কণ্ঠে প্রায় অনুনয়ের সুরে এভার্ট বলল, 'ব্যাপার কি, করড্রয়রি, খারাপ কিছু?'

মাথা দোলাল করড্রয়রি। 'মারা গেছে—সবাই! গুলি করে ঝাঁঝরা বানিয়ে ফেলেছে!'

দু'পাশে ঝুলে পড়ল এভার্টের দুই হাত। ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠে সে জানতে চাইল, 'কোথায়? কখন?'

টেনশনে ছেদ পড়ায় এবার সহজভাবে কথা বলতে পারল করড্রয়রি। 'স্পষ্টতই স্টেজের ওপর ভরসা করতে পারেনি ডেভ। একটা বাকবোর্ড চেপে রওনা দিয়েছিল। দিনে গা ঢাকা দিয়ে রাতে পথ চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সম্ভবত। আজ সকালে এখান থেকে তিরিশ মাইল দক্ষিণে ওদের লাশ পাওয়া গেছে। ওখানেই ক্যাম্প করেছিল। ঘণ্টাখানেক আগে খবরটা পাবার পর থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তোমাকে!'

'আবার আমাদের বন্ধুর নাম এসে যাচ্ছে,' কঠিন সুরে বলল রাইকার, 'ওর সঙ্গে দেখা করাটা জরুরী হয়ে পড়েছে এখন।'

'শেষ পর্যন্ত লড়ে গেছে ডেভ,' বলে চলল করড্রয়রি, 'ওদের কাছেই একটা খুনীর লাশ পাওয়া গেছে। ডেভের হাতে খালি সিক্স-গান ছিল। লাশ উদ্ধার না করেই বাকি গুণ্ডারা বোধ হয় পালাতে বাধ্য হয়েছে।'

করড্রয়রির বাহু ধরল রাইকার। 'কে দিয়েছে তোমাকে খবরটা?'

সকৌতূহলে ওর দিকে তাকাল করড্রয়রি। দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিল এভার্ট।

'লোকটার নাম সার্কি,' জানাল করড্রয়রি, 'ক্যাম্প থেকে অল্প দূরে রাস্তার একটা বাঁকেই ওর বাসা। গুলির শব্দ আর মিসেস এবারলির আর্তনাদ তার কানে যায়। শটগানের ফাঁকা গুলি করে হানাদারদের ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করেছিল সে। ওর কুকুরগুলো চেঁচামেচি করছিল খুব। এজন্যেই বোধ হয় লাশ নিতে গিয়ে আর সময় নষ্ট করেনি

শয়তানগুলো।'

'সার্কি কোথায়?'

'প্যালেস হোটেলে রেখে এসেছি। সকালে আবার বাড়ির পথ ধরবে।'

চিন্তিত দেখাল এভার্টকে। 'সার্কি তোমাকে চেনে কিভাবে?'

লম্বা করে দম ফেলল করড্রয়রি। 'স্রেফ কপাল। গত বছর শিকারে গেলে ডিম কেনার জন্যে ওর বাড়িতে ঢুঁ মেরেছিলাম আমি। তখনই খাতির জমে গিয়েছিল ওর সঙ্গে। শাইয়্যানে এলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলাম ওকে। অল্প সময়ে গড়ে ওঠা চমৎকার বন্ধুত্বের তুলনা হয় না!'

'আমেন,' বলল এভার্ট। 'শেরিফকে জানানো হয়েছে ব্যাপারটা?'

'আগে তোমাকে জানাতে চেয়েছি আমি,' জবাব এল, 'কিভাবে কি করতে হবে তুমিই ভাল বুঝবে।'

ওর বাহু ধরল এভার্ট। 'গুড ম্যান। শেরিফকে সকালে জানালেও হবে। বেন, কোন বুদ্ধি পেলে?'

ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছিল রাইকারের মাথায়। মাথা দোলাল ও। 'আমার মাথায় অদ্ভুত একটা প্ল্যান এসেছে। তবে মনে হয় কাজ দেবে। র‍্যানডালকে তাহলে চিরদিনের মত ঝেড়ে ফেলা যাবে। কিভাবে কি করতে হবে, শোনো...'

আধঘণ্টা পর। এবারলিদের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে আসা ফারমারের সঙ্গে কথা বলে আবার এভার্টের বাড়ির দিকে এগোল ওরা দু'জন। রাতটা ওখানেই কাটাবে রাইকার।

'মায়রার খবর কি?' হঠাৎ জানতে চাইল রাইকার।

'ভালই তো। আজও দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে। খুব সাবধানে আছে। তোমার জন্যে বেশ উদ্বিগ্ন মনে হয়েছে ওকে।'

'ওর কোন বিপদ হয়নি, ঠিক জানো?'

ঘোঁত করে উঠল এভার্ট। 'দু'জন লোককে পাহারায় বসিয়ে রেখেছি আমি। ওরা বেঁচে থাকতে মায়রার কোন বিপদ হবে না। সময় করে

একবার ওর সঙ্গে দেখা কোরো।'

খানিকক্ষণ নীরবে হাঁটল এরা। তারপর রাইকার আবার বলল, 'পল, আমি সরাসরি কথা বলা পছন্দ করি। তোমাকে সোজাসুজি একটা প্রশ্ন করছি। তোমার আর মায়রার মধ্যে এমন কোন সম্পর্ক আছে যেটা আমার জানা দরকার?'

অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না এভার্ট। তারপর যখন জবাব এল ওর কণ্ঠে দুঃখের রেশ টের পাওয়া গেল পরিষ্কার। 'সরাসরি জবাবই দিচ্ছি আমি। গভীর বন্ধুত্ব ছাড়া আমাদের আর কোন সম্পর্ক নেই। এটা অবশ্য আমার ইচ্ছায় হয়নি। পারলে এক মিনিটের নোটিসে মায়রাকে বিয়ে করতাম আমি, কিন্তু সেটা হবার নয়। এরচেয়ে পরিষ্কার করে বলার দরকার নেই বোধ হয়!'

এক মুহূর্ত চুপ থাকার পর রাইকার ওকে বলল, 'আমার পরিচিতদের মধ্যে তোমার বেলায়ই এমনটি হওয়ায় খারাপ লাগছে!'

'ধন্যবাদ।'

প্রসঙ্গ বদলাল রাইকার। 'এত অল্প সময়ে সবাইকে খবর দেয়া যাবে তো? জায়গামত পৌছার পর যদি দেখা যায় কেউ নেই ওখানে, কোন ব্যবস্থা করা হয়নি, খুবই মুশকিল হয়ে যাবে!'

'কোন চিন্তা কোরো না,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল এভার্ট। 'সার্কির বর্ণনা থেকে জায়গাটা চিনতে পারবে তুমি?'

'না পারার কোন কারণ নেই। ওল্ড মিলটা ল্যাণ্ডমার্কের কাজ দেবে। ঠিক আছে, বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছি আমরা। এবার সটকে পড়ব আমি। সি ইউ।'

'লাক,' বলল এভার্ট। অন্ধকারে মিশে যেতে দেখল রাইকারকে। *'ভাগ্যের সাহায্য আমাদের দরকার!'* বিড়বিড় করল আপন মনে। শেষ কোণটা ঘুরে নিজের বাড়ির দিকে এগোল সে। হাঁটার গতি বাড়াল। অনেক কাজ সারতে হবে। অথচ হাতে সময় কম...

এগারো

একটা খাড়া সাইকামোরের অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল বেন রাইকার। কোনাকুনিভাবে রাস্তার উল্টো দিকের একটা দোতলা বাড়ির দিকে তাকাল। বাড়ির চেহারা দেখে বোঝা যায় ওকালতি করে আরামেই আছে কার্ক র‍্যানডাল। চমৎকার ফুলের বাগান ঘিরে রেখেছে বাড়িটাকে। জানালার ফোকর গলে বেরুনো ল্যাম্পের আলোয় সুন্দর করে ছাঁটা গাছগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

রাস্তা ধরে আরও শ'খানেক গজ এগোল রাইকার। রাস্তা পার হলো এবার। নিঃশব্দ পায়ে উল্টো দিকে হেঁটে র‍্যানডালের বাড়ির দিকে এল। পাশের দালানটার কাছে এসেই সামনের উঠানের অন্ধকারে মিশে গেল নিমেষে।

অন্ধকারে অনেক আগেই ওর নজর সয়ে এসেছে। পেছনের উঠানে আসতে অসুবিধে হলো না। র‍্যানডালদের সীমানা প্রাচীরের কাছে চলে এল দ্রুত। দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। কান খাড়া। এবার দেয়ালের ওপব দু'হাত বসাল ও।

বোর্ড স্পর্শ না করেই ওর দুই পা সাবলীলভাবে উঁচু হলো। হাওয়ায় ভাসছে যেন এমনিভাবে মাথা ওপরে তুলল ও। দু'হাতের ওপর অনায়াসে দেহের ভর ছেড়ে দিয়েছে। ঝাড়া এক মিনিট চারদিকে কড়া নজর বুলাল। এবার পা তুলে দিল বেড়ার ওপর। দিক বদলাল। একই রকম অনায়াস ভঙ্গিতে বেড়ার উল্টোদিকে নামল রাইকার। নিঃশব্দে মাটি স্পর্শ করল ওর পা।

চারদিকের নীরবতা ওকে আশ্বস্ত করতে পারল না। একটানা পাঁচ

মিনিট বেড়ার আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে রইল ও। তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে প্রত্যেকটা ছায়া। কোন ঝোপ কি গাছ বাদ পড়ছে না। বাড়ির ভেতর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ আসছে। পাহারায় সজাগ কোন কুকুর নেই, বুঝতে পেরে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল রাইকার।

কোন ঝামেলা নেই, ধরেই নিচ্ছিল প্রায়। হঠাৎ পঞ্চাশ ফুটেরও কম দূরে ফস্ করে জ্বলে উঠল একটা দেশলাই। ওটা আউটবিল্ডিংয়ের কোণ। সিগারেট ধরানোর আগে পলকের জন্যে স্লাউচ-হ্যাট মাথায় দাড়িঅলা এক লোকের চেহারা দেখতে পেল রাইকার। বসার কায়দা দেখে মনে হলো দেয়ালে ঠেস দিয়ে আছে সে। ভঙ্গি বদল করতে গিয়ে গোঙানির মত প্রলম্বিত একটা শব্দ করল লোকটা। তারপর আপন মনে সিগারেট ফুঁকতে লাগল। নির্দিষ্ট বিরতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে আগুনের বিন্দুটা।

কনুই আর হাতে ভর দিয়ে শুয়ে পড়ল রাইকার। হাত দুটো মেলে দিল সামনে। কোন বাধা থাকলে আগেই টের পাওয়া যাবে। বেড়া বরাবর শামুকের মত ধীর গতিতে আগে বাড়ল ও। অচিরেই চলে এল পেছন-কোণে। এবার আউটবিল্ডিং আর বেড়া যেখানে মিশেছে সেদিকে এগোল। দুটো দালানের মাঝখানে একচিলতে রানওয়ে রয়েছে। গলিপথ ধরে আউটবিল্ডিংয়ের সামনের দিকে চলল ও।

ঘুরে খুব ধীরে কোণে এসে থামল। মাথার টুপিটা নামিয়ে রাখল। সাবধানে, নিঃশব্দে গলা বাড়িয়ে কোণা থেকে উঁকি মারল। বড়জোর পাঁচ ফুট দূরে বসে আছে লোকটা! আয়েশ করে পা দুটো সামনে মেলে রেখেছে সে। আড়াআড়িভাবে বুকের ওপর হাত বাঁধা।

পিছিয়ে এসে উঠে দাঁড়াল রাইকার। মাঝারি আকারের একটা পাথর তুলে নিল হাতে। ওঅচম্যানের কয়েক ফুট ওপাশে ছুঁড়ে মারল ওটা। একই সঙ্গে আড়াল ছেড়ে ভূতের মত আগে বাড়ল। শব্দটা কোত্থেকে এল জানতে মাত্র ঘাড় ফিরিয়েছে দাড়িঅলা। পুরানো সিক্স-গান দিয়ে ঠকাশ করে তার চাঁদিতে বাড়ি মারল রাইকার। টুঁ শব্দটি না করে এলিয়ে পড়ল পাহারাদার।

টুপিটা ফের মাথায় চাপিয়ে পকেটে হাত ঢোকাল রাইকার। লাগতে পারে ভেবে হালকা অথচ শক্ত এক গোছা দড়ি এনেছিল সঙ্গে। অচেতন পাহারাদারকে কোরবানীর পশুর মত বেঁধে ফেলল ও। লোকটার নোংরা রুমাল বের করে গুঁজে দিল তারই মুখে। খানিকটা দড়ি দিয়ে বাঁধল মুখটাও।

নিসাড় লোকটাকে এবার টানতে টানতে শেডে নিয়ে এল রাইকার। দরজা আটকে দালানের দিকে ফিরল।

ঝুঁকি এড়ানোর জন্যে বাড়ির চারপাশে চক্কর মারতে শুরু করল ও। আগের মতই বুকে হেঁটে এগোচ্ছে। আর কোন ওঅচম্যান বা বডিগার্ড নেই পরিষ্কার হয়ে গেল। আগের জায়গায় ফিরে এল রাইকার। এই সময় পেছন-দরজা খুলে বাইরে এল এক লোক। কিচেন ল্যাম্পের আভায় তার চেহারা দেখতে পেল ও। কার্ক র‍্যানডাল। সেরাতে জ্ঞান হারানোর আগমুহূর্তে পলকের জন্যে একেই দেখতে পেয়েছিল। ভুল হবার নয়।

'টারলো!' চেঁচিয়ে ডাক দিল র‍্যানডাল। সাড়া নেই। আবার হাঁক ছাড়ল সে। তারপর নিচু সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল। আপনমনে মুখ খিস্তি করছে। দারোয়ান নাক ডেকে ঘুমোবে, এ কেমন কথা! শেডের কাছাকাছি আসার সুযোগ দিল তাকে রাইকার। তারপর ভূতের মত পিছলে তার পেছনে চলে এল।

'বেচাল করলেই সোজা বেহেশতে পৌঁছে যাবে।' বলল রাইকার। 'মাথার ওপর হাত তোলো।'

পলকে শূন্যে হাত তুলে দিল র‍্যানডাল। আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে গেছে তার শরীর। 'কে-কে তুমি?' কাঁপা গলায় জানতে চাইল।

জবাব দিল না রাইকার। র‍্যানডালের কাছে অস্ত্র আছে কিনা পরীক্ষা করল। নেই। এবার দু'হাত পেছনে আনার হুকুম দিল তাকে। এক কদম পিছিয়ে ঝটপট দড়ির একটা ফাঁস তৈরি করল রাইকার। আড়াআড়ি ভাবে রাখা কব্জি দুটো আটকাল ফাঁসে, শক্ত কয়েকটা প্যাঁচ দিয়ে বেঁধে ফেলল। র‍্যানডালকে নিয়ে আর ভাবতে হবে না।

'কি চাও আমার কাছে?' কাঁপা গলায় আবার জানতে চাইল ল-ইয়ার। 'টাকা লাগলে...'

'চোপ রাও!' ধমক দিল রাইকার। পেছনের সিঁড়ির কাছে নিয়ে এল র‍্যানডালকে। নিচু কিন্তু হিংস্রকণ্ঠে তাকে বলল, 'এখন দরজার কাছে যাব আমরা। ভেতরের লোকটাকে ডেকে বলবে টারলোকে নিয়ে জরুরী একটা কাজে বাইরে যাচ্ছ। শিগগিরই ফিরে আসবে, তাই টুপি নিচ্ছ না। যদি ভুল করো, পেছনের উঠনটা সাফ করতে লোকজনের অনেক কষ্ট হবে। চলো।'

কাঁপা কাঁপা পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল র‍্যানডাল। রাইকারের হুকুম তামিল করল। তারপর নেমে এল আবার। কাঁধ ধরে তাকে রাস্তার দিকে নিয়ে চলল রাইকার।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?' জানতে চাইল র‍্যানডাল। জবাব পেল না কোন। লোকটা কাঁপছে, টের পেল রাইকার।

'চেনা কাউকে দেখলে হ্যালো ছাড়া কোন কথা বলবে না,' শিখিয়ে দিল ও। 'যদি বলো একেবারে খতম করে ফেলব।'

প্ল্যানমাফিক দু'ব্লক দূরে একটা পরিত্যক্ত পুরনো বাড়ির ব্যাক ইয়ার্ডে একজোড়া ঘোড়া রাখা ছিল। একটা রাইকারের। অন্যটা আউটলাইং এক ফার্ম থেকে আনা। র‍্যানডালকে সেটায় চাপাল রাইকার। নিজের স্যাডলে উঠে বসল তারপর। 'আগের হুকুমই বহাল রইল,' বলল ও, 'কোন কথা না।'

পেছন-রাস্তা ধরে শহরের কেন্দ্রস্থল পেছনে ফেলে এল ওরা। দক্ষিণ দিকে এগোল তারপর। ওদিকেই গিয়েছিল এবারলিরা। শহর থেকে মাইল খানেক দূরে আসার পর বন্দীর হাতের বাঁধন খুলে দিল রাইকার

'পালানোর চিন্তা মনে এনো না,' বলল ও, 'চাঁদের আলোতেও আমার নিশানা ফস্কায় না।'

'কে তুমি?' শঙ্কিত কণ্ঠে জানতে চাইল র‍্যানডাল। আতঙ্ক চেপে রাখতে পারছে না।

ধীরে কিন্তু স্পষ্ট স্বরে কথা বলল রাইকার, যাতে প্রত্যেকটা কথা

জায়গামত গেঁথে যায়। 'ক্ষতবিক্ষত ঝলসানো একজন মানুষ। বুঝতে পারলে কিছু?'

ঢোক গিলল র‍্যানডাল। 'কই না!' পরিষ্কার বোঝা গেল মিথ্যা বলছে। 'আমার বোঝার কি আছে?'

'ডাহা মিথ্যুক তুমি। জঘন্য! এক হাঁদারামের হাতে পাঠানো চিরকুটে নিজের ইনিশিয়াল দেয় যে লোক তার মাথায় ঘিলু আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা দরকার।'

'কিন্তু আমি—তোমার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

দশ মাইল পথ নিজের সারল্য প্রমাণ করার চেষ্টা চালিয়ে গেল র‍্যানডাল। বারবার বলতে লাগল খারাপ কিছুই করেনি সে। পুরো সময়টা স্রেফ বোবা বনে থাকল রাইকার।

'আমাকে কোথায় নিচ্ছ, বলো!' শেষমেষ ফুঁসে উঠল র‍্যানডাল, 'কিডন্যাপিং মারাত্মক অপরাধ, জানো? এজন্যে তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাব আমি, দেখো!'

'আশ্চর্য!' বলল রাইকার, '*আমিও* কিন্তু *তোমার গলায়* ফাঁসির দড়ি কেমন দেখাবে সেটাই ভাবছিলাম। অদ্ভুত মিল, কি বলো?'

'তুমি বদ্ধ উন্মাদ! তোমার কি ক্ষতি করেছি আমি?'

'তুমি কোন ক্ষতি করোনি, তবে সিঙ্গলট্রি-টা করেছে। তুমি শুধু দু'হাতে চালিয়েছিলে ওটা, ব্যস। তোমার চরগুলোকে বেশ কাজের বলতে হবে, র‍্যানডাল। প্রায় জব্দ করে ফেলতে যাচ্ছিল আমাদের। তবে সব ভাল যার শেষ ভাল বলে একটা কথা আছে। বেশ কয়েকটা ভাল পয়েন্ট পেয়ে গেছি আমরা: এখনও বহাল তবিয়তে আছি আমি; বেঁচে আছে মেয়েটা; এবং কায়দামত পেয়েছি তোমাকে। তোমার কপাল কিন্তু এত ভাল হবে না। কারণ মারাত্মক সব কথা কানে এসেছে আমার। আসলে আরও আগেই তোমার ভাল হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, র‍্যানডাল।'

এবার খানিকটা পথ নীরবে এগোল র‍্যানডাল। কিন্তু এক সময় হতাশা ঝুঁকি নিতে বাধ্য করল তাকে। ঝোপে ঢাকা একটা সমতল জমির

ওপর দিয়ে যাচ্ছিল ওরা। আচমকা ঘোড়ার পাঁজরে খোঁচা মেরে বসল র‍্যানডাল। পাঁই করে ঘোড়া ঘুরিয়ে তেড়ে এল রাইকারের দিকে। পরক্ষণে স্যাডল থেকে পিছলে নেমে ঝেড়ে দৌড় লাগাল সে। লাফিয়ে পার হতে লাগল খানা-খন্দ। ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দেয়ার চেষ্টা করছে।

একটুও তাড়াহুড়া করল না রাইকার। রাশ টেনে দাঁড় করাল ঘোড়াটাকে। তারপর প্রায় উড়ে মাটিতে নামল, দৌড় শুরু করল সঙ্গে সঙ্গে। কয়েক গজ সামনেই ঝোপের ভেতর থেকে পলাতকের মাথা ভেসে উঠতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দূরত্ব কমানোর কোনোই চেষ্টা করল না ও। কাহিল না হওয়া পর্যন্ত দৌড়ানোর সুযোগ দিল র‍্যানডালকে অবশেষে হাঁপাতে শুরু করল লোকটা। আর ছুটতে পারছে না। তার কাছে এসে থামল রাইকার।

'এখানেই মেরে ফেলা যায়' বলল ও, 'চমৎকার একটা জায়গা বেছে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ!'

'না--না! *আমাকে মেরো না!*' রাইকারকে হোলস্টার থেকে পুরানো সিক্স-গান বের করতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল র‍্যানডাল 'দোহাই খোদার, গুলি করো না: সব বলব আমি তোমাকে—*কিছুই লুকাব না!*'

বুটের ডগা দিয়ে তাকে খোঁচা দিল রাইকার: 'তখন না বললে *কিছুই জানা নেই* তোমার, মিস্টার র‍্যানডাল! নাও, এবার চিত হয়ে শোও দেখি। ঠিক মত নিশানা করতে চাই। ধুঁকে ধুঁকে মরার জন্যে আহত করে ফেলে যাব না আমি, তোমরা যেটা কর।'

হঠাৎ রাইকারের পা জাপ্টে ধরল র‍্যানডাল। 'তোমার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাই আমি! আমার স্ত্রীর কথা ভাবো: বাচ্চাদের কথা একটু চিন্তা করো, *রাইকার।*'

'*রাইকার?* আমি তো মনে করেছি আমার সম্পর্কে কিছুই জানো না তুমি, র‍্যানডাল। কি জানো, এখন মনে হচ্ছে আগাগোড়া মিথ্যা বলে এসেছ আমাকে। আমার মাথার কাটা দাগটা কোত্থেকে এসেছে, কি করে চোখ ফুলে ঢোল হয়েছে তাও জানো না বোধ হয়?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ-জানি! আমার এক্র—একলোক তোমার হোটেলরুমের দরজায় আড়ি পেতে সব শুনেছিল। তারপর...'

'চোওপ!' বলল রাইকার, 'তোমার বাকোয়াজ শোনার সময় আমার নেই। অনেক পথ বাকি আছে এখনও!'

হ্যাঁচকা টানে র‍্যানডালকে দাঁড় করাল রাইকার। এক ধাক্কায় সামনে পাঠাল। ঘোড়ার কাছে এসে পিস্তল হোলস্টারে রেখে পরাস্ত লোকটার মুখোমুখি হলো।

'আমি *কি করতে পারি* তার একটা নমুনা দেখো এবার,' বলল ও, 'তাহলে বুঝবে তোমার কি অবস্থা *করতে পারতাম...'* কথা থামিয়ে চট করে হাত বাড়িয়ে র‍্যানডালের জ্যাকেটের বুকটা জাপ্টে ধরল রাইকার। অনায়াসে শূন্যে তুলে ফেলল তাকে এবং হাওয়ায় ভাসিয়ে বসিয়ে দিল স্যাডলে! ঘোর লাগা অবস্থা হলো র‍্যানডালের। আতঙ্কে পাথর হয়ে গেছে!

'তুমি কি মানুষ?' হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত বলল র‍্যানডাল। *'না অন্য কিছু?'* কথা মিলিয়ে গেল তার। নিঃশব্দে নড়তে লাগল ঠোঁটজোড়া।

নিজের ঘোড়ায় চাপল রাইকার। হিংস্র দেখাচ্ছে ওকে। পা বাড়িয়ে র‍্যানডালের ঘোড়াটাকে খোঁচা দিল ও। সবেগে সামনে বাড়ল জানোয়ারটা, পেছনে হেলে পড়ল র‍্যানডালের মাথা। তুফানবেগে ওটাকে অনুসরণ করল রাইকার।

আবারও অসহনীয় আতঙ্ক গ্রাস করল র‍্যানডালকে। মাইলের পর মাইল পেছনে ফেলে এল ওরা। র‍্যানডালের কাকুতি মিনতি, ওয়াদায় কানই দিল না রাইকার। কয়েক ঘণ্টা পর গম্ভীর অপহরণকারী নীরবতা ভেঙে কথা বলল

'থামো!'

হুকুম পালন করল র‍্যানডাল। আরও বেশি আতঙ্কিত এখন সে। রাইকারকে আজরাইলের মত ভয় পাচ্ছে। না জানি কি আছে তার কপালে!

'নামো!'

স্যাডল থেকে নেমে দাঁড়িয়ে থাকল র‍্যানডাল। হাঁটু কাঁপছে। 'প্লীজ!' কোনমতে বলল সে, 'তুমি যা বলবে তাই করব। আমি…'

লোকটার বাহু ধরল রাইকার, লাটিমের মত ঘোরাল আধপাক। তারপর ঠেলে দিল সামনে।

'ওদিকে চলো!'

গাছপালার একটা দেয়াল পেরুল ওরা। আচমকা বেঁধে রাখা একদল ঘোড়া দেখতে পেল। অল্পদূরে কয়েকজন লোক জটলা পাকাচ্ছে। এক-জোড়া ল্যাম্পের অনুজ্জ্বল আলোয় জায়গাটা অবছা-আলোকিত। র‍্যানডালকে ঠেলতে ঠেলতে আলোর কাছে নিয়ে এল রাইকার।

'দাঁড়াও এখানে!' নির্দেশ দিল ও। র‍্যানডালের পাশে এসে দাঁড়াল এক লোক। পিস্তল তার হাতে।

'বেঁচে আছে এখনও?' তার কাছে জানতে চাইল রাইকার।

'কোন মতে, ব্রাদার—কোনমতে,' জানাল লোকটা। 'খোদার কৃপা, সময় মত আসতে পেরেছ তুমি। গায়ে বুলেটের ফুটো নিয়ে এতক্ষণ পড়ে থাকার পর কাউকে কি আর ভাল আছে বলা যায়?'

জটলার দিকে এগিয়ে গেল রাইকার। খানিক আলাপ করল। তারপর ঘুরে ইঙ্গিত দিল। 'এদিকে নিয়ে এসো লোকটাকে।'

র‍্যানডালের পিঠে পিস্তলের খোঁচা লাগল। এবড়োখেবড়ো জমিনের ওপর দিয়ে টলমল পা ফেলে আগে বাড়ল র‍্যানডাল। জটলার একটু আগে ডানদিকে পরিত্যক্ত একটা বাকবোর্ড দাঁড়িয়ে আছে। হালকা মালপত্র দেখা যাচ্ছে ওটায়। দৃশ্যটার তাৎপর্য বুঝতে পেরে র‍্যানডালের ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেল।

জটলার কিনারে ওকে থামাল রাইকার। 'তোমার এক দোস্তকে পাওয়া গেছে এখানে, মিস্টার,' জোর গলায় বলল ও। এইবার একটা লোককে মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেল র‍্যানডাল। একটা স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেট বালিশের মত ঠেসে দেয়া তার মাথার নিচে; আরেকটা ব্ল্যাঙ্কেট বিছানো পিঠের নিচে মাটির ওপর। লোকটার পরনের কাপড় চিনতে পেরে আরেকটা ধাক্কা খেলো র‍্যানডাল। শাদা-কালো চেক শার্টটা

অতিপরিচিত! হ্যাক ব্রিটনের পোশাক! *এই লোকটা না মারা গেল?*

র‍্যানডালকে ঠেলে একটা ল্যাম্পের কাছে নিয়ে এল রাইকার। ফলে মাটিতে পড়ে থাকা লোকটার চেহারা অস্পষ্ট হয়ে গেল। চাপা কণ্ঠে গুঙিয়ে উঠল লোকটা। 'এই লোকটাই! হতচ্ছাড়া বদমাশ—সব শয়তানীর মূল। উহ! আরেকটা ড্রিঙ্ক দাও, ফেলারস! শ্বাস নিতে পারছি না।'

লোকটার মুখে একটা বোতল ঠেসে দিল জটলার একজন। ওটা সরিয়ে নেয়ার আগেই তাড়াতাড়ি দু'ঢোক মদ গিলে নিল সে। 'শালা-হারামীর বাচ্চা!' একটু জোরাল হলো এবার তার গলার আওয়াজ, এখনও কাঁপছে। 'এই লোকই, ...ফেলারস, ...আমাদের এখানে পাঠিয়েছিল! এবারলিদের হত্যা করার জন্যে! ...আমাকে ফেলে হারামজাদারা সটকে পড়েছে। ...মরার জন্যে ফেলে গেছে আমাকে!' প্রলম্বিত যন্ত্রণাসূচক গোঙানি শোনা গেল এবার। স্যাডলব্ল্যাঙ্কেটের ওপর একপাশে ঢলে পড়ল তার মাথা।

'বাহ্,' বলল একটা কণ্ঠস্বর, 'শালা হারামীটা আমার হুইস্কি টেনে আরামেই পটল তুলল! সামান্য বোতলের কারণে কেমন বদলে যায় মানুষ, আশ্চর্য! তবে লোকটার কথাগুলো কিন্তু দারুণ, কি বলো?'

'নিঃসন্দেহে,' দশাসই একলোক র‍্যানডালের পাশে এসে দাঁড়াল। 'ঠিক আছে, বয়েজ। আর আঁচ-অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে না আমাদের। দড়িটা কই?'

'*না-না!* আমি আসলে কেউ না! হুকুম তামিল করি কেবল। বুঝতে পারছ না? আমাকে বাঁচিয়ে রাখলে আসল বসদের পরিচয় জানাব তোমাদের। *আমি হেডম্যান নই। সত্যি, সব তোমাদের বলব আমি!'*

সবাই মিলে ওর গলায় ফাঁস পরিয়ে দিল। হতাশায় আর্তনাদ করে উঠল র‍্যানডাল। মুখ দিয়ে কথা সরছে না! 'না! *না!* কথা শোনো আমার! হেনরী কিং আর ম্যাক মেনিগারই নাটের গুরু! আমি তো ওদের হুকুমের দাস। ওরা আমাকে বলে দিয়েছিল এভার্টের ওপর নজর রাখতে লোক লাগাতে হবে। আমি তাই করলাম। তারপর জানতে পেলাম রাইকার

আর একটা মেয়েকে প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে কিংয়ের ওখানে পাঠাচ্ছে সে। ওদের আটকানো ছাড়া আমার উপায় ছিল না। এবারলিকে এমন সাজা দিতে বলেছিল ওরা যাতে সবাই...' ভেঙে পড়ল র‍্যানডাল। মাটির ওপর নেতিয়ে পড়ল প্রায়। বকতে লাগল এক নাগাড়ে। সবার বিতৃষ্ণ দৃষ্টি ঘুরে বেড়াতে লাগল তার ওপর।

'তার মানে একদল লোক পাঠিয়েছিলে তুমি এবারলিকে সাজা দেয়ার জন্যে?' এই লোকটাও ছিল সেই দলে? জিজ্ঞেস করল দশাসই, 'রাইকারকেও হত্যা করতে চেয়েছ?'

'আমি তো হুকুমের গোলাম, বুঝতে পারছ না কেন? আমি হলাম...'

ওর কাছ থেকে সরে দাঁড়াল বিশালদেহী। অন্ধকারের দিকে মুখ করে হাঁক দিল। 'ঠিক আছে, ফেলারস, এবার বেরিয়ে এসো তোমরা। যা জানার জানা হয়ে গেছে।'

লম্বা ছিপছিপে গড়নের এক লোক পা বাড়িয়ে লাশটাকে খোঁচা দিল। 'এবার তুমিও ওঠো, শালা মদখোর! ভাগ্যিস বোতলটা সামলে রেখেছিলাম, চুমুকের জোরে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল প্রায়!'

বিস্ফারিত চোখে লাশটাকে উঠে বসতে দেখল র‍্যানডাল। থুতুর সঙ্গে কয়েকটা নুড়ি পাথর ফেলল মুখ থেকে তারপর গায়ের ময়লা ঝাড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। র‍্যানডালের দিকে ফিরে দাঁত বের করে হাসল। 'হাউডি, পার্ড! খাঁটি হুইস্কি বুলেটের বিষও নষ্ট করে দেয়, তাজ্জব ব্যাপার, কি বলো?'

'ধোঁকা দেয়া হয়েছে আমাকে!' চেঁচিয়ে উঠল র‍্যানডাল। খিস্তির তুফান ছুটল তার মুখে। উঠে দাঁড়াল চট করে, পাছড়াপাছড়ি করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। 'যা বলেছি সব অস্বীকার করব আমি! আমার সঙ্গে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছ তোমরা—এটা স্রেফ নির্যাতন—সন্ত্রাসের মাধ্যমে প্রমাণ সংগ্রহ—এটা...' আচমকা পরিশ্রমে কঠিন একটা হাতের থাবড়া খেয়ে চুপ মেরে গেল সে।

'কেউ আমাকে হারামজাদা বললে আমি কিছু মনে করি না—ওসব মানা যায়,' বলল আঘাতকারী, 'কিন্তু খোদার কসম, ও যেসব গাল

দিচ্ছে তা মানা যায় না!'

ইতিমধ্যে রাইকারের ডাকে সাড়া দিয়ে বাকি সবাই যোগ দিয়েছে ওর সঙ্গে। র‍্যানডালের দৃষ্টি উন্মাদের মত হয়ে গেছে। একটা ভুয়া লাশের ধোঁকাবাজিতে বোকা বনে যাওয়ার রাগের কাছে ম্লান হয়ে গেছে তার আতঙ্ক।

'আমিও দেখে নেব তোমাদের!' গর্জে উঠল সে, 'এইসব অস্বীকার করলাম আমি। দেশের কোন আদালত…'

লম্বা এক লোক তার পাশে এসে দাঁড়াল। কালো বিজনেস স্যুট তার পরনে। একটা ওঅলেট খুলে হাতে নিয়ে ল্যাম্প আনার জন্যে ইশারা করল। 'এটা পড়ে দেখো, মিস্টার র‍্যানডাল,' শান্ত কণ্ঠে বলল সে।

খোলা আইডি কার্ডটার দিকে তাকাল র‍্যানডাল। ভেন্ট্রিলোকুইস্টের মত যান্ত্রিক স্বরে পড়ল: 'জন. ডব্লিউ. ল্যামসন, স্পেশাল ইনভেস্টিগেটর, ওয়াইওমিং স্টক গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন।' হতচকিত চেহারায় মুখ তুলে তাকাল সে। 'কিন্তু—কিন্তু…'

একই রকম শান্ত কণ্ঠে ল্যামসন আবার বলল, 'স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তোমরা মুষ্টিমেয় কিছু লোক মারাত্মক বিভ্রান্তিতে ভুগছ, মিস্টার র‍্যানডাল। নিজেদের আইনের প্রতীক ভাবতে শুরু করেছ। এমন ভাব করছ যেন তোমাদের কাজকর্মের পেছনে স্টক গ্রোয়ারস অ্যাসোসিয়েশনের অলিখিত অনুমোদন আছে। ধারণাটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তোমাদের এতদিন স্রেফ সহ্য করা হয়েছে। কিন্তু এখন তোমাদের কার্যকলাপ সংগঠনের কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত সদস্যের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'আমার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না!' চিৎকার করল র‍্যানডাল। এটা লিঞ্চপার্টি নয় বুঝতে পেরে আবার রুদ্রমূর্তি ধরতে যাচ্ছে সে। 'তোমাদের সবাইকে একহাত দেখে নেব আমি। আমার বন্ধুর অভাব নেই…'

'একটা কথা বোধ হয় বুঝতে পারোনি, মিস্টার র‍্যানডাল,' বলল ল্যামসন. 'তোমার বন্ধুদের অবস্থাও এখন তোমার মতই। রাজনীতিতে

তোমার যেটুকু প্রভাব ছিল *এইমাত্র* তা শেষ হয়ে গেছে। কারণ মিস্টার র‍্যানডাল, অ্যাসোসিয়েশন আমার রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে। এটা দাখিল করামাত্র অরগানাইজেশন তার পুরো ক্ষমতা আইনের সাহায্যে ব্যবহার করবে। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?'

র‍্যানডালের কষায় ফেনা দেখা দিল। '*তুমিই* দায়ী এজন্যে!' গর্জে উঠল সে। ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল রাইকারের ওপর।

পরক্ষণে তার মনে হলো একটা রক-ক্রাশারে বুঝি হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে! কঠিন থাবার নিচে গুঁড়ো হবার জোগাড় হলো তার নরম হাতজোড়া। হ্যাঁচকা টানে তাকে শূন্যে তুলে ফেলল রাইকার। হাড় ভাঙার মড়মড় শব্দ শোনা গেল পরিষ্কার। নরপশুটাকে এরচেয়ে বেশি সাজা দিতে মন থেকে সায় পেল না রাইকার। ব্যথায় গেলাম-গেলাম বলে চেঁচাতে লাগল র‍্যানডাল। তাকে অন্যদের হাওলা করে দিল রাইকার।

দু'হাত মেলে রাইকারের দিকে এগিয়ে এল এভার্ট। 'বেন, তোমার বুদ্ধিটা দারুণ কাজে লেগেছে! অসাধারণ, স্বীকার করতেই হয়! অন্য কোন উপায়েই কায়দা করা যেত না ওকে। তোমার বুদ্ধিতে একেবারে গুঁড়িয়ে গেল লোকটা। এখন ওয়াদা রাখার ভার অ্যাসোসিয়েশনের ওপর!'

'রাখবে,' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রাইকারের দিকে ফিরে হাসল ল্যামসন। 'শুনলাম তুমিই নাকি এই—মানে, মিস্টার র‍্যানডালের সম্মানে দেয়া সারপ্রাইজিং পার্টির হোতা। মাই কংগ্রাচুলেশনস!'

কাঁধ ঝাঁকাল রাইকার। 'যার ভূতের ভয় আছে সে জানে ভয়টা কেমন! র‍্যানডালের সমস্যা হলো *ভুয়াভূতের* কবলে পড়ে গেছে। ওটাই তাকে খতম করে দিয়েছে।'

'চিরদিনের মত,' বলল এভার্ট। 'যা হোক, সকাল অবধি গড়াগড়ি দেয়ার মত যথেষ্ট ব্ল্যাঙ্কেট আর খাবার আছে এখানে। সকালে ফিরতি পথ ধরা যাবে। মিসেস ল্যাসি তোমাকে দেখার জন্যে বোধ হয় খেপে আছে!'

'কে?'

শব্দ করে হাসল এভার্ট। 'বলতে বোধ হয় ভুলে গেছি। মায়রা তো মিসেস ল্যাসি নামে এক বৃদ্ধার কাছেই থাকে।'

অস্পষ্ট শব্দে হাসির জবাব দিল রাইকার। 'তাই বলো!'

একটু ইতস্তত করল ল্যামসন, তারপর রাইকারকে বলল, 'মিস্টার রাইকার, ভাল ঘোড়াকে বেশি খাটিয়ে মেরে ফেলার পক্ষে নই আমি, আবার তোমার মেধা কাজে না লাগানোরও কোন যুক্তি দেখছি না। তাতে বরং অ্যাসোসিয়েশন অনেক উপকার থেকে বঞ্চিত হবে। তোমার কাছে একটা উপকার পাওয়া যাবে কিনা ভাবছিলাম।'

পল এভার্টের দিকে তাকাল রাইকার। সামান্য ভুরু নাচাল অ্যাটর্নি।

জবাবের জন্যে দেরি না করেই খেই ধরল ল্যামসন, 'আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি—বড় র‍্যাঞ্চারদের একটা গ্রুপ নাকি সেটলার-সমস্যা চিরদিনের মত মিটিয়ে ফেলার জন্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমন কিছু হলে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। গ্রুপটা যদি শুধু র‍্যাঞ্চার আর তাদের ক্রুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে একটা কথা ছিল। কিন্তু এদের লোকবলের অর্ধেকই ভাড়াটে গানম্যান।'

'একই রকম খবর আমরাও শুনেছি,' বলল এভার্ট। 'তবে খানিক আগেও গুজবই ছিল ওটা।'

কৃশ হাসল ল্যামসন। 'এখন আর নেই। আক্রান্ত অসহায় সেটলারদের ওপর এমন একটা হামলার কি পরিণতি হতে পারে ব্যাখ্যা করার দরকার মনে করছি না। অদক্ষ কিছু পুরুষ আর তাদের বউবাচ্চার বিরুদ্ধে নামতে যাচ্ছে একদল পেশাদার গানম্যান।' সরাসরি খালি বাকবোর্ডের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'এক্সিবিট নাম্বার ওঅন।'

বাঁকা সুরে রাইকার বলল, 'ওঅন থাউজেণ্ড অ্যাণ্ড ওঅন। অন্য কারও সঙ্গে কথা বলছ না তুমি, মিস্টার ল্যামসন। আমি জন্ম থেকেই এর সঙ্গে জড়িত।'

'সরি!' চট করে বলল ল্যামসন, 'তবে তো আমার কথা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা না!'

অদক্ষ কিছু পুরুষের বিরুদ্ধে নামবে পেশাদার গানম্যান। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে মানুষ আর পশু। আতঙ্কিত মহিলা আর শিশুরা আক্রান্ত হবে। মারা পড়বে হাড় জিরজিরে ঘোড়া। তছনছ হয়ে যাবে ভুট্টার খেত। সবংশে নির্মূল হয়ে যাবে নেস্টররা...না, মিস্টার ল্যামসন, তোমার কথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না!

'আজ রাতের ব্যাপারটা হয়তো পরিকল্পনা বদলাতে বাধ্য করবে ওদের,' বলল ও।

মাথা নাড়ল ডিটেকটিভ। 'মনে হয় না। বরং আরও দ্রুত কাজ শেষ করতে উৎসাহী হয়ে উঠতে পারে। অ্যাসোসিয়েশন আইনের পাশে দাঁড়ানোর আগেই ঝামেলা চুকিয়ে ফেলতে চাইবে ওরা হেনরী কিং আর ম্যাক মেনিগারের নাম শুনেছ ওর মুখে। ওরাই রিং লিডার। ওদের আটকাতে দরকার হলে আমি চোখ উপড়ে দিতেও রাজি আছি!'

আবার এভার্টের দিকে তাকাল রাইকার। হাত মেলে দিল এভার্ট। 'তোমার জন্যে একটা সুযোগ, বেন। তাছাড়া, আমার মনে হয় অ্যাসোসিয়েশন যে কোন সহযোগিতার বদলে পারিশ্রমিক দিতে রাজি আছে। আমার ধারণা, এ মুহূর্তে টাকাপয়সা লাগবে তোমার।'

'তা দেবে—অবশ্যই রাজি আছে,' চট করে বলল ল্যামসন। 'তোমার ওপর নির্ভর করতে পারি তাহলে, মিস্টার রাইকার?'

এবার বিনা দ্বিধায় জবাব দিল রাইকার। 'একটা শর্তে। আমার ওপর কোন অফিশিয়াল স্ট্যাটাস বা বাধা আরোপ করা যাবে না। ঠিক আছে?'

'নিশ্চয়ই!' চওড়া হেসে রাইকারের সঙ্গে হাত মেলাল ল্যামসন।

এভার্টের দিকে ফিরল রাইকার। 'কি জানো, পল, এই নিয়ে দু'বার তোমার প্রকৃত চেহারা দেখে ফেলেছি আমি। নিজেকে আর লুকিয়ে রাখতে পারছ না তুমি।'

ল্যামসনের উদ্দেশে মাথা নাড়ল এভার্ট। 'মাত্র একটা চোখ ভাল আছে, আর মাথায় একটানা দামামা বাজছে ওর। এ অবস্থায় যা দেখাচ্ছে, সুস্থ শরীরে যে কি করবে দেখতে ইচ্ছা করছে খুব!'

'আমারও!' বিড়বিড় করে বলল ল্যামসন।

বারো

কার্ক র‍্যানডাল ভেঙে পড়ার পর দু'দিন পেরিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে হারানো শক্তি অনেকটাই ফিরে পেয়েছে বেন রাইকার। চোখজোড়া সেরে এসেছে প্রায়। এছাড়াও কয়েকটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে ।

তৃতীয় দিন সকালে রাইকারের সঙ্গে দেখা করতে এল পল এভার্ট। 'র‍্যানডালকে আর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারলাম না আমরা!'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল রাইকার।

'কে জানি জেলখানার জানালার গরাদের ফোকর দিয়ে ওর কাছে পিস্তল পাচার করেছিল। গার্ডকে কজা করার জন্যেই হবে। কিন্তু র‍্যানডালের মত লোকদের বেলায় যা হবার তাই হয়েছে। অবস্থা বেগতিক দেখলে এরা বাঁচার একটা রাস্তাই দেখতে পায়।'

'আত্মহত্যা করেছে নাকি?'

মাথা দোলাল এভার্ট। 'হ্যাঁ। তোমরা রওনা দিতে পারবে তো? বাইরে রসদপত্রসহ বাকবোর্ড তৈরি অবস্থায় রাখা আছে। কিছু বাদ যায়নি।'

এখন হাসতে পারে রাইকার। 'ক'টা দিন দারুণ ধকল গেছে, পল। একটু আরাম মিলবে এমন যে কোন কিছু করতে একপায়ে খাড়া আছি আমি'

'তাড়াহুড়ো করার কোন দরকার নেই। ল্যামসন খবর পাঠিয়েছে র‍্যাঞ্চারদের সেই দলটা রওনা হতে এখনও সপ্তাহখানেক বাকি আছে। এ সুযোগে তুমি আর মায়রা ইচ্ছা করলে কয়েকটা দিন ঘুরে বেড়াতে পারবে। চারপাশের দৃশ্য দেখো!'

'নিশ্চয়ই দেখব। তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে কবে?'

'দাঁড়াও, দেখি—আজ তো সোমবার। আসছে শনিবারদিন সকালে হোটেলের লবিতে আমার দেখা পাবে তুমি। যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে আরকি! একটু খোঁজ করলেই পেয়ে যাবে। চলো, এবার মিসেস ল্যাসির বাড়ির পথ ধরি।'

খুদে আউটলাইং কটেজে পৌঁছল ওরা। নিজের ঘোড়ায় চেপে এসেছে রাইকার। একা বাকবোর্ড চালিয়েছে এভার্ট। হাসি মুখে ওদের স্বাগত জানাতে গেটে এল মায়রা। কিছু বোঝার আগেই রাইকারকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো সে।

এভার্ট বলল, 'বেশ দ্রুত এগোচ্ছ!' কোন ঈর্ষা নেই ওর কণ্ঠে।

মাথা নাড়ল মায়রা ব্রিস্টো। 'উঁহুঁ, পল, গত বারো বছর আটকে ছিল ব্যাপারটা। এখন আর সময় নষ্ট করার উপায় নেই আমার। এমনিতেই আইবুড়ো হয়ে গেছি!'

'তুমি রেডি, আইবুড়ো?' জিজ্ঞেস করল রাইকার।

এভার্টের দিকে তাকাল মায়রা। 'বলো কি না আমি দ্রুত এগোচ্ছি! ব্যাগ নিয়েই বেরুনো উচিত ছিল বোধ হয় আমার!'

মিসেস ল্যাসিকে বেরোতে দেখা গেল। সেদিন কিংয়ের র‍্যাঞ্চে যাবার জন্যে মায়রার নেয়া কার্পেটব্যাগটা বয়ে আনছে সে। নুয়ে পড়েছে ব্যাগের ভারে। 'জলদি বাগিতে তোলো এটা, ইয়াংম্যান!' হাঁপিয়ে উঠে বলল মহিলা। 'সকাল থেকে যেভাবে এটাকে তা দিচ্ছিল মায়রা, ফুটে যে বাচ্চা কেন বেরোয়নি সেটাই ভাববার বিষয়!' তার প্রাচীন চেহারায় হাসি ফুটল। 'তোমাদেরও কপাল বটে! বয়স কম!'

রাইকারকে এক ধারে টেনে এভার্ট জানতে চাইল, 'ল্যামসনের সঙ্গে কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়েছে?'

মাথা দোলাল রাইকার। 'বাফেলোতে ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তোমার দেয়া লিস্ট মোতাবেক আগেই সবার সঙ্গে যোগাযোগ করবে সে। ক'জন জোগাড় করা গেল জানার ওপর নির্ভর করবে আমাদের

পরিকল্পনার ধরন।'

'দারুণ! বাফেলোতে বুড়ো এক গানস্মিথ আছে। নামটা এখন ঠিক মনে আসছে না! কিছু জানতে হলে সোজা তার কাছে চলে যেয়ো। ডেভ এবারলির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল সে।'

'ক্লেম মিচেল,' বলল রাইকার, 'আমরা যখন রসদ আনতে শহরে যেতাম বাবা সব সময় তার সঙ্গে দেখা করত।'

'ওকে চেনো! তাহলে তো আর অসুবিধা নেই! আর, বেন—সাবধানে থেকো। বিপজ্জনক শত্রু এলাকায় যাচ্ছ তুমি, কথাটা মুহূর্তের জন্যেও ভুলে যেয়ো না।'

বেঁকে গেল বেনের ঠোঁট। 'এরচেয়ে খারাপ আর কি হতে পারে। আমি বরং টেক্সাসেই ফিরে যাই!'

আস্তে মাথা নাড়ল এভার্ট। 'ঠিক তা বলিনি। তুমি নিজেই হয়তো তোমার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সেই ঘটনার পর আর কখনও কিং বা নিময়ের এত কাছাকাছি হওনি তুমি। ওদের দেখলে তোমার মাথা *বিগড়ে* যেতে পারে। তাহলে সত্যি সত্যি *মারা পড়বে* তুমি।'

এভার্টের কাঁধে হাত রাখল রাইকার। 'তোমাকে বলেছিলাম, তোমার স্টাইলে এগোচ্ছি আমি, কথাটা সত্যি।' চোখজোড়া ছোট হলো ওর। 'কিন্তু ওদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা না নেয়া গেলে আমি খুব—*খুবই* হতাশ হব। কিন্তু কি করা—সবকিছু তো আর একসঙ্গে হয় না। কি বলো?'

'হ্যাঁ—!' বলল এভার্ট, 'আমরা কেবল চেষ্টা করতে পারি। কাজটা শেষ হওয়া পর্যন্ত খরচ মেটানোর মত টাকা আছে তো?'

মাথা দোলাল রাইকার। 'আগে যদি কেউ স্টক গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের কাজ করে টাকা নেয়ার কথা বলত তাকে পাগল ঠাউরাতাম! সকালে হোটেলে একটা ব্যাঙ্ক ড্রাফট নিয়ে এসেছিল ল্যামসন। ওটাকে রিটেইনার বলেছে সে।'

'দুনিয়াটা ঘুরছে, বেন, আমরা তা বলে উল্টে পড়ে যাচ্ছি না! যাক, বাফেলোতে আবার দেখা হচ্ছে তোমার সঙ্গে। স্টেজে যাচ্ছি আমি।

হ্যাভ আ নাইস ট্রিপ!'

'অবশ্যই!' রাইকারের দিকে তাকিয়ে বলল মায়রা, 'এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন কারণ নেই…'

উত্তর মুখী রাস্তা ধরে শহর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মায়রা। ওর দিকে তাকাল রাইকার, ভাবল: সেদিনের সেই ঝুঁটি বাঁধা ব্রণভর্তি চেহারার কিশোরী কেমন সুন্দরী এক তরুণী হয়ে গেছে আজ।'

স্পর্শকাতর প্রসঙ্গের অবতারণা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারল না রাইকার। 'পল এভার্ট কিন্তু দারুণ মানুষ, দেখতেও ভাল!'

আড়চোখে ওর দিকে তাকাল মায়রা। নির্বিকার চেহারায় ঘোড়ার লাগাম সামলাচ্ছে রাইকার।

'পল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু,' বলল মায়রা, 'সেই ছোট বেলায় এখানে আসার পর থেকেই চিনি ওকে।'

চট করে মেয়েটাকে অস্বস্তি থেকে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাইকার। 'জানি,' বলল ও, 'পল বলেছে। আমি খুশি হয়েছি তা বোধ হয় আর না বললেও চলে।'

হেসে ফেলল মায়রা। রাইকার বুঝল সব ঠিক আছে। 'আর বাড়ি যাওনি তুমি?' জানতে চাইল ও।

মায়রার চেহারা ম্লান হয়ে গেল। 'না। বাবার পরাস্ত চেহারা দেখে এসেছিলাম আমি। আমার তা সহ্য হচ্ছিল না। ছোটবেলায় বাবাকে মহাপুরুষ মনে হত আমার। ভাবতাম দুনিয়ায় তার চেয়ে সাহসী আর কেউ নেই। কিন্তু যখন দেখলাম আমার ধারণা একেবারেই ভুল, মরেই যাচ্ছিলাম প্রায়। তুমি যে রাতে চলে এলে সেদিনই ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে শুরু করেছিল আমার কাছে। আহত অবস্থায় তোমাকে সেদিন তাড়িয়ে দিয়েছিল বাবা।'

বাধা দিল রাইকার। 'শতকরা নিরানব্বই জনের যেটা করার কথা তোমার বাবা সেটাই করেছে। আমি অন্য কারও কাছে গেলেও একই ব্যাপার ঘটত। এজন্যে তাকে দোষ দেয়া যায় না।'

'ওটা তো একটা অংশ মাত্র,' বলল মায়রা, 'বাবা কিংয়ের কাছে বিনাযুদ্ধে নতি স্বীকার করার আগে আমি আসলে নিশ্চিত হতে পারিনি। বেন, একারণেই আমি পল এভার্টদের সঙ্গে যোগ দিয়েছি। এ পরিকল্পনায় অংশ নিতে স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছি। বাবাকে আগের অবস্থানে ফিরে আসার একটা সুযোগ করে দিতে চাই।'

'আমি ভাবছি জেনারের কথা,' বলল রাইকার। 'বড় র‍্যাঞ্চাররা যেখানে জানে রাজনীতিকরা তাদের হিপ্-পকেটে গড়াগড়ি যায় সেখানে এ লোক কেন খুদে র‍্যাঞ্চারদের পক্ষে দাঁড়াতে গেছে?'

মৃদু হাসল মায়রা। 'তোমার ধারণাটা পুরোপুরি ঠিক না। বড় র‍্যাঞ্চাররা এতদিন রাজনীতিকদের *আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল*, ঠিক। এখনও বেশির ভাগই তাদের হাতের মুঠোয় আছে। তবে ওপর মহলে আজকাল এমন কিছু লোক জায়গা পেয়েছে যারা অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পায়। তারা জানে, ক্যাটলম্যানদের কম্বাইণ্ডের ওপর নয়, এই *স্টেটের* ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে জনগণের ওপর। মিস্টার জেনার তাদেরই একজন। তাছাড়া মানুষ হিসাবে সে সৎ।

'খোদাকে ধন্যবাদ, জেনারের মত লোক দু'একজন আছে!' বলল রাইকার। বাকবোর্ডে দাঁড়িয়ে পড়ল ও, মায়রার হাতে লাগাম তুলে দিল। পরক্ষণে সামনের চাকার ওপর দিয়ে লাফ দিল। ধূলিময় রাস্তা আলতোভাবে স্পর্শ করল ওর পা-জোড়া। পরমুহূর্তে দৌড়ুতে শুরু করল ও। কয়েক গজ এগোনোর পর বলল, 'গতি বাড়াও!'

বিস্মিত চেহারায় ওর নির্দেশ পালন করল মায়রা। মাঝারি গতিতে ছুটছে ঘোড়াগুলো, তার সঙ্গে অনায়াসে তাল মিলিয়ে চাকার পাশাপাশি দৌড়াতে লাগল রাইকার। মাইলটাক চলার পর উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল মায়রা। দু'মাইল পার হলে অনেক কষ্টে ঘোড়ার লাগাম টানার ইচ্ছা চেপে রাখল। তিনমাইল এগোল! এবার দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল মায়রা। এখনও সামনের চাকার সঙ্গে একতালে এগোচ্ছে রাইকার। বিন্দুমাত্র ক্লান্ত হয়নি।

'বেন!' অবশেষে চেঁচিয়ে উঠল মায়রা, 'এসব কি হচ্ছে! চমৎকার

দুটো ঘোড়ার বারোটা বাজছে তো!'

ঠোঁট বাঁকিয়ে মায়রার দিকে তাকাল রাইকার। 'আর অল্প। ইদানীং ব্যায়াম করা হচ্ছে না আমার।'

বিস্ময়ের সঙ্গে মায়রা উপলব্ধি করল প্রায় স্বাভাবিক স্বরেই কথা বলছে রাইকার। একটুও হাঁপায়নি! *এ কেমন মানুষ,* ভেবে পেল না সে। এর আগে র‍্যানডালসহ অসংখ্য মানুষের মনেও খেলে গেছে একই প্রশ্ন। আরও একমাইল যাবার পর খোদাই জানে কিভাবে যেন চরকির মত ঘুরন্ত দু'চাকার মাঝখানে ঢুকে পড়ল রাইকার। ড্যাশে একটা হাত রেখে ডিগবাজি খেয়ে মায়রার পাশে নিঃশব্দে উঠে বসল।

'বেন—কি,—কোন মানুষের পক্ষে—এমন কাজ কিভাবে সম্ভব?'

সোজা সামনে তাকাল রাইকার। চেহারা দেখে কিছু বোঝার জো নেই। 'আমি পারি,' বলল ও। 'অনেক দিন আগে শপথ নিয়েছিলাম আমি নিজেকে নিখুঁত করে গড়ে তুলব। এখনও সেই চেষ্টা করে যাচ্ছি।'

এক মুহূর্ত নীরব থাকার পর মায়রা বলল, 'কিন্তু এটাই আসল কারণ না, ঠিক বলেছি না, বেন? কিং আর নিময়ই তোমার লক্ষ্য, তাই না?'

মৃদু নড়ল রাইকারের কাঁধ। 'হয়তো হ্যাঁ, হয়তো না। উঁহুঁ, স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই আমার। আমি জানি একদিন কিং আর নিময়ের মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে আমাকে। সেদিন ওদের কিভাবে শেষ করব জানা নেই আমার। গুলি করতে হতে পারে, আবার খালি হাতেও মারতে পারি। তাই দু'ভাবেই তৈরি করছি নিজেকে।'

কথা শুরু করার পর রাইকারের মনে হলো নিজেকে ও কিভাবে তৈরি করেছে মেয়েটার জানা উচিত। একদিন যার প্রকাশ ঘটবেই সেটা লুকিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। তাছাড়া ওর আগামী দিনের কাজগুলোর পেছনে যুক্তি খাড়া করারও দরকার আছে।

মায়রার চেহারায় আতঙ্কের ছাপ দেখেও নিজেকে শক্ত করল রাইকার। 'কেবল দৌড়াদৌড়িতেই থেমে থাকিনি আমি। এগুলো দেখো!'

ঝলসানো হাত দুটো মায়রার দিকে বাড়িয়ে দিল রাইকার।

কোঁচকানো চামড়ায় পিচ্ছিল একটা ভাব। বাম হাতটাকে প্রায় থাবার মত লাগছে। 'এ হাতে ঘোড়ার নাল বাঁকা করতে পারি আমি। দু'ইঞ্চি পুরু কাঠের তক্তা ভাঙতে পারি অনায়াসে। যে কোন লোকের দাঁত গুঁড়ো করে দিতে পারি। একহাতে মাথার ওপর ওঠাতে পারি দু'শো পাউণ্ড ওজনের অ্যানভিল। দু'হাতে আলগাতে পারি ময়দার ব্যারেল। আমি—'

হাত তুলে কান চেপে ধরল মায়রা। আরও বিমর্ষ দেখাচ্ছে ওকে। 'বেন—*প্লীজ, বেন!* নিজেকে কষ্ট দিতে চাও, দাও, তবে আমার সামনে নয়! সহ্য করতে পারছি না আমি!'

'কষ্ট? শত্রুর মোকাবিলা করতে গেলে সে অস্ত্র বের করার আগেই তাকে গুলি করতে পারবে জানাটাকে কি কষ্ট বলে? শত্রুর ঘাড় শুকনো ডালের মত মড়াৎ করে ভাঙা যাবে, পাথরের মত শক্ত দু'হাতেই খতম করতে পারবে তাকে, এসব জানা থাকাকে কষ্ট বলবে তুমি? শোনো, এতদিন ধরে এভাবেই ভেবে এসেছি আমি। এখন অন্যভাবে চিন্তা করতে যাওয়াই আমার জন্যে কষ্টকর। তোমার ধারণা কিং আর নিময়ের সামনাসামনি হয়েও এতদিন যা করব বলে ভেবে আসছি সেসব না করার সম্মতি দিতে প্রচুর *ইচ্ছাশক্তির* দরকার হয়নি আমার? *কষ্ট হয়নি?'*

কাছে সরে এসে রাইকারের হাত ধরল মায়রা। 'নিশ্চয়ই হয়েছে! আমি জানি হয়েছে। কিন্তু, বেন—তুমি—যেমন অবিরাম চেষ্টায় নিজেকে কঠিন করে গড়ে তুলেছ সেভাবে তো ওসব না করার জন্যে নিজেকে বদলেও ফেলতে পারো! তোমার সঙ্গে কথা বললে বোঝা যায় এতদিন কেবল শারীরিক শক্তিই বাড়াওনি তুমি, *পড়াশোনাও* করেছ। স্কুলে গেছ।'

মাথা নাড়ল রাইকার। 'ভিটে ছাড়ার পর স্কুলে যাইনি আমি।' নিজেই মেয়েটার উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পেরে হঠাৎ খারাপ লাগল ওর। এখনও ম্লান হয়ে আছে মেয়েটার চেহারা।

নিজের অজান্তেই মায়রাকে বুড়ো মাইনার হ্যাংকের গল্প বলতে শুরু করল রাইকার। ওর জীবনে বুড়ো মানুষটার কতখানি প্রভাব পড়েছে

বলল। রাইকারের জ্ঞানের পরিধি কত বিশাল বুঝতে পেরে বিস্ময়ে হতবাক হলো মায়রা।

'কিন্তু, বেন,' বলল সে, 'বুঝতে পারছ না কেন এতে তোমার যোগ্যতা অনেক বেড়ে গেছে! অস্ত্র বা পেশীবলে বদলা নিতে খেপে ওঠা লোক হিসাবে মানায় না তোমাকে। এই স্টেটকে সুস্থ্ বাসযোগ্য করে তুলতে তোমার মত *শিক্ষিত লোক* প্রয়োজন আমাদের। খোদা জানে, শিক্ষিতের হার কত কম এখানে! তাছাড়া খুদে র‍্যাঞ্চারদের অর্গানাইজেশনটাকে চালানোর জন্যেও শিক্ষিত লোক দরকার। বেশিরভাগ র‍্যাঞ্চারই নিজেদের গুটিয়ে রেখেছে, কারণ হয় তারা ভয় পায় কিংবা আগ্রহী নয়।'

'ভয় পাওয়াটা স্বাভাবিক, বউবাচ্চা-সহায়সম্পত্তির নিরাপত্তার দিকটা ভাবতে হয়। আগ্রহ নেই, এটা বোধহয় ঠিক না।'

'অনাগ্রহও কাজ করছে। কতটা, তুমি ধারণাও করতে পারবে না। তাছাড়া, বেন, কিংয়ের ব্যাপারে তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকায় স্রেফ ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেও অনেকখানি সফল হতে পারবে তুমি।'

মায়রার দিকে তাকাল রাইকার। 'আগে কিংয়ের একটা *ব্যবস্থা* করতে পারলে আমার কথা আরও জোরাল হবে।'

খানিকক্ষণ নীরবে এগিয়ে চলল ওরা। তারপর মায়রা বলল, 'যাবার আগে তোমাকে ধন্যবাদ আর শুভেচ্ছা জানাতে বলেছিল ডেভ এবারলি। তার পালানোর কারণ জানো বোধ হয়।'

'পল বলেছে। এবারলির হত্যারও বদলা নিতে হবে। র‍্যানডালকে আমরা ধরতে পেরেছি বটে, কিন্তু এবারলি আর আমার ওপর *যারা* হামলা করেছিল *তারা* পালিয়ে যেতে পেরেছে। উত্তরের ব্যাপারটা চুকে গেলেই ওদের খোঁজে বেরুতে হবে আমাকে, বুঝতেই পারছ!'

অসহায়ের মত ভঙ্গি করল মায়রা। 'হ্যাঁ, পারছি। আমিও সেটাই চাই। নইলে অন্য কোথাও গিয়ে আবার একই নোংরা কৌশলে লোকজনের সর্বনাশ করতে থাকবে *ওরা!*'

আরও খানিকটা পথ নীরবে এগোল রাইকার। তারপর চড়া গলায় হঠাৎ বলে উঠল, '*ওরা!* সারাক্ষণ তোমার পিছু ধাওয়া করছে, অতিষ্ঠ করে তুলছে সবার জীবন। চোরাগোপ্তা হামলা করে *ওরা*। রাতে শুতে যাবার সময় ভয় লাগে *ওরা* হয়তো আচমকা হানা দিয়ে গরুবাছুর মেরে ফেলবে, সকালে হয়তো দেখা যাবে ভুট্টার খেত মাড়িয়ে দিয়ে গেছে! সপ্তাহ ঘোরার পর জমিতে লাঙল দেয়ার খচ্চরটাকে *ওরা* বেঁচে থাকতে দেবে কিনা ভেবে উদ্বিগ্ন থাকতে হয় সবাইকে। এমনকি আরেকটা দিন পরিবার পরিজন নিয়ে *ওরা* তোমাকে বেঁচে থাকতে দেবে কিনা সে ব্যাপারেও সংশয় জাগে মনে! সেটলারদের মূল সমস্যা এটাই। *ওরাই* লাগতে আসে সব সময়। অথচ *আমরা পাল্টা লড়াই করব,* এমন কথা উচ্চারণ করে না কেউ। সবাই আলাদা। *পাকা ফলের* মত একে একে ফেলে দেয়া হয় সেটলারদের। কিন্তু আমি বলে রাখছি, আর *ওরা-ওরা* শুনতে চাই না, যদি সফল হই, *আমাদের* পক্ষে লড়তে শক্তিশালী *আমরা* শব্দটা শুনতে পাবে সবাই।'

'চমৎকার!' তালি বাজিয়ে বলল মায়রা। 'মিস্টার রাইকার, একেবারে ইনডিপেনডেন্ট র‍্যাঞ্চারস অ্যাসোসিয়েশনের খাঁটি সদস্যের মত কথা বলছ! সবার আগে আমিই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তোমাকে!' গম্ভীর চেহারা করে রাইকারের সঙ্গে হাত মেলাল মায়রা।

'পল এভার্টের প্রভাব,' স্বীকার গেল রাইকার, 'আমার ধারণা এই স্টেটে—কে জানে হয়তো সারা দেশেই—শিগগিরই নাম ছড়িয়ে পড়বে ওর।' মায়রার চোখের দিকে তাকাল ও। 'তুমি বোধহয় দারুণ একটা সুযোগ হাতছাড়া করছ!'

স্পষ্ট মাথা নাড়ল মায়রা। 'কিছুই হাতছাড়া করছি না আমি, বেন রাইকার। এভাবে রেহাই পাবে না তুমি।' সিরিয়াস দৃষ্টি ফুটে উঠল ওর দু'চোখে। 'যখন সবাই বলত তুমি বেঁচে নেই আমি বিশ্বাস করতাম তুমি মরোনি। একদিন ঠিক ফিরে আসবে। ফিরে এলেই তোমাকে যে আটকে ফেলবে, তাও জানতাম আমি। সহজ ব্যাপার।'

হাসল রাইকার। 'আগেও তাই ছিল। খেয়াল করেছ বোধহয় আমি

কিন্তু পালানোর চেষ্টা করছি না।'

ওর বাহুতে চাপ দিল মায়রা। 'খিদে পেয়েছে আমার!' বলল সে।

'নাশতা করেই না বের হলে!'

'না! সেই ভোর পাঁচটা থেকে তোমাকে ধরার জন্যে বসেছিলাম। তুমি বাকবোর্ড থামিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করবে নাকি ছুটন্ত একটা ঘোড়াই খেতে হবে আমাকে!'

'বেশ। কিন্তু দেখো, ইয়া ধুমসী হয়ে যাবে শেষে, তখন তোমাকে কোলে করে বাগিতে ওঠা-নামা করতে হবে আমাকে।'

'সেটাই তো করা উচিত তোমার। মেয়েরা এধরনের ছোটখাট সেবাই চায়।'

বিশাল কটনউডের বনে এক চিলতে ফাঁকা জায়গা খুঁজে বের করল রাইকার। ঘোড়াগুলো সরিয়ে নিল রাস্তা থেকে।

ফাঁকা জায়গার সীমানায় বাকবোর্ড থামতেই একটা বাচ্চা জ্যাক র‍্যাবিট ঝোপ থেকে তড়াক করে লাফিয়ে বেরিয়ে এল। খাপ ছাড়ল রাইকারের পুরানো সিক্স-গান। একবার মাত্র গুলি ওগড়াল ওটা। খরগোশটা আনার জন্যে পা বাড়াল রাইকার। পনেরো মিনিটের মধ্যে ওটার ছাল ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে কেটে ফেলল ও। তারপর লবণ মাখিয়ে আগুন জ্বেলে ঝলসানোর ব্যবস্থা করল।

বাকবোর্ডের গ্রাব-বক্সের অবস্থা পরখ করতে গেল মায়রা। কড়া নজরে তল্লাশি চালিয়ে হেসে উঠল। 'একা থাকলে যা হয়! শুকনো বীন...শুকনো চাল—রান্না করতে কয়েক ঘণ্টা লাগবে! ময়দা আছে অথচ ঈস্ট নেই। দুনিয়ার ক্যাণ্ড-স্টাফ জোগাড় করে রেখেছে। এগুলো দিয়েই সারা জীবন পার করে দেয়া যাবে!'

'কার্তুজেরও অভাব নেই আমার,' বলল রাইকার, 'দেশটা খরগোশে গিজগিজ করছে। প্রেইরী চিকেনও রয়েছে। তাছাড়া আমার ওঅর স্যাকেও কাজের জিনিস আছে কয়েকটা। আমরা আজ রওনা হচ্ছি, শ্যামুসকে জানিয়েছিল এভার্ট। গত রাতে সে এসেছিল আমার কামরায়। ওর পায়ের সমান লম্বা একটুকরো বেকন রেখে গেছে। কাজ চলবে

আমাদের।'

রহস্যময় হাসি উপহার দিল ওকে মায়রা। মোটা কার্পেটব্যাগে হাত ঢোকাল। প্রথমে ঘরে তৈরি জ্যামের দুটো গ্লাসজার বের করল। তারপর বের করল ডিশটাওলে মোড়া তোবড়ানো দুটো রুটি, দুই ক্যান পর্ক, বীন আর একটুকরো স্মোকড হ্যাম। পাঁচ পাউণ্ডের কম হবে না ওটার ওজন।

'তাই তো বলি এত ওজন কেন ব্যাগটার!' বলল রাইকার। 'মাখন আর ডিম নেই?'

তুড়ি বাজাল মায়রা। আরও ভেতরে হাত চালিয়ে একটা ছোট জার বের করল। হলদে রঙ দেখেই ওটা কি জিনিস বুঝতে পারল রাইকার। 'ডিম পথে কিনে নেয়া যাবে!'

অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকল রাইকার। বুক ফেটে এক ধরনের আবেগ বেরিয়ে আসতে চাইছে। কেন এমন হচ্ছে বুঝতে পারছে না ও। 'একটা কথা শুনবে?' অদ্ভুত সুরে বলল ও, 'জীবনে প্রথমবারের মত গলা খুলে হাসতে ইচ্ছা করছে আমার অথচ হাসি *আসছে না!* খোদা, হাসতে *ভুলে গেছি* আমি!'

রাইকারের দিকে তাকিয়ে থাকল মায়রা। তারপর এগিয়ে এল কাছে। ঘাসের ওপর পাশাপাশি বসল। *'আবার শিখে নাও!'* বলল মায়রা। তারপর কাত হয়ে শুয়ে রাইকারের পাঁজরে সুড়সুড়ি দিতে শুরু করল।

এক মুহূর্ত অনড় বসে থাকল রাইকার। হ্যাস্যকর চেহারা হলো। আরও চঞ্চল হলো মায়রার আঙুল। এবার ড্রামের শব্দের মত হাসি বেরিয়ে এল রাইকারের গলা দিয়ে।

গাছপালা আর পাথুরে ব্লাফে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হলো। আরও জোরালো হয়ে ফিরে এল উৎসের দিকে। বাতাসের জন্যে হাঁপাতে শুরু করেছে রাইকার। আবার হাসতে শুরু করল ও। থরথর করে কাঁপছে সারা শরীর।

মায়রাকে জড়িয়ে ধরে গড়িয়ে পড়ল ও। কোমর ধরে পালকে ঠাসা

বালিশের মত উঁচু করে ফেলল, পরমুহূর্তে পুরু নরম ঘাসে নামিয়ে দিল। হাসতে শুরু করল মায়রাও। ওদের আচরণে অবাক হয়ে এক সময় ঘাস খাওয়া ছেড়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল ঘোড়াগুলো।

আচমকা হাসি থেমে গেল রাইকারের। উপুড় হয়ে শুয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল ও। এখনও কাঁপছে ওর কাঁধ। কিন্তু কোন শব্দ হচ্ছে না। নীরবতা নেমে এল হঠাৎ। ঘোড়াগুলো আবার ঘাস চিবুতে শুরু করল।

'বেন?' সামনে ঝুঁকে এল মায়রা। উদ্বিগ্ন।

জবাব নেই। শক্ত হয়ে গেল রাইকার। একবার কেঁপে উঠে শক্ত হলো আবার। বড় করে শ্বাস নিচ্ছে কেবল।

'বেন, কি হলো?'

আস্তে আস্তে মুখ তুলে মায়রার দিকে তাকাল রাইকার। ওর চোখে পানি দেখে ধাক্কা খেলো মায়রা। 'কি যেন হয়েছে!' বলল রাইকার। বিস্ময়ের ছাপ ওর কণ্ঠে। 'কি যেন *ফট* করে ফেটে গেছে, খোদা, কি হয়েছে বুঝতে পারছি না আমি! মনে হচ্ছে সাবান-পানি দিয়ে ঘষে *সাফ* করা হয়েছে আমাকে!'

কনুইতে ভর দিয়ে রাইকারের কাছে এল মায়রা, ওর চোখের দিকে তাকাল। নরম গলায় বলল, 'তাই হবে, বেন, পরিষ্কার হয়ে গেছ তুমি। অসম্ভব না! স্বাভাবিক মানুষের যেসব অনুভূতি থাকে সেগুলো ছাড়াই কিভাবে এতগুলো বছর কাটিয়েছ তুমি ভাবাই যায় না! অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ভয়ঙ্কর!'

উঠে বসল রাইকার, মুখ মুছল শার্টের হাতায়। লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে চারপাশে নজর বোলাল। 'আশ্চর্য, সত্যি বলছি, ওই গাছগুলোকে এখন আরও বেশি সবুজ মনে হচ্ছে!' মায়রার দিকে ফিরল ও। 'তোমাকেও অন্য রকম লাগছে যেন। মায়রা, একবার ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে দেখছি তোমাকে, তারপরই আবার পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি!'

কেঁদে ফেলার অবস্থা হলো মায়রার। 'বেন, এসব বাদ দাও এবার। আমি আর নিজেকে সামলাতে পারছি না। সেই রাতে তুমি বিদায়

নেয়ার পর থেকেই সব সময় নিজেকে প্রবোধ দিতাম এই ভেবে যে, একদিন বেন রাইকার ফিরে আসবে। জানবে একটা বোকা মেয়ে তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। তোমাকে ছাড়া আর কিছুই সে বোঝে না। একটু আগেও অচেনা লাগছিল তোমাকে, কিন্তু...' থেমে গেল মায়রা।

'কিন্তু এখন চিনতে পারছ?'

নাক টানল মায়রা। 'এইমাত্র বললে না, *ফট করে কি যেন ফেটে গেছে?* নিজের চারপাশে একটা খোলস তৈরি করেছিলে তুমি। সেটাই গুঁড়িয়ে গেছে। তুমি যতটা ভাবতে ততখানি শক্ত ছিল না ওটা। প্রাণ খোলা এক হাসির ধাক্কাতেই ভেঙে চুরমার হয়ে গেল!'

পা-জোড়া গুটিয়ে বসল রাইকার, তারপর ওই ভঙ্গি থেকেই শূন্যে লাফিয়ে উঠল আচমকা। ব্যালে ড্যান্সারের মত কয়েকবার পাক খেয়ে মাটি স্পর্শ করল আবার। মায়রাকে জড়িয়ে ধরল আলতো করে, টান দিয়ে দাঁড় করাল। গভীর দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটার চোখের দিকে। 'বুড়ো হ্যাংকের কথাটা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম আমি। সে বলেছিল ইনডিয়ান কোন্ গোত্রের লোক ওর মা-বাবা-ভাই-বোনকে হত্যা করেছে জানা সত্ত্বেও বদলা নিতে যায়নি। এখন তার কারণ বুঝতে পারছি!'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল মায়রা।

রাইকার আবার বলল, 'এমন একটা ধারণায় বিশ্বাস করত হ্যাংক যার অস্তিত্বই জানা ছিল না আমার—এতদিন! মানুষের মাঝে এমন কিছু থাকে যা তাকে ভাল-মন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে টিকে থাকতে সাহায্য করে। তাই ভবিষ্যৎ যত খারাপই মনে হোক না কেন জীবন এগিয়ে চলে তার নিজস্ব গতিতে। অসম্ভব জ্ঞানী লোক ছিল হ্যাংক, মায়রা। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সঙ্গে নিয়ে জীবন কাটিয়েছে সে, একাই একটা সভ্যতা হয়ে বেঁচে ছিল।'

নিখুঁতভাবে রাইকারের গলা জড়িয়ে ধরল মায়রা। চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিল ওকে। কিন্তু প্রতিশোধ নিতে মুহূর্তের বেশি দেরি করল না রাইকার। মায়রাই হার মানল শেষে, জোর করে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। 'ওফ!' বলে ঝপ করে বসে পড়ল মাটিতে। রাইকারও বসল

ওর পাশে।

'শেষ করতে না পারলে কখনও কোন কাজে হাত দিতে নেই,' বলল ও, 'এইমাত্র কি করেছ তুমি, জানো?'

মাথা নাড়ল মায়রা।

'তোমাদের বাড়ি ছাড়ার পর কিছুদিন একটা দৃশ্য কল্পনা করতাম আমি। সেই কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। মনে মনে ফিরে এসে তোমাকে আলিঙ্গন করার কথা কল্পনা করতাম, ভাবতে ভাল লাগত কিং আর নিময়কে খতম করেছি বলে আমাকে *হিরো* ভাবছ তুমি। ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল দৃশ্যটা। এই মাত্র আবার ঝকঝকে হয়ে উঠেছে!'

দু'হাতে রাইকারের মুখ ধরল মায়রা। 'সারাজীবন একটা উদ্দেশ্য সামনে রেখে নিজেকে গড়ে তুলেছিলে তুমি। এখন একটা সৎ আদর্শের স্বার্থে সেটা ত্যাগ করার মত ক্ষমতা দেখিয়েছ! তুমি অবশ্যই *হিরো। আমার হিরো তুমি, বেন রাইকার।* সারা ওয়াইওমিংয়ের সব কটা খুনী বদমাশকে যদি খতম করতে আমার কাছে এতটা বিরাট মনে হত না তোমাকে!'

মায়রাকে সদ্য আবিষ্কৃত অকৃত্রিম হাসি উপহার দিল রাইকার। 'সেটা অনেক কঠিন কাজ হত। শোনো, ব্যাপারটাকে এভাবে ঠিক করা যাক। কিং আর নিময়ের চেহারা দেখার আগে পর্যন্ত তোমার হিরো হয়েই থাকব আমি। ওদের দেখার পর নিজেকে সামাল দেয়ার পরীক্ষায় আগে উৎরে যেতে হবে আমাকে। তাহলেই এব্যাপারে পুরোপুরি সফল হয়েছি বলা যাবে।'

প্রিয় পুরুষের জন্যে তুলে রাখা মেয়েদের চিরন্তন রহস্যময় হাসি ফুটল মায়রার ঠোঁটে। 'ঠিক আছে। তুমি এবার তোমার সেই বন্ধু হ্যাংকের কথা বলো আমাকে।'

'ওকে দেখলে প্রথমে হয়তো আমলই দিতে না তুমি,' বলল রাইকার, 'কিন্তু খানিকক্ষণ ওর সঙ্গে কথাবার্তা বললে ওর ভেতরটা প্রকাশিত হয়ে যেত তোমার সামনে, তখন আর তার অপরিষ্কার চেহারা,

দাড়ির জঙ্গল আর হুইস্কির গন্ধকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হত না!'

হঠাৎ খরগোশের ঝলসানো মাংসের গন্ধে সচকিত হলো রাইকার। 'আরে, কফি বানানোর সময় হয়ে গেল!'

একটা রুটিকে দু'ভাগ করল মায়রা। পুরু করে নরম মাখন লাগাল। ক্রিক থেকে কফিপট ভরে আনল রাইকার। আধ কাপ আন্দাজ কফির গুঁড়ো ঢেলে আগুনের কিনারে একজোড়া পাথরের ওপর বসাল পটটা। অল্পক্ষণের মধ্যেই কফির মন মাতানো সুবাস ঝলসানো মাংসের গন্ধের সঙ্গে মিশে গেল।

এক মুহূর্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকল রাইকার। তারপর জানতে চাইল, 'কাঁচা খরগোশ খেয়েছ কোনদিন, মায়রা?'

'ওয়াক, না! তুমি?'

'একবার খেয়েছিলাম।' মায়রাকে পালানোর কাহিনী শোনাল রাইকার। সহৃদয় এক র‍্যাঞ্চার অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করেছিল ওকে, তাও বলল। 'ওকে একদিন ধন্যবাদ জানিয়ে আসব। তার পরিচয়ই জানা হয়ে ওঠেনি আমার। জায়গাটাও আবার চিনতে পারব কিনা কে জানে! সে সেদিন উদ্ধার না করলে, ঝোপের মধ্যেই মরে পড়ে থাকতাম হয়তো!'

হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল রাইকার। ঘাসের ওপর রাখল ওটা। 'এটা দেখেছ আগে?'

দীর্ঘক্ষণ পিস্তলের দিকে তাকিয়ে থাকার পর মায়রা বলল, 'সে রাতে বাবার দেয়া পিস্তলটা না?'

'হ্যাঁ। এটাও তাকে ফিরিয়ে দেব একদিন। বহুবার আমার হাড়মাংস বাঁচিয়েছে এটা।'

'মাংসের কথা যখন উঠলই,' নাক দিয়ে গন্ধ শুঁকে বলল মায়রা, 'খারগোশটা সেদ্ধ হতে যদি আরও সময় লাগে তাহলে কাঁচাই খাওয়া শুরু করতে হবে আমাকে! এত খিদে জীবনেও পায়নি আমার।'

ওর দিকে ফিরে হাসল রাইকার। 'সবুরে মেওয়া ফলে বলে একটা

কথা আছে,' বলল ও। 'যা হোক, এই ছোট টুকরোগুলো বোধ হয় খাওয়া যাবে এখন।'

মাংসের একটা টুকরো নিতে সামনে ঝুঁকে মাত্র হাত বাড়িয়েছে রাইকার, আচমকা গুলির শব্দ হলো। ওর মাথা ঘেঁষে উড়ে গেল বুলেটটা।

সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশনে নামল রাইকার। চোখের পলকে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। টেনে নিল মায়রাকেও। ডান হাত এগিয়ে গেল ওর, থাবা মেরে তুলে নিল পিস্তলটা।

'অস্থির হবে না!' নির্দেশ দিল মায়রাকে। তারপর গুঁড়ি মেরে লম্বা ঘাসের আড়ালে আড়ালে পিছু হটতে শুরু করল। ধীর সহজ ভঙ্গি। এক হাতে মায়রাকে ধরে আছে। বুলেটটা কোন দিক থেকে এসেছে আগেই বুঝতে পেরেছে। বিশাল এক কটনউডের গুঁড়ির কাছে থামল ওরা।

পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল। কাঁধ ঝাঁকাল রাইকার। 'র‍্যানডালকে পাকড়াও করার পরেও ঝামেলা চোকেনি মনে হচ্ছে। এখনও এমন কেউ রয়ে গেছে যে আমাদের সহ্য করতে পারছে না।'

মায়রার নাকের পাটা ফুলে উঠল। বেমানান সুরে বলে উঠল, *'শালা!'*

'এখানে থাকো তুমি,' বলে রাইডিং হর্স থেকে খসানো জিনের বুটে রাখা উইনচেস্টারের দিকে এগোল রাইকার। ঘোড়াটাকে সঙ্গে আনায় নিজের ওপর সন্তুষ্ট বোধ করছে। বাকবোর্ডের পেছনে বাঁধা ওটা। নিশ্চিন্তে পথ চলার পালা চুকল বোধ হয়। অস্ত্রটা নিয়ে আবার পিছু হটল ও।

সিক্স-গানটা মায়রার হাতে দিয়ে বলল, 'গাছটার আড়াল ছাড়বে না, ঠিক আছে? রাস্তার দিক থেকে এসেছে গুলিটা। আমি ওদিকে যাচ্ছি। একমিনিট অপেক্ষা করে ওদিকে পিস্তল বাড়িয়ে একবার গুলি ছুঁড়বে। পাল্টা গুলি করবে লোকটা নিঃসন্দেহে, তাকে খুঁজে বের করা সহজ হবে তখন।'

মায়রার মনে হলো ক্রিকের কিনারে জন্মানো লম্বা লম্বা ঘাসের সঙ্গে মিশে গেল রাইকার। পানিতে মৃদু ছলাৎ শব্দ হতে বুঝল ক্রিকে নেমে গেছে ও। ঠিক একমিনিট অপেক্ষা করল মায়রা। এবার গাছের আড়াল থেকে হাত বাড়িয়ে টান দিল পিস্তলের ট্রিগারে। হিংস্র গর্জন শোনা গেল।

অদৃশ্য আততায়ীর সাড়া মিলল সঙ্গে সঙ্গে। বারুদের ধোঁয়া বরাবর গুলি চালাল শত্রু। চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল মায়রা, পিস্তল তৈরি।

ধাড়ি ইঁদুরের মত ক্রিকের পানিতে ভেসে চলল রাইকার। রাইফেল আর মাথাটা জলের ইঞ্চিখানেক ওপরে ভাসছে। স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে ও। পানিতে অস্বাভাবিক শব্দ হবে বলে একটুও নড়ছে না। রাস্তাটা যেখানে ক্রিক ক্রস করেছে একটা ছোট ব্রিজ আছে সেখানে। ক্রিকের তলদেশের সঙ্গে প্রায় পেট লাগিয়ে জায়গাটা পার হলো রাইকার। তারপর একটা গাছের বেরিয়ে থাকা শেকড় ধরে নিজেকে পাড়ের কাছে নিয়ে এল। পাথরের মত স্থির থেকে নজর চালাল, কান পেতে শোনার চেষ্টা করল।

এবার জল ছেড়ে উঠে এল রাইকার। দৈত্যাকার ঈলের মত পিছলে ঘেসো জায়গাটা পার হলো। ব্রিজের একপ্রান্তের তলায় গা ঢাকা দিয়ে অনুচ্চ পাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল। সাবধানে চূড়ার ঘাস ফাঁক করে তাকাল সামনে।

গজ ত্রিশেক দূরে রাস্তার পাশের অগভীর খাদে ঘাপটি মেরে বসে আছে লোকটা। রাইফেল নিশানা করছে আবার। শিকারকে লোভ দেখাবে। গুলি চালানো সহজ হবে তাহলে!

উবু হয়ে গেল রাইকার, স্যাডলগান তাক করল আততায়ীর দিকে। *'ওটা ফেলে দাও!'* গলা চড়িয়ে হুকুম দিল।

বিস্ময়ে খিস্তি করে পাঁই করে ঘুরল গানম্যান, রাইফেলটাও ঘোরাল। লোকটাকে বিস্ময় ভুলে অস্ত্র ফেলার সুযোগ দিল রাইকার।

কিন্তু যখন বুঝল গুলি করতে যাচ্ছে শত্রু, জায়গায় ফেলে দিল তাকে।

আততায়ীর কোন সহযোগী আছে কিনা জানতে দ্রুত চারপাশে নজর বোলাল রাইকার। তারপর ক্রিকের পাড় ছেড়ে ধরাশায়ী লোকটার দিকে পা বাড়াল। *'বেন, তোমার পেছনে!'* মায়রার সতর্কবাণী শোনা গেল হঠাৎ। আর দেরি করল না রাইকার। মাথা সামনে, ঝাঁপ দিল খাদের দিকে। শূন্যেই ডিগবাজি খেয়ে চিত হলো, মাটি স্পর্শ করল কাঁধ দিয়ে। উল্টোদিকে নজর চালাল। এই সময় আবার গুলি করল মায়রা। পুরানো সিক্স-গানের গম্ভীর গর্জন কানে এল। পরক্ষণে ক্রিকের ওপাশের ঘাসের আড়াল ছেড়ে একটা লোকের মাথা আর কাঁধ বেরিয়ে আসতে দেখল। মায়রার দিকে রাইফেল তাক করে রেখেছে লোকটা।

এক গুলিতে তাকে ধরাশায়ী করল রাইকার, তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'গাছের আড়ালে চলে যাও তুমি! ওখানেই অপেক্ষা করো, বুঝেছ?'

'আ-চ্ছা!' জবাব পাওয়া গেল। *'তোমার পিঠ বাঁচাবে কে তাহলে?'*

স্বাভাবিক মানুষের মত হাসতে পারছে এখন রাইকার। হাসল ও। বাপরে, কি দস্যি মেয়ে! এবার আর শত্রুর গুলির সামনে নিজেকে মেলে দেয়ার ঝুঁকি নিল না রাইকার। মাটির সঙ্গে মিশে থাকল কয়েক মিনিট। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আশপাশ তন্ন তন্ন করে তল্লাশি করল।

হামা দিয়ে খাদ বরাবর ফের ব্রিজের কাছে এল ও। তারপর নেমে পড়ল পানিতে। উজানে আরও পঞ্চাশ গজের মত ভেসে গেল ও। একটা ওভারহ্যাংগিং উইলোর আড়ালে উঠে এল। ভিজে সপসপ্ করছে কাপড়-চোপড়। ঝাড়া পাঁচ মিনিট গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ফাঁকায় নজর বোলাল ও। গুলি ছুটে এল না আর। দৌড়ে আবার রাস্তায় উঠে এল ও।

ওর প্রথম শিকার এখনও কোনমতে বেঁচে আছে। অন্যটাকে নিয়ে ভাবনার কোন কারণ নেই। লোকটার মাথা ফুটো হয়ে গেছে। বুলেটের ভোঁতা শব্দ শুনতে পেয়েছিল ও। শত্রুর শিথিল হাত থেকে লাথি মেরে

রাইফেলটা সরিয়ে দিল রাইকার। তাজা দুটো কার্তুজ ঢুকিয়ে নিজেরটা নামিয়ে রাখল মাটিতে।

'আর ভয় নেই!' মায়রার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রাইকার। 'এখান থেকে সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।'

একটা গাছের দু'ডালের মাঝখানে মায়রাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রাইকার। মাটি থেকে অন্তত বিশ ফুট উঁচু হবে জায়গাটা। পিস্তলটা ওর হাতেই রয়েছে। লম্বা পোশাক আর পেটিকোট পরে মেয়েটা গাছ বাইল কি করে! ভাবল রাইকার। 'ঘাড় মটকে মরবে! জলদি নামো!' মায়রাকে বকা দিল ও। ধরাশায়ী শত্রুর দিকে নজর দিল তারপর।

'কিছু বলতে চাইলে জলদি করো,' তাকে বলল রাইকার। লোকটার চেহারায় মৃত্যুর-ছায়া দেখা যাচ্ছে। 'বেশি সময় নেই তোমার।'

যন্ত্রণা ছাপিয়ে কঠিন হাসি দেখা দিল আততায়ীর ঠোঁটে। 'আমি গুলি করামাত্র সামনে ঝুঁকে গেলে তুমি! কপাল আর কাকে বলে! তুমি—টিমকেও ঘায়েল করেছ, না?'

'মাথায় গুলি খেয়ে পড়ে থাকা লোকটা টিম হলে তা বলা যায়,' বলল রাইকার। 'কি উদ্দেশ্য ছিল তোমাদের,—ডাকাতি?'

'ডাকাতি—ছোঃ! তুমি—কেবল তুমি, ব্রাদার! তোমার ডার্লিংসহ তোমাকে নিকেশ করতে চেয়েছিলাম আমরা!' ঘড়ঘড় শব্দ হলো লোকটার গলায়। দাড়ি গোঁফে ঢাকা মুখের এক পাশ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। 'অল্পের জন্যে বেঁচে গেলে, মিস্টার!'

রাইকারের মাথায় সতর্ক ঘণ্টি বাজল। *'তোমার ডার্লিংসহ তোমাকে...'* র‍্যানডালের জায়গায় অন্য কেউ এখন কলকাঠি নাড়ছে। ওদের দু'জনের ওপর থেকে আজরাইলের বদনজর সরেনি। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নির্মম হয়ে উঠল রাইকার। পল এভার্টকে দেয়া প্রতিশ্রুতি বাতিল করার কথা ভাবল, ল্যামসনের সঙ্গে সমঝোতার কথাও ভুলে যেতে ইচ্ছা করল।

লোকটার দিকে ঝুঁকে পড়ল রাইকার। ভাটার মত জ্বলছে ওর

চোখজোড়া। 'আমাকে সব বলো, পরকালে শান্তি পাবে।'

'সবই তুমি জানো!' বলল লোকটা, *'পরকালের নিকুচি করি আমি!'* হাঁপিয়ে উঠল সে একবার। 'বিনাপয়সাতেই কাজটা নিয়েছিলাম আমরা!'

আবার কথা বলতে গিয়েও কাঁধ ঝাঁকিয়ে থেমে গেল রাইকার। শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ল গানম্যান। কেঁপে উঠল তার শরীর, নিসাড় হয়ে গেল তারপর। সামনে ঝুঁকে লোকটার পকেট হাতড়াল রাইকার। অন্য লাশটাকেও সার্চ করল।

ইতিমধ্যে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মায়রা। ওর দিকে তাকিয়ে নিষ্ঠুর হাসল রাইকার। 'একই জিনিস দু'বার আশা করতে পারো না তুমি,' বলল ও, 'এদের কাছে কোন চিরকুট নেই। যেই হোক, ব্যক্তিগত ভাবে কাজটা দিয়েছে ওদের।'

'কাজটা?'

মাথা দোলাল রাইকার। 'এখনও আমাদের ওপর মৃত্যু পরোয়ানা জারি আছে! আমাদের জন্যে প্রতিটা সেকেণ্ড এখন মূল্যবান। রাস্তা ধরে এগিয়ে ওদের ঘোড়াগুলো পাও কিনা দেখো। পেলে এখানে নিয়ে এসো।' লাশের পা ধরে টেনে হিঁচড়ে শখানেক গজ দূরে একটা ঝোপে এনে লুকাল ও। এক দৌড়ে ফিরে এল আবার। মিনিট ঘোরার আগেই জিন পরানো একজোড়া ঘোড়া নিয়ে ফিরে এল মায়রা। অন্য লাশটারও গতি করে ফেলেছে রাইকার।

নিজের স্যাডলহর্সের পিঠে জিন চাপাল রাইকার। ওঅরব্যাগ থেকে পুরানো কিন্তু ভাল শার্ট আর ডেনিম বের করল। মায়রার হাতে দিল ওগুলো। 'ঝোপে গিয়ে পরে নাও। অবাক হবার কিছু নেই। ঘোড়ার পিঠে এবার পাহাড়ের দিকে যেতে হবে আমাদের। যাও!'

মায়রা ফেরার আগেই ঘোড়া তৈরি করে ফেলল রাইকার। স্যাডলের পেছনে হালকা একটা প্যাকেট বেঁধে নিয়েছে। মায়রার সুবিধার কথা ভেবে একসেট স্টিরাপ-এর ঝুল কমিয়েছে। ওকে ঘোড়ার

পিঠে তুলে দেয়ার জন্যে তৈরি।

'খাবার ফেলে কোথাও যাচ্ছি না আমি!' বিড়বিড় করে বলল মায়রা। গরম খরগোশের মাংস কাপড়ে পেঁচিয়ে নিল ও। তাপে হাত ঝলসে যাবার উপক্রম হলো। ওঅরব্যাগের মুখ খোলার সময় হাসল রাইকার। প্যাকেটটা ঢুকিয়ে ওটা আটকাল আবার।

নিজেকে চমৎকার সামলে রেখেছে মায়রা। 'তার মানে প্রায় সবখানে আমাদের খোঁজে রয়েছে ওরা,' শান্ত কণ্ঠে বলল সে, 'হয়তো উত্তরের সারা পথেই লোক লাগানো হয়েছে। এখন?'

দূরের পাহাড়সারির দিকে ইশারা করল রাইকার। উত্তর-দক্ষিণে চিরুনির মত বিছিয়ে আছে। 'ওই যে আমাদের হাইওয়ে। জলদি রওনা দিতে হবে আমাদের। *প্রন্তো!* ঘোড়ার পিঠে লম্বা পথ পাড়ি দিতে পারবে তো? অনেক দূর কিন্তু!'

দাঁত কামড়াল মায়রা। 'জান দিয়েও হলেও,' বলল ও, 'এখন তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি আমি, বেন রাইকার, অথচ আমার গায়ে গুলি লাগেনি!'

গানম্যানদের একজনের কোমর থেকে খসানো একটা গানবেল্ট বাঁধতে মায়রাকে সাহায্য করল রাইকার। 'চালাতে জানো?' জানতে চাইল, 'মানে ঠিক মত নিশানা ভেদ করার কথা বলছি, আন্দাজে কোন কিছুর দিকে গুলি ছোঁড়া নয়!'

'জানি,' গম্ভীর চেহারায় বলল মায়রা, 'প্রয়োজনে নিশ্চয়ই চালাব।'

একটা রাইফেলও নিয়েছে মায়রা। সবচেয়ে চমৎকার ঘোড়াটার স্যাডলবুটে ওটা ঢোকাল রাইকার, ডেনিম পরায় হালকা পাতলা কিশোরের মত দেখাচ্ছে মায়রাকে। কোনরকম সাহায্য ছাড়াই স্যাডলে উঠে বসল সে। 'অনেক দিন পর আজ দু'দিকে পা ছড়িয়ে স্যাডলে বসেছি!' মুখ কুঁচকে বলল সে, 'তবে বাজি ধরে বলতে পারি বসার কায়দা ভুলিনি। অবশ্য পরে এর মাসুল গুণতে হবে আমাকে!'

ইতিমধ্যে অন্য গানম্যানের ঘোড়ার জিন আর লাগাম খুলে ফেলেছে

রাইকার। বাকবোর্ডের ঘোড়াগুলোকে হারনেসমুক্ত করেছে। এবার লাগামের রিং দিয়ে তিনটা ঘোড়ার পাছায় আঘাত করল ও। 'হাই-আহ্!' চিৎকার ছাড়ল একটা। অমনি পাঁই করে ঘুরল ঘোড়াগুলো। ঝড়ের মত ঘেসো সমতলের ওপর দিয়ে ছুটে পালাল।

ক্রিকের উজানে কয়েক গজ এগিয়ে একটা ঘন উইলো ঝোপে মায়রার কার্পেটব্যাগটা লুকিয়ে রাখল রাইকার। 'কপাল ভাল থাকলে পরে কোন একদিন এসে নিয়ে যাব,' বলল ও। 'রেডি?' নিজের স্যাডলে চাপল ও।

'কোন *শালা* আমাকে উপোস করিয়ে মারতে পারবে না!' বলল মায়রা। রাইকারের হাতে বড়সড় একটুকরো মাখন লাগানো রুটি আর প্যাকেজের বাইরে রাখা খরগোশের রান দিল ও। নিজের টুকরোয় কামড় দিল। খেতে খেতে জড়ানো গলায় বলল, 'রেডি!'

একসঙ্গে সামনে ঘোড়া বাড়াল ওরা। ক্রিক হয়ে ঝোপে ঢাকা প্রান্তরের ওপর দিয়ে জোর কদমে দূর পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলল ঘোড়াগুলো।

'হুম,' ভাবল রাইকার, *'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সব শহর আর রাস্তার মোড়ে শত্রুপক্ষের চর ঘাপটি মেরে আছে। পাহাড়ের দিকে ছোটার এটাই উপযুক্ত সময়। ভাগ্যের ওপর বেশি নির্ভর করা উচিত হবে না...'*

তেরো

অগভীর গুহার পাথুরে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছে মায়রা। বিশ্রামের জন্যে এখানে থেমেছে ওরা। ছোট করে জ্বালানো আগুনের আভায় গম্ভীর দেখাচ্ছে মেয়েটাকে।

ওর জন্যে কফি ঢালতে পুরানো কফিপটের দিকে হাত বাড়াল রাইকার। 'আমার হিসাবে চারদিনের পথ,' বলল ও,'রাস্তা দিয়ে গেলে অনেক তাড়াতাড়ি পৌছানো যেত। কিন্তু...' কফিপট আবার আগুনের ওপর বসিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল। 'নাও হতে পারে...'

'কি নাও হতে পারে?'

আবার কাঁধ ঝাঁকাল রাইকার। 'ভাবছিলাম, লোক দুটো হয়তো বাদ পড়ে যাওয়া দলের, র‍্যানডাল ধরা পড়ার খবর পায়নি, হয়তো বেশ কয়েক দিন আগেই পেয়েছিল নির্দেশটা। সেই মোতাবেক আমাদের জন্যে ওত পেতে ছিল...'

'কিন্তু...' উদ্বেগে ভারি শোনাল মায়রার কণ্ঠস্বর, 'এই আশায় ঝুঁকি নেয়া কি ঠিক হবে?'

চট করে দ্ব্যর্থহীন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রাইকার। 'না। তবে আমি যেটা করতে যাচ্ছি সেটা হলো চাঁদ ওঠামাত্র নাক বরাবর লারাবি শহরের পথ ধরব। ওখানে এক লোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল মায়রা।

'গ্রিসবিদের কথা মনে আছে?'

'আমাদের বাড়ির কাছে থাকত?' একটু ভাবল মায়রা। 'কটনউড ক্রিকের ধারে ছিল না ওরা? লম্বা লোক, তার বউটা ছিল মোটাসোটা?'

মাথা দোলাল রাইকার। 'এখন লারাবিতে থাকে সে। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে। জিগার স্লেটের পিছু ধাওয়া করার সময় দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে। আমাকে কথা দিয়েছিল জানাশোনা সবাইকে বলে রাখবে সন্দেহজনক কিছু নজরে এলেই জানানোর ব্যবস্থা করতে।'

'তাহলে ওকেও তাড়িয়েছে কিং!'

'অনেক আগেই। এখনও অবশ্য হাল ছেড়ে দেয়নি সে। যাক, এবার খানিকটা জিরিয়ে নিই। চাঁদ উঠতে এখনও ঘণ্টাখানেক বাকি আছে।'

'বেন।'

মায়রার দিকে তাকাল রাইকার।

'কাজটা শেষ হয়ে গেলে আমরা কি করব?'

একটা কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে আগুন উস্কে দিল রাইকার। 'কি করতে চাও তুমি?'

'আমার ওপর জবাবের ভার ছেড়ে দিয়ো না! তোমাকে প্রশ্ন করেছি আমি। আমি তোমাকে প্রথম চুমু খেয়েছি বাধ্য হয়ে,আবার আমার মুখেই প্রস্তাব শুনতে চাইছ এখন! অবশ্য মিসেস বেন রাইকার হতে চাইলে এছাড়া উপায় নেই বোধ হয়!'

শব্দ করে হাসল রাইকার। 'এখন কি বলা উচিত আমার—বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে?'

'বোকার মত কথা বোলো না! অবশ্য তেরো বছরকে তাড়াতাড়ি বললে আমার কিছু করার নেই। এতদিন নিরুদ্দেশ ছিলে তুমি বলে দিতে হবে না নিশ্চয়ই!'

'তেরো বছর!' মৃদু কণ্ঠে বলল রাইকার, 'আমার কাছে অনন্তকাল মনে হয়।'

হাত বাড়িয়ে রাইকারের হাত ছুঁলো মায়রা। 'কিন্তু ভেবে দেখো সামনে আরও কত বছর অপেক্ষা করছে।'

'হুম,' বলল রাইকার, 'তবে তুমি যে ভাবে ভাবছ আমি হয়তো সেভাবে দেখছি না। তুমি বাদেও আরও অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত ছিলাম আমি এতদিন। সেসব ফিরে পাবার কথা চিন্তা করছি। এজন্যে হয়তো নতুন করে জীবন শুরু করতে হবে আমাকে।'

'সেটা বিচারের ভার তোমার নয়। খুব ছোট বেলায় তোমার সামনে একটা স্ট্যাণ্ডার্ড খাড়া হয়ে গিয়েছিল। আশ্চর্য একরোখা হয়ে বেড়ে উঠেছিলে তুমি। তবে এখন তা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছ।'

দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল মায়রা। গুনগুন করছে। খানিক বাদে রাইকার জিজ্ঞেস করল, 'গুনগুন করে কি গাইছ?'

'কি? ও, পুরানো দিনের একটা গান। এগুলোকে *লিল্ট* বলে লোকে। ছোটবেলায় দাদী আমাকে গেয়ে শোনাত। তার দাদীও নাকি শুনিয়েছে তাকে। অনেক দিন আগের গান।'

'গানের কথা জানো না?'

যেতে হবে। গ্রিসবির কাছে শুনলাম আমি জিগার স্লেটকে খতম করা পর থেকেই এদিককার পথঘাটে নজর রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তা মানে র‍্যানডাল সরে যাবার পর অন্য কেউ ছড়ি ঘোরাচ্ছে এখন।'

'পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে পারলেই হয়!' বলল মায়রা।

'পারব। প্রাচীন একটা ট্রেইল আছে এদিকে, রিজ বরাবর সোজা কানাডার দিকে গেছে। ট্রেইল ধরে এগোলেই হবে। শকুনের ঝাঁ দেখে লাশ দুটো ঠিকই খুঁজে পাবে ওরা। আগেই আমাদের সরে পড় উচিত। ঝানু ট্র্যাকার থাকতে পারে ওদের সঙ্গে।'

শিউরে উঠল মায়রা। 'রাতটা এখানে থাকা কি ঠিক হবে?'

'বোধহয়। কিন্তু ভোর হওয়ামাত্র সরে পড়ব। তোমার একটু ক হবে আর কি!'

'পারব আমি। আচ্ছা, দিনে গাঢাকা দিয়ে রাতে পথ চলে এগো কেমন হয়?'

মাথা নাড়ল রাইকার। 'লাভ নেই। ট্রেইলে ভুল বাঁক নিয়ে বসতে পারি। এটা হলো একদিক। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ যেটা তা হলো যে কো ভাল ট্র্যাকার সকালে খুব সহজেই আমাদের ট্র্যাক পেয়ে যাবে। তাহলে আবার রাত নামার আগেই বদমাশের দল ধরে ফেলবে আমাদের।'

আগুন ঘেঁষে গুহার মেঝেতে বেডরোল বিছাল রাইকার। 'গদিমোড় বিছানা নয়,' বলল মায়রাকে, 'তবে ক্লান্ত শরীরে ঠিকই ঘুমোতে পারবে।'

'দু'জনই ঘুমোব,' শুধরে দিল মায়রা। 'এখন থেকে মগজটাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে তোমাকে। ঠিক মত না ঘুমালে সেট পারবে না। দু'জন শোয়ার মত যথেষ্ট বড় এটা।'

'আরে...দাঁড়াও...!'

তীক্ষ্ণ হলো মায়রার কণ্ঠস্বর। 'আমার সঙ্গে *খালাম্মা মার্কা* আচর কোরো না! দু'জন মানুষ পোশাক পরা অবস্থায় সুস্থ মাথায় যদি নির্ঝঞ্ঝাটে পাশাপাশি ঘুমাতে না পারে তাহলে আমাদের সব মূল্যবো ঢেলে সাজাতে হবে আবার। তাছাড়া এখন আমার মাথায় ঘুম *ছাড়া* আ

কোন চিন্তা নেইও। খুবই ক্লান্ত লাগছে। তোমার সন্দেহ ঘুচেছে বোধ হয়?'

চেঁচিয়ে উঠতে গেল রাইকার, কিন্তু নীরবতার গুরুত্ব মনে হতেই বিরত রাখল নিজেকে। 'বেশ, সিসি, তবে আমাকে আর কখনও *খালাম্মা* বলবে না, যদি অন্য কিছু প্রমাণ করতে না চাও। আমি সাধারণত প্যান্টটাকে বালিশ হিসাবে ব্যবহার করি, তবে আজ বোধ হয় জ্যাকেটটাকেই কাজে লাগাতে হবে। তুমিও তাই করো।'

আগেই শুয়ে পড়েছে মায়রা। লম্বা ঘন চুল ঠেসে দিয়েছে মাথার নিচে। চাপা গলায় সে বলল, 'এটা আমার বিল্ট-ইন বালিশ। পিছলে সরে না গেলেই হয়। ইয়ে, ঠেস দেয়ার জন্যে তোমার একটা বুট দাও, তাহলেই হবে।'

শোয়ার পর রাইকার জানতে চাইল, 'আরাম পাচ্ছ তো?'

নাক সিঁটকাল মায়রা। 'মেয়েদের শরীর ছেলেদের মত যেখানে সেখানে শোয়ার জন্যে বানানো হয়নি। আমার পেছনে থালার মত বিশাল একটা দাগ পড়ে যাবে বোধ হয়!'

'বাপরে, এত বড় তোমার পেছনটা, দাদীমা!' মায়রার খোঁচা খেয়ে মুখ কুঁচকে ফেলল রাইকার। কাত হয়ে মেয়েটার মুখ নিজের দিকে ফেরাল। 'ঠিক একারণেই তুমি চাও বা না চাও চুমু দিয়ে গুডনাইট জানাব তোমাকে।'

রাইকার ওর মুখ বন্ধ করার ঠিক আগ মুহূর্তে বিড়বিড় করে কি জানি অপছন্দ করার কথা বলতে চাইল মায়রা। আবার যখন দম ফিরে পেল তখন বলল, 'পাজরে সামান্য খোঁচা মারার সাজা যদি এই হয় তাহলে কাল সকালে অনেকগুলো ক্ষত পাওনা হয়ে গেল তোমার।'

রাতে দু'বার রাইকারের উঠে যাওয়া টের পেল মায়রা, ঘোড়া পরীক্ষা করে এল। তাছাড়া প্রায় বেহুঁশের মত ঘুমাল সে। ভোরে রাইকার যখন ডেকে তুলল তখনও ঘুম লেগে আছে দু'চোখে। রাইকারের দিকে বুট ছুঁড়ে মারল সে।

উঠে হাঁটু ভাঁজ করে বসল। এমনভাবে তাকাল রাইকারের দিকে

যেন ঝোপের ভেতর থেকে দেখছে কোন প্যাঁচা। 'আমরা এখানেই থেকে যাই এসো। গোল্লায় যাক সব! এই গুহাটার মত দারুণ জায়গা পাওয়া যাবে না আর কোথাও। এটাকে আমার ভাল লেগে গেছে। যদি বলি ভক্তি এসে গেছে তাহলে কি ভুল হবে?'

'নাহ! তবে এভাবে একটু চিন্তা করে দেখো। লোক দুটো না ফেরায় খোঁজ নিতে গেল আমাদের শত্রুরা, শকুনের দেখা পেয়ে গেল তারা। তখন একটু স্কাউট করলেই বাকবোর্ডটাও পেয়ে যাবে। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে আমাদের ট্রেইল করবে। আমাদের ট্রেইলে গন্ধ শুঁকতে শুরু করবে একজন ট্র্যাকার। নাক ডেকে ঘুমিয়ে থাকবে তুমি আর ওরা এসে তোমার মাথাটা হাওয়ায় মিশিয়ে দেবে। কেমন হবে তখন?'

'আমি নাক ডাকি না!' বলেই আচমকা শিউরে উঠল মায়রা, তবে সকালের শীতল হাওয়ার স্পর্শে নয়। 'তুমি ঘোড়া তৈরি করে নাও তাহলে। আমি এদিকে সব গুছিয়ে নিই। হালকা নাশতা তৈরি করব?'

'স্রেফ কফি। পথে কোথাও থেমে খরগোশ শিকার করে খাওয়ার পালা চুকানো যাবে। তুমি বরং খানিকটা হাঁটাহাঁটি করে নাও। আমি বেডরোল ভাঁজ করি, নইলে আবার এটায় লুটিয়ে পড়বে।'

'এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছ,' বলল মায়রা, 'ঘুম লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে। এখুনি আসছি আমি।'

বিশ মিনিটের মধ্যে রওনা হয়ে গেল দু'জন। আধ ঘণ্টা পেরোনোর আগেই প্রাচীন ট্র্যাপার'স ট্রেইলের খোঁজ মিলল। ঘুরে পেছনের উপত্যকার দিকে নজর ফেরাল রাইকার। ভোরের আলো-আঁধারিতে কী শান্ত সমাহিত মনে হচ্ছে! মায়রার দিকে ফিরল এবার। মেয়েটার চেহারা গম্ভীর।

'শিগগিরই শান্তি আসবে এখানে,' বলল ও, 'বুড়ো হ্যাংক থাকলে এখন বলত মন্দের মত ভাল জিনিসেরও সমান প্রভাব পড়ে মানুষের মনে। এসো প্রার্থনা করি যেন সঙ্গ দেয়ার জন্যে যথেষ্ট সৎ মানুষ টিকে থাকে শেষ পর্যন্ত!'

'বেন,' মনে হলো রসিকতা করছে মায়রা, আসলে কথাগুলো

সিরিয়াস, 'ঘোড়ার পিঠে বসে থাকতে থাকতে যদি দু'ভাগ হয়ে যাই আর অস্পষ্ট কথাগুলো যদি হারিয়ে যায়, তাই এখনই পরিষ্কার বলে রাখছি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি বোধ হয় আগে থেকেই জানো একথা!'

হাত বাড়িয়ে স্যাডলহর্নে রাখা মায়রার হাত ধরল রাইকার। 'না জেনে উপায় আছে? তোমার প্রতিটা আচরণে সেটা স্পষ্ট! ধন্যবাদ। হয়তো একদিন আমিও এভাবে আমার মনের কথা বলতে পারব। তবে আমার ধারণা, তুমিও তা জানো। তাই না?'

হাসল মায়রা। এবার রাইকারের হাতে হাত রাখল। 'জানি! ঠিক আছে, মিস্টার রাইকার, এবার তাহলে উত্তরে এগোই আমরা!'

ইশারায় ওকে সামনে থাকতে বলল রাইকার। ব্যাক ট্র্যাকে নজর রাখা সহজ হবে তাহলে। মাইলের পর মাইল পেছনে ফেলে এগিয়ে চলল দু'জন...

চোদ্দ

কৈশোরে কয়েকবার মাত্র বাফেলো শহর দেখার সুযোগ পেয়েছিল রাইকার। গত বারো-তেরো বছরে আকারে প্রায় দ্বিগুন হয়েছে শহরটা। শাইয়্যানের মত মন্দার প্রভাব পড়েছে এখানেও। দালান কোঠার বিবর্ণ চেহারা তার প্রমাণ। নুয়ে পড়া পোর্চ-কলামগুলোকে মাতাল কোন বুড়োর মত দেখায়। মেইন রোডের অবস্থা একেবারে কাহিল।

'আজ বিকেলের দিকে বাড়ি পৌঁছে দেব তোমাকে,' মায়রাকে বলল রাইকার, 'আপাতত চলো সভ্য মানুষের খাবার খাই দু'জনে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মায়রা। 'বিফস্টেক! ম্যাশ্ড্ পটেটোজ অ্যাণ্ড গ্র্যাভি! ফ্রেশ ব্রেড, বাটার অ্যাণ্ড জেলি—কড়া কফি তো অবশ্যই। আর অ্যাপেল

পাই। আমার ভুল না হলে হোটলেই বোধ হয় একটা রেস্তরাঁ আছে।'

'বাথটাবও। তুমি বাড়ি গিয়ে গোসল করতে পারবে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে অন্তত দশ পাউণ্ড আবর্জনা বয়ে বেড়াচ্ছি, গোসল না করলে আর চলছে না!'

রেস্তরাঁয় খাবারের অপেক্ষা করার সময় গম্ভীর হয়ে উঠল মায়রার চেহারা। 'বেন...,' বলল ও, 'আশা করি বাবার ওপর রাগ করবে না তুমি। বাবা আসলে সাধ্যমত সবকিছু করার চেষ্টা করে, কিন্তু সেটা কখনও যথেষ্ট হয় না। আমাদের সঙ্গে সারাজীবন ভাল ব্যবহার করেছে বাবা।'

মায়রার হাত ধরল রাইকার। 'এনিয়ে একটুও ভেবো না তুমি। মানুষ তার স্বভাব বদলাতে পারে না। কেউ কেউ হয় লড়াকু স্বভাবের, আবার কেউ নির্বিবাদী। আসলে আমার ধারণা তোমার বাবা সবসময় নিজের চেয়ে পরিবারের নিরাপত্তার দিকটাই সবার আগে চিন্তা করে।'

একটু চুপ থাকল মায়রা। 'তাই হবে! অথচ এতদিন তা বুঝতে পারিনি আমি! খারাপটা বিশ্বাস করার জন্যে তৈরি ছিলাম বোধ হয় সব সময়!'

'আর অমন কোরো না। বুড়ো ববি বার্নস বলেছিল: যার যা আছে তাই নিয়েই সে মানুষ। তোমার বাবার অনেক ভাল গুণও আছে।'

আচমকা নিজের জায়গায় স্থির হয়ে গেল বেন রাইকার। ওর চোখে শীতল দৃষ্টি ফুটতে দেখল মায়রা। ছোট ছোট হয়ে গেছে চোখজোড়া। মায়রার কাঁধের ওপর দিয়ে ওপাশে তাকিয়ে আছে। ঘাড় ফেরাল না মায়রা। রাইকারকে দেখতে লাগল। রাইকারের দৃষ্টি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কোন কথা বলল না। অবশেষে আবার ওর দিকে নজর ফেরাল রাইকার।

তবু কিছু বলল না মায়রা। নাজুক পরিস্থিতিতে নীরব থাকায় দৃষ্টিতে ধন্যবাদ ফুটিয়ে ওর দিকে তাকাল রাইকার। মেয়েটা বোধহয় জানত—হয়তো নিশ্চিত ছিল—শত্রু এলাকার একেবারে প্রাণকেন্দ্রে আসার পর...

'কিং,' বলল ও, 'এইমাত্র লবি পার হলো।'

টেবিলের ওপর রাইকারের হাতে হাত রাখল মায়রা। 'ব্যাপারটা বুঝতে পারছ তুমি, বেন? একমাস কিংবা এক বছর বা ধরো এক সপ্তাহ আগে কিং তোমার পঞ্চাশ কদমের মধ্যে আসার পর আরও পঞ্চাশ কদম এগোনোর জন্যে কি বেঁচে থাকতে পারত?'

মায়রার হাতে জোরে চাপ দিল রাইকার। ঝলসানো পেশীবহুল হাতটাকে মায়রার কোমল হাতের পাশে বেমানান লাগছে। 'আমার অনেক উপকার করেছ তুমি, মায়রা,' বলল রাইকার, স্থির ওর কণ্ঠস্বর। 'গরু যেভাবে তার বাছুর আগলে রাখে ঠিক এমনি এতদিন একটা পুরানো আক্রোশ পুষে এসেছি। এখন সেটা ছাড়াও যে জীবনের অনেকগুলো দিক আছে তা বুঝতে পারছি। এটাও হয়তো একসময় একঘেয়ে হয়ে উঠবে। কিংয়ের ব্যাপারে ঠিকই বলেছ তুমি, কিন্তু নিময়ের বেলায়ও নিজেকে সামলে রাখতে পারব কিনা তাতে আমার নিজেরই সন্দেহ আছে।'

আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়ল মায়রার হাসিতে। 'পারবে, মাই ডার্লিং, ঠিকই পারবে। বেন, এখানে আসার পথে এক রাতে কথায় কথায় নিজেকে নেস্টরের বাচ্চা বলেছিলে তুমি। নাইট রেইডাররা নাকি এনামেই ডেকেছিল তোমাকে। সেই তুমি আজ কতটা এগিয়েছ বুঝতে পারছ না! নিজেকে একজন সম্পন্ন মানুষ হিসাবে দাঁড় করিয়েছ। *স্বশিক্ষিত মানুষ* তুমি। নিজেকে নিজে গড়েছ। নিজের ওপর দারুণ নিয়ন্ত্রণ এখন তোমার। এখন ছোট কিশোরটি নেই তুমি যে পাটকেল হাতে নাক ভাঙার শোধ তুলতে পাগলের মত আরেকজনকে আঘাত করতে তেড়ে যাবে! তুমি এখন এমন একজন পুরুষ যার *সামনে চমৎকার একটা ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে*। পল-ও এ কথাই বলেছে। ওর চেয়ে এসব বেশি বোঝে না কেউ।'

কাঁধ ঝাঁকাল রাইকার। 'ভবিষ্যতের কথা আমি কখনও ভাবতে যাইনি এর আগে।' হঠাৎ ছেলেমানুষি হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। ব্যতিক্রমী হাসিটা এই প্রথম দেখতে পেল মায়রা। 'ভবিষ্যৎ বলে কিছু

আছে তাই জানতাম না। তবে সত্যি যদি ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকে আমার, তুমি পাশে থাকলে আর কিছুই চাইব না।'

ওয়েইট্রেসকে স্যুপের বাটি রাখার সুযোগ দিতে হেলান দিয়ে বসল মায়রা। ওর হাসি দেখেই জবাব জানা হয়ে গেল রাইকারের। খাবার সময় তেমন কথাবার্তা বলল না ওরা। চারপাশের নানান শব্দ আর দৃশ্যের সঙ্গে খাবার উপভোগ করল।

বিকেলে একটা বাকবোর্ড ভাড়া করে মায়রাকে ওর বাড়ি পৌঁছে দিতে গেল রাইকার। নিজের রাইডিং হর্সটা বাঁধা থাকল বাকবোর্ডের পেছনে। পুবদিকে অতি পরিচিত এলাকার ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা। একসময় উত্তরে ইঙ্গিত করে রাইকার বলল, 'ওই ঢিবিটার ওধারেই থাকে জিমি ওঅটসন। দেখা করে আসা যায় ইচ্ছা করলে।'

এক মুহূর্ত চুপ থাকল মায়রা, তারপর আলতো করে ওর বাহু ধরে বলল, 'দুঃখিত, বেন। সেই জায়গা আর নেই এখন। আমি এখান থেকে যাবার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।'

ওর দিকে তাকাল রাইকার। চেহারায় ভাবান্তর ঘটল না। 'জিমি? ওর বাবা-মা?'

ঢোক গিলে মায়রা বলল, 'জিমির বাবাকে ওরা খুন করেছে। ঘটনার পরদিন জিমি আর ওর ভাইবোনদের নিয়ে কোথায় যেন চলে যায় ওর মা। কেউ জানে না কোথায়। ওদের বাড়িটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।'

'খুন। কিংয়ের রাইডারদের কাজ নিশ্চয়ই?'

মায়রা শুধু মাথা দোলাল। জানে, নিজ পরিবারের বাইরে জিমি ওঅটসন ছিল রাইকারের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। 'আমি দুঃখিত, বেন,' অবশেষে বলল সে, 'তুমি যে কথাটা জানতে না আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'ঠিক আছে,' বলল রাইকার, 'নিজের জীবনে যা ঘটেছে, তারপর অন্য কিছু আর ওকে বিচলিত করার ক্ষমতা রাখে না। প্রসঙ্গ বদলে ও আবার বলল, 'অনেক দিন পর আজ আবার নিজ বাড়িতে ঘুমাতে যাচ্ছ, খুশি লাগছে না?'

'অবশ্যই।' মায়রা বুঝতে পারল নিজের পুরানো ভিটার কথা ভাবছে রাইকার। ওখানে ঘুমানো চিরদিনের মত ঘুঁচে গেছে হয়তো। 'রাতে আমাদের বাড়িতেই তো থাকতে পারো তুমি? সঙ্গে বেডরোল তো আছেই।'

মাথা নাড়ল রাইকার। 'হোটেলেই ফিরে যাব। সকাল বেলা ওখানে থাকতে চাই যাতে পল এভার্টের দেখা পেতে সমস্যা না হয়।' মনে ঘুরপাক খেতে থাকা প্রশ্নটা এবার মায়রাকে জিজ্ঞেস করে বসল ও, 'পল তোমাকে কখনও বিয়ের প্রস্তাব দেয়নি?'

আরও আগেই প্রশ্নটা আশা করেছিল মায়রা, তবু প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেল। 'ব্যাপারটা কি এতই স্পষ্ট?'

কাঁধ ঝাঁকাল রাইকার। 'যুক্তি দিয়ে বিচার করতে গেলে তা বলা যাবে না অবশ্য। তবে এটা সহজে বোঝা যায় তোমাকে সে অন্য চোখে দেখে। ও যেহেতু ব্যাচেলর…'

'কথাটা ঠিক না। পলের স্ত্রী ছিল। আমি চিনতাম তাকে। অমন চমৎকার মেয়ে খুব কম দেখা যায়। বছর দুই আগে একটা ট্রেইন অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় সে।'

লাগামটা একপাশে ঘুরিয়ে ঘোড়ার পাছায় বসা মাছি তাড়াল রাইকার। 'পলের জন্যে মায়া হচ্ছে, খুব ভাল মানুষ ও।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মায়রার দিকে তাকাল সে। 'আমার প্রশ্নের জবাব কিন্তু দাওনি।'

খানিক নীরব থাকল মায়রা। ঠোঁটজোড়া শক্ত হয়ে চেপে বসল। তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, জানতে চাইছ যখন, শোনো, একবার নয়, বেশ কয়েকবারই আমাকে প্রস্তাব দিয়েছে ও!' রাইকারের পাশ থেকে ঝট করে সরে গেল মায়রা। ঘাড় ফিরিয়ে তৃণপ্রান্তরের দিকে তাকিয়ে থাকল।

'রাজি হওনি কেন?'

এবার শিথিল হয়ে গেল মায়রার শরীর। ঘৃণা আর আত্মসমালোচনা মেশানো কাঁপা গলায় বলল, 'কারণ তখনও আমার মনে একটা আশা ছিল; তুমি ফিরে এসে আমাকে খুঁজে বের করবে! *যদি জানাটা এতই*

জরুরী হয়ে থাকে! এবার সন্তুষ্ট?'

'হ্যাঁ, সন্তুষ্ট।' ডান হাত বাড়িয়ে মায়রার টুপির নিচে হাতড়াল রাইকার। তারপর কান ধরে আস্তে করে টেনে আবার পাশে নিয়ে এল। কান ধরে রেখেই মায়রার মুখ ঘুরিয়ে চুমু খেল। 'পুরোপুরি সন্তুষ্ট', আবার বলল ও। 'তুমি?'

মায়রার দু'হাত সজোরে রাইকারের গলা জড়িয়ে ধরল। 'আর কখনও এভাবে কষ্ট দেবে না আমাকে!' বলল ফিসফিস করে। *'কখনও না!'*

মায়রার পিঠে চাপড় দিল রাইকার। 'নিশ্চয়ই, আর বলতে হবে না।'

বেন রাইকারের সাথে নরম সুরে কথা বলল জিম ব্রিস্টো 'সেরাতে তোমাকে বিদায় দেয়ার সময় বুক ফেটে যাচ্ছিল আমার। তুমি হয়তো এখন তা বিশ্বাস করবে না, বয়।' নার্ভাস ভঙ্গিতে গোঁফে হাত চালাল একবার। 'কিন্তু সবাই জানে মানুষকে আগে নিজ নিরাপত্তার দিকটা দেখতে হয়। জীবনভর সেটাই করে এসেছি আমি। ভবিষ্যতেও তার ব্যতিক্রম হবে না।'

মিসেস ব্রিস্টো স্বামীর বাহুতে চাপড় দিয়ে বলল, 'বেন কিন্তু তোমাকে দোষারোপ করছে না, জিম। সে রাতে এখানে থাকতেই কথাটা বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। যাকগে, ওসব চুকেবুকে গেছে এখন। রাতে না থাকলেও সাপার তো করছ তুমি আমাদের সঙ্গে, বেন?'

'নিশ্চয়ই,' মহিলাকে আশ্বস্ত করল রাইকার। 'তবে এই মুহূর্তে তোমরা আপত্তি না করলে একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসতে চাই আমি।'

মায়রার ভাই স্যাম এখন বিশ বছরের তাগড়া যুবক। সঙ্গে যেতে চাইল সে। কিন্তু মায়ের চোখের ইশারায় বিরত থাকল শেষে।

মাত্র তিনমাইল দূরে ওদের পুরানো ভিটে। ডানবামে না তাকিয়ে সোজা ওখানে হাজির হলো রাইকার। লুকোচুরি খেলার সেই গুহাটার মুখের দিকে যাবার সময়ও কোনদিকে তাকাল না। ড্র-এর চূড়ায় উঠে ঢাল বেয়ে আবার নামার সময় কেবল ঘোড়া থামিয়ে চারপাশে নজর বোলাল।

জায়গাটা অন্যরকম হয়ে গেছে; তবে একেবারে বদলে যায়নি অযত্নে পড়ে থাকা ভুট্টার খেতে এখন আগাছার রাজত্ব। আশপাশের ঝোপের চেয়ে উঁচু বলে আলাদা করা যায়। উঠান আর বাগানের অংশটাকেও গ্রাস করে নিয়েছে আগাছার দঙ্গল। পুরু আগাছার ভেতর দিয়ে ভস্মীভূত কেবিনের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়।

পুরানো কোরালে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল ওদের খচ্চর-গুলোকে। কোরালের খুঁটিগুলো এখন পড়ো-পড়ো করছে। পচন ধরেছে কাঠে। দুটো খাড়া সিডার এখনও ধ্বংসস্তূপকে অবজ্ঞা করে মাথা উঁচিয়ে রেখেছে। মুরগীর খোপটা এখন আর খুঁজে পাওয়ার জো নেই। কাঠগুলো হয়তো পড়শীদের কেউ প্রয়োজন মেটাতে নিয়ে গেছে। মুরগীর বিষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

খানিকক্ষণ স্যাডলে বসে থাকল রাইকার। দেখছে। ওই তো ওখানে যাঁতাকলটা ছিল। যন্ত্রপাতি ধার করার সময় ফুটপ্যাডালটা অসতর্ক কিশোরের জন্যে টাইম-ট্র্যাপ হয়ে দাঁড়াত। জোড়া খচ্চর, ঘোড়া আর গরুর জন্যে যথেষ্ট বড় আস্তাবলটা মুরগীর খুপরির মতই অদৃশ্য হয়েছে। এমনকি ওটার বিশাল ওক বীমগুলোও যেন হাওয়ায় মিশে গেছে!

ঘোড়া থেকে নামল রাইকার। অনেক বছর পর আপন ভূমিতে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো ওর। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ লাগছে নিজেকে। জমিটাকেও অন্যরকম মনে হচ্ছে। আগের মত কোমল নেই। বরং সে রাতে ওর বুক যেমন পাথরের মত শক্ত হয়ে গিয়েছিল তেমনি কঠিন আর অপরাজেয় মনে হচ্ছে।

ধীরে অনেকটা অনীহার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল রাইকার। কেবিনটা যেখানে ছিল সেখানে এল। কেবিনটা ওদের সব দুঃখ-কষ্ট দূর করত। ভালবাসায় ভরিয়ে তুলত জীবন। মায়ের স্নেহ বঞ্চিত দুটি ভাই বাবার আদরে সুন্দর বেড়ে উঠছিল এখানে। বাবার লাশটা প্রলয়ের রাতে জ্বলন্ত কেবিনের পাশেই বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে ছিল!

সেখানে এল এবার রাইকার। কোন চিহ্ন নেই। সাহস করে এখানে এসে দাফন করেছিল কে? ভাবল। কোন ঝড়ের রাতে জিম ব্রিস্টোই

হয়তো পাহারাদারদের বাড়ি চলে যাবার সুযোগে এখানে এসে কবর দিয়ে গেছে। কিংবা কোন সহৃদয় লোক হয়তো এপথে যাবার সময় দয়াপরবশ হয়ে ওয়্যাগন থেকে শাবল এনে কবর দেয়ার কাজটা সেরে গেছে। কাজটা যারই হোক, মনে মনে তার প্রতি কৃতজ্ঞবোধ করল রাইকার।

'শিগগিরই আবার ফসলে ভরে উঠবে এই জমিন,' আপনমনে বলল রাইকার, 'ঘরবাড়ি উঠবে আবার। বাচ্চারা খেলে বেড়াবে। নারীর স্পর্শে ধন্য হবে জায়গাটা প্রথমবারের মত। হাসিকান্না মিলে সত্যিকার বাড়ির পরিবেশ তৈরি হবে। খেতের ভুট্টা খচ্চর আর মুরগীকে খাওয়ানো হবে। রুটি বানানো হবে আটা দিয়ে। আবার শান্তি আসবে এখানে। বউ বাচ্চা নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবে সবাই। সকালে আবার পরস্পরকে দেখার নিশ্চয়তা মিলবে।'

আমাকে নিয়ে এই স্বপ্নই দেখেছিল হ্যাংক। খুন খারাবী আর মৃত্যুর হোলি খেলায় তিক্ত জীবন নয়। সে জানত শিক্ষা লাভ করলে আমি সব কিছু উপলব্ধি করতে পারব। আমার দৃষ্টিভঙ্গি তাতে বিস্তৃত হবে। পল এভার্ট আর মায়রা সেই উপলব্ধি অর্জনে সহায়কের কাজ করেছে। হ্যাংকের আত্মা যেন শান্তি পায়...

মনে মনে প্রার্থনা করল রাইকার।

খোলা মাঠে আরও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে অতীত স্মৃতি রোমন্থন করল ও। সেই দিনের কথাগুলো কানে বাজল আবার: *'গুড বাই, পাপা-গুড বাই, লি। আবার ফিরে আসব আমি...'*

পনেরো

শনিবার সকালে হোটেল লবিতে নাশতা করতে এসে এভার্টের দেখা

পেল রাইকার। তার সঙ্গে ছায়ার মত সেঁটে আছে চেনা একটা কাঠামো।

হেসে হাত বাড়াল রাইকার। 'হ্যালো, শ্যামুস!'

খানিক দ্বিধা করে হাতটা ধরল বিশালদেহী আইরিশ। ভুরুজোড়া কুঁচকে আছে সন্দেহে। 'আস্তে ধরো, মাই ল্যাড,' খরখরে গলায় বলল সে, 'সেদিনের ঘুসির ধাক্কাই সামলে উঠতে পারিনি এখনও। এমনিতে কি কাজ করো তুমি, খালিহাতে রাস্তা তৈরির পাথর ভাঙো?'

'না,' বলল এভার্ট, 'বিনা হাতুড়িতে ঘোড়ার নাল বানায়। এসো, একসঙ্গে নাশতা করি, বেন।'

কফির কাপ হাতে রাইকারের দিকে তাকাল এভার্ট। 'খামোকা বসে থাকতে হচ্ছে বোধহয়, বেন।'

কাঁধ ঝাঁকাল রাইকার। 'কাল আমরা এখানে লাঞ্চ করার সময় লবি পার হয়েছে হেনরী কিং।'

'তুমি কিংকে দেখেছ?' ভুরু কপালে উঠল এভার্টের।

'নিশ্চয়ই। নইলে বলছি কিভাবে?'

বোকার মত হাসল এভার্ট। 'আ-আমি মনে করেছি মায়রা হয়তো দেখেছে, পরে বলেছে তোমাকে। আসলে তুমিই যে—মানে…'

'মানেটা আমি জানি। যেভাবে এসেছিল তেমনি বহাল তবিয়তেই বিদায় হয়েছে কিং। সন্তুষ্ট?'

বড় করে দম ফেলল এভার্ট। কফির কাপে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে বলল, 'সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষায় উৎরে গেছ তাহলে! আর কাউকে দেখনি?'

মাথা নাড়ল রাইকার। 'আমার মনে হয় দু'জনকে একসঙ্গে দেখলেই ভাল ছিল! যাক, র‍্যাঞ্চারদের সেই হামলার ব্যাপারে আর কোন খবর পেয়েছ?'

মাথা দোলাল এভার্ট। চেহারা গম্ভীর। 'হামলা হবেই এবং খুব শিগগিরই। ল্যামসন বলেছিল র‍্যানডাল ধরা পড়ে যাওয়ায় ওরা হয়তো অ্যাসোসিয়েশন আইনের আশ্রয় নেয়ার আগেই কাজে নেমে পড়তে

চাইবে। ওর আশঙ্কা ভুল ছিল না।'

'কবে, জানতে পেরেছ?'

'আগামী সপ্তাহে। তার মানে ধরে নাও এখন পথেই রয়েছে ওরা। হেনরী কিং হয়তো সেজন্যেই এসেছিল। অ্যাডভান্স পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করছে!'

ভুরু কোঁচকাল রাইকার। 'তাহলে তো আমি জানতাম...' মাথা নেড়ে কথাটা বাতিল করে দিল নিজেই। 'এই অ্যাডভান্স পার্টিতে কারা থাকতে পারে বলতে পারবে কেউ?'

ঘাড় কাত করে শ্যামুসের দিকে তাকাল এভার্ট। 'সেজন্যেই শ্যামুসকে আনা। দেশের প্রায় সব স্যালুনে বাউন্সারের কাজ করেছে ও, দুনিয়ার রংবাজ আর বদমাশদের চেহারা মগজে গেঁথে আছে। ওর কাছে ভাল মানুষের খোঁজ চাইলে স্রেফ হাঁদা বনে যাবে। অথচ স্টেটের প্রায় সবকটা মস্তানের খবর রাখে।'

হাসল শ্যামুস ফ্লিন। 'এখানে কোন *বুলিবয়* থাকলে আমি ঠিকই টের পাব। নাশতা সেরে একটা চক্কর মারতে যাব, ঢুঁ দেব দোকান-পাটে। তুমিও চলো আমার সঙ্গে, ক্রাশার। কারও দেখা যদি মিলে যায় একচোট মজা লোটা যাবে।'

'আমি ওসবে নেই,' বলল রাইকার, 'ঝামেলা করতে চাই না। তুমিও অযথা যেচে গোলমাল বাধিয়ো না যেন! সময় হওয়ার আগেই বিস্ফোরণ ঘটাতে চাই না আমরা। খেয়াল খুশিমত কাজ করতে গেলে তেমন কিছু ঘটার আশঙ্কা অনেক!'

'বেশ, ঠিক আছে,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল শ্যামুস। 'বাহ! আমার হ্যাম আর ডিম এসে গেছে!' ফর্ক আর ছুরি বাগিয়ে ধরে খাবারের ওপর হামলে পড়ল সে।

খানিকক্ষণ ভাবল রাইকার, তারপর বলল, 'কি জানো, পল, শ্যামুস কথাটা মন্দ বলেনি। সকালে না খাটলেও রাতে কাজ হতে পারে।'

ওর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করল এভার্ট।

'শ্যামুস দিন ভর ঘুরে ঘুরে চেনা কেউ আছে কিনা দেখুক। ওর সঙ্গে

স্থানীয় কেউ একজন গেলে ভাল হত। নবাগতদের শনাক্ত করা সহজ হয়ে যেত। পরে, রাতে আমরা ওদের—মানে, সাময়িকভাবে অচল করে দেয়ার ব্যবস্থা নিতে পারব—অন্তত সপ্তাহ খানেকের জন্যে।'

'রাখবে কোথায়?' সন্দিহান কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল এভার্ট।

কঠিন চোখে তার দিকে তাকাল রাইকার। 'কেন, বুঝতে পারনি? স্টক গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন তো এখন আইনের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। শেরিফ এখানকার আইন। আর গুণ্ডাপাণ্ডাদের আটক করার জন্যেই তো জেলখানার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাই না?'

আস্তে আস্তে হাসি দেখা দিল এভার্টের ঠোঁটে। 'সোজা কথায় অ্যাসোসিয়েশনের স্থানীয় শাখাকে চাপ দেব আমরা, তারা চাপ দেবে শেরিফকে আর তখন সে—ধরে নেয়া যায়—চাপটা যথারীতি গুণ্ডাদের দিকে চালান করে দেবে! ম্যান, তুমি শত্রুপক্ষে নেই বলে দারুণ স্বস্তি পাচ্ছি! *তোমার মত চিকন বুদ্ধির লোক আর দেখিনি!'*

শ্যামুসও হাসল। 'এতে করে ওদের লোকবলও কমে যাবে। তাছাড়া চারপাশে নজর রাখার কাজটাও বন্ধ হবে। রাতে কখন মজা করতে বেরোচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল সে।

একটু ভাবল রাইকার। 'সন্ধ্যার পর। গলিপথগুলো অন্ধকার থাকবে তখন, কাজে সুবিধা হবে। প্রয়োজনে একজন একজন করে পাকড়াও করব ওদের। পল, তুমি এখুনি অ্যাসোসিয়েশন-রিপ্রেজেন্টেটিভ আর শেরিফের সঙ্গে কথা বলে সব ব্যবস্থা পাকাপাকি করে রাখো। আমি ঘুরে ফিরে সকালটা কাটিয়ে দেব ভাবছি। আর হ্যাঁ, আমাকে একটা ডেপুটি-ব্যাজ দিতে পারো কিনা দেখো। সুবিধা হবে তাতে। ব্যাপারটা অফিশিয়াল চেহারা পাবে।'

শব্দ করে হাসল এভার্ট। 'তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখতে আজ রাতে যদি না বেরিয়েছি! তুমি আর এ দৈত্যটা এক হলে কি যে হবে খোদা ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না। ঠিক আছে, সব ব্যবস্থা সেরে মীটিংয়ে যোগ দেয়ার জন্যে লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করব আমি। বিকেলের দিকে হবে মীটিংটা।'

'ঠিক আছে। এই হোটেলেই তো?'

মাথা দোলাল এভার্ট, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নাশতার ওপর। 'খেয়ে নাও,' বলল রাইকারকে, 'আজ প্রচুর শক্তির দরকার হবে তোমার...'

লাঞ্চের সময় আবার লবিতে মিলিত হলো রাইকার আর এভার্ট।

'বেলা দুটোয় হবে মীটিংটা,' বলল এভার্ট, 'আলাদা আলাদাভাবে আসবে সবাই। সোজা আমার কামরায় যাবে। এবার যাতে কেউ আড়ি পাততে না পারে তার ব্যবস্থা করা হবে। পাহারায় থাকবে শ্যামুস।'

'কোন খবর দিয়েছে ও?'

'শ্যামুস বলল শাইয়্যানেরই অন্তত দশবারোজন টাফ-কে শনাক্ত করতে পেরেছে সে। অচেনা দু'চারজনও আছে নিশ্চয়ই। তোমার আরও লোক লাগবে, বেন। পুরো ব্যাপারটা বিপজ্জনক মোড় নিতে পারে!'

'আমার কোন বিপদ হবে না,' বলল রাইকার, 'আসলে সবকটাকে তো একসঙ্গে পাকড়াও করতে যাচ্ছি না আমি। সহজে কারও নজরে না পড়তে ওরাও এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করবে হয়তো। ব্যাজ জোগাড় হয়েছে?'

টেবিলের নিচে হাত চালিয়ে ব্যাজটা ওকে দিল এভার্ট। রাইকার পকেটে রাখল ওটা।

'শেরিফ তো প্রথমে দুনিয়া মাথায় তোলার জোগাড় করেছিল,' বলল এভার্ট, 'সব ঝামেলাবাজদের গ্রেপ্তার করার হুমকি দিয়েছে। তোমাকে আর শ্যামুসকেও বাদ দেবে না! সেকি হম্বিতম্বি। পরে অবশ্য অ্যাসোসিয়েশন ম্যান সোজা পথে আনে তাকে। বেন, এমন একটা দিন দেখতে পাব কোনদিন ভাবিনি আমি—অ্যাসোসিয়েশন সত্যিই খুদে র‍্যাঞ্চারদের সাহায্য করছে!' অবিশ্বাসের সঙ্গে মাথা নাড়ল এভার্ট।

'ব্যাপারটা আসলে পানির মত সহজ,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল রাইকার, 'অন্ধ না হলে দেয়ালের লিখন পড়তে না পারার তো কারণ দেখি না। ক্যাটল রেইজিংয়ের আগের সেই রমরমা অবস্থা আর নেই আজ। ভেবে চিন্তে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি আমি ইদানীং, তোমার কাছে অবশ্য এটা

কোন খবর না!'

'তা ঠিক! খোদাকে ধন্যবাদ যে বেশিরভাগ বুদ্ধিমান বড় র‍্যাঞ্চার বুঝতে পেরেছে ক্যাটল এম্পায়ারের যুগ শেষ হয়ে গেছে। ভাল লাগুক বা না লাগুক এখন থেকে খুদে র‍্যাঞ্চারদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হবে তাদের।'

মাথা দোলাল রাইকার। 'একটা প্রবাদ আছে না—*বশে আনতে না পারলে মিশে যাও?* কিং আর মেনিগারকে অবশ্য এদলে ফেলা যাচ্ছে না। এখন নিজের পায়ে কুড়াল চালাচ্ছে তারা।'

'ঠিক বলেছ তুমি। এবার বলো তোমার পরবর্তী পরিকল্পনা কি? মানে এসব চুকে যাবার পর কি করবে বলে ভাবছ?'

কাঁধ ঝাঁকাল রাইকার। 'সব সময় যা ভেবে আসছি—পুরানো ভিটার দখল বুঝে নিয়ে ওখানে ঘর তুলে বাবার স্বপ্ন অনুযায়ী চালানোর চেষ্টা করব। মায়রা আপত্তি করবে না, আশা করি।'

মৃদু মাথা নাড়ল এভার্ট। 'তোমাদের দু'জনের ব্যাপারে এতটা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। নিজেকে এত সহজে নেপথ্যে সরিয়ে নিতে পারবে না তুমি। কারণ তোমার শিক্ষাদীক্ষার মান অনেক উঁচু, আরও অনেক কিছু করার আছে তোমার, বেন।'

চট করে প্রসঙ্গ বদলাল রাইকার। 'দুবাড়ি সামনে গানস্মিথের দোকানে যাচ্ছি আমি। একটা জিনিস নেব ওখান থেকে।' প্লেট ঠেলে উঠে দাঁড়াল ও।

ওর দিকে খানিক তাকিয়ে থাকল এভার্ট। 'তোমাকে বিরক্ত করতে চাইনি আমি, বেন।'

'করনি,' প্লেটের নিচে বখশিস ঠেসে দিল রাইকার, 'আসলে তুমি আমাকে বিরক্ত করতে পারবেও না। ঠিক আছে?'

'অবশ্যই!' নিখাদ স্নেহমাখা দৃষ্টিতে সুঠাম পেশীবহুল অবয়বটাকে বেরিয়ে যেতে দেখল এভার্ট।

হাঁটতে হাঁটতে গানস্মিথের দোকানে ঢুকল রাইকার। 'আজ সকালে তোমার জানালায় একটা ডাবল ব্যারেল ডেরিনজার দেখেছিলাম। এখন

ওটা নেই। বিক্রি হয়ে গেল নাকি?'

মাথা নাড়ল দোকানি। কাউন্টারের নিচে হাত ঢোকাল। 'তেল মাখাব বলে মাত্র নিয়ে এলাম। কিনবে নাকি?'

'হয়তো,' কুৎসিত চেহারার খুদে অস্ত্রটা হাতে নিয়ে বলল রাইকার। ভাঁজ করে ব্যারেলের ভেতরে নজর চালাল। 'ভালই তো মনে হচ্ছে।' ট্রিগার অ্যাকশন পরখ করল ও। তারপর অস্ত্রটা কাউন্টারে রেখে পকেটে হাত ঢোকাল। 'এক বাক্স শেলসহ কত পড়বে?'

টাক মাথা চুলকে গানস্মিথ বলল, 'এই তো বিপদে ফেললে, মিস্টার। দাম জিজ্ঞেস করেছ কিন্তু দরাদরির লক্ষণ নেই। এক কাজ করা যাক, আধবাক্স কার্তুজ এমনি দিচ্ছি তোমাকে, আর পিস্তলটার জন্যে দশ বাক্স দিলেই হবে।'

মুখ বেঁকে গেল রাইকারের। 'উপোসে মারা পড়বে তুমি, মিস্টার! অবশ্য তোমাকে দাফন করতে অনেক লোকই এগিয়ে আসবে।'

পয়েন্ট ফোর ফোর ক্যালিবারের একজোড়া কার্তুজ ডেরিনজারে ঢোকাল রাইকার, তারপর প্যান্টের সাইড পকেটে চালান করে দিল ওটা। 'তা ব্যবসাপাতি চলছে কেমন?'

কাউন্টারে কনুই রেখে দাঁড়াল গানস্মিথ, ব্যাখ্যা করার প্রস্তুতি। 'ব্যাপারটাকে অদ্ভুতই বলা যায়। গত দু'দিনে আগের দুমাসের বিক্রির রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। অনেকগুলো উইনচেস্টার বিক্রি করেছি আমি। সবাই বলছে কয়োটে মারতে যাবে!'

'কিনছে কারা?'

কাঁধ ঝাঁকাল দোকানি। 'ইয়ে, কাউকেই চিনি না আমি। তবে প্রত্যেককেই দাম মেটানোর সময় পকেট ঝেড়ে পুঁছে পয়সা বের করতে হয়েছে। একই সময় এত বেশি কয়োটে গিজগিজ করতে লেগেছে, অদ্ভুতই বলতে হবে ব্যাপারটাকে।'

'ঠিক,' দীর্ঘ সময় দোকানির দিকে তাকিয়ে থাকল রাইকার, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ক্লেম মিচেল না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তোমাকে কি আমি চিনি?'

'বরং বলতে পারো আমার বাবাকে চিনতে। আমাকেও বেশ কয়েকবার দেখেছ অবশ্য। তখন এসব দাগটাগ ছিল না গায়ে। তা এখন আর কটা উইনচেস্টার আছে তোমার কাছে, মিস্টার মিচেল?'

'কটা? ওহ্, মাত্র তিনটা! গতকাল হোলসেলারকে তার করে দিয়েছি। তবে দুসপ্তাহের আগে বোধহয় সাপ্লাই দিতে পারবে না ওরা। কেন—তোমারও লাগবে নাকি?'

'লাগতে পারে। সবাই যখন বলছে কয়োটে শিকারে দারুণ মজা! আমার অস্ত্র আবার তাড়াতাড়ি খালি হয়ে যায় কিনা!'

দৃষ্টি দিয়ে ওকে মাপার চেষ্টা করল মিচেল। 'হাইডআউট গান কেনার পর তো মনে হচ্ছে তুমি যেখানে থাকো সেখানে ইঁদুর মারাই অনেক সহজ। ইয়ে, মিস্টার, তোমার সম্পর্কে আমার কোন কিছু কি *জানা উচিত* নাকি অজ্ঞ থাকাটাই ভাল?'

'এটুকু জেনে রাখো যে আমার পকেটে একটা লিস্ট আছে যেটায় তোমার নামও রয়েছে, আর আমার নাম বেন রাইকার, জুনিয়র!'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ক্লেম মিচেলের চেহারা। কাউন্টারের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। '*আচ্ছা! তাই তো বলি!* বয়, তুমি তো এ এলাকায় জীবন্ত কিংবদন্তী হয়ে গেছ! গত দুসপ্তাহ যাবত কিং তার সবক'টা লোককে তোমার খোঁজে পথেঘাটে লেলিয়ে দিয়েছে। আশপাশে অন্তত পঞ্চাশ মাইল এলাকা জুড়ে তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা।' ঝলসানো মুখ আর হাতের দিকে মিচেলের নজর গেল, 'ওরা মারাত্মক ক্ষতি করেছে তোমার, অ্যাঁ?'

'এসব এখন অতীতের কথা। আচ্ছা, দরকার পড়লে আরও অস্ত্র কোথাও পাব?'

চাপা হাসল মিচেল। 'অচেনা লোকের কাছে ছোটখাট দু'একটা মিছে কথা বলার জন্যে দোষ দেয়া যায় না কাউকে। *গত দু'বছর ধরে বন্দুক মজুদ করছি আমি, বেন, কেবল আজকের এই সময়ের কথা ভেবে।* আমার সেলারে যত অস্ত্র আছে তা দিয়ে গোটা একটা কোম্পানির চাহিদা মেটানো যাবে। আমারও সেরকমই ইচ্ছা। আজ

বিকেলের মীটিংয়ে তুমি থাকছ তাহলে?'

'হ্যাঁ। তোমাকে দেখে খুশি হয়েছি, মিস্টার মিচেল।'

বেলা দুটোয় এভার্টের কামরায় ঢুকে রাইকার দেখল ওদের লিস্টের প্রায় সবাই এসে গেছে। গম্ভীর চেহারায় বসে আছে সবাই। দুঃসময়ের অবসান আসন্ন বুঝতে পারছে ওরা। যে কোন মূল্যে এর শেষ দেখতে চায়।

চট করে রাইকারের কাছে এল এভার্ট। 'বেশি কথা খরচ করতে হবে না। এরা সবাই শিকারে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছে। আমাদের প্রয়োজন কাজটা ঠিকভাবে শেষ করার জন্যে একটা মাস্টারপ্ল্যান। তোমার কোন পরামর্শ আছে?'

চারপাশে তাকাল রাইকার। অনেকের চেহারাই পরিচিত ঠেকল। অচেনা লোকও আছে। ক্লেম মিচেলকেও দেখতে পেল ও। নীরব সবাই, রাইকারের দিকে তাকিয়ে আছে, ওজন করছে ওকে।

রাইকারের সরাসরি উচ্চারিত কথাগুলো মামুলি শোনালেও বোঝা গেল ভেবে চিন্তেই বক্তব্য রাখছে ও। 'এতদিন তোমাদের জমিনে লড়াই করে গেছে ওরা। এবার সময় এসেছে পালা বদলের।'

'ঠিক, ঠিক!' একহারা গড়নের বিবওভারঅল পরা লম্বা এক লোক কথা বলে উঠল। '*আমি তোমার পক্ষে! সবার* আগে কিং শালাকে *নিকেশ* করে আসতে হবে!'

মাথা নাড়ল রাইকার। 'আমি তা বোঝাতে চাইনি। তোমরা জানো এদিকে শত্রুপক্ষের একটা দল আসছে। রাতে কোথাও না কোথাও বিশ্রাম নিতে থামছে ওরা। পল এভার্টের কাছ থেকে জানতে পেরেছি দিনরাত ওদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। এখন আমরাই সামনে বেড়ে ওদের মুখোমুখি হতে পারি। বিশ্রামের সময় ওদের ভড়কে দেয়া গেলে *বিনা রক্তপাতেই* পুরো সমস্যার একটা সুরাহা হয়ে যাবে। ওদের আটক করে আর কখনও এমন চেষ্টা না করার নির্দেশ দিয়ে নিরস্ত্র অবস্থায় ফিরতি পথ *ধরিয়ে* দেয়া যাবে।'

'কসম খোদার, অসম্ভব!' রাইকারের বিরোধিতায় দ্রুত এগিয়ে এল দাড়িঅলা বয়স্ক এক লোক। 'আমার ছেলে আর ছেলে-বউকে অস্ত্রের মুখে ঘরছাড়া করেছে ওরা! নিজের চোখে সেটা দেখতে হয়েছে আমাকে। ছেলেটার ঘোড়া আর গরুগুলোকে হত্যা করা হয়েছে, পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে ঘরদোর। এই ধাক্কা সামলাতে পারেনি বেচারা। কাজকর্মে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিল ও। তারপর দু'বছরের মাথায় ফকিরের মত মারা গেছে। আমি বলব আমার ছেলেকে *খুন করেছে* ওরা। আমি এর বদলা নিতে চাই।'

'দাঁড়াও!' দু'হাত তুলে বলল এভার্ট, 'আমি তোমাদের বলেছি যে অ্যাসোসিয়েশন এই পরিস্থিতির জন্যে দায়ী লোকদের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। কথাটা মিথ্যা নয়। এখন তোমরা ব্যাপারটাকে পুরোদস্তুর লড়াইয়ের দিকে ঠেলে দিলে এখানে শান্তিতে বসবাস করার একটা চমৎকার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে। রাইকারের কথা আগে শোনো, তারপর যদি পছন্দ না হয়, আমরা সরে দাঁড়াব। তোমরা তোমাদের ইচ্ছামত এগোতে পারবে। *কিন্তু আগে কথা শেষ করতে দাও!'*

রাইকার বুঝল খানিকটা নাটকীয়তার আশ্রয় নিতে হবে এবার। ক্ষুব্ধ লোকগুলো তাহলে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার ফুরসত পাবে। যত্নের সঙ্গে শার্ট আর আনডারশার্ট খুলতে শুরু করল ও। কৌতূহলী চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল সবাই। ঝলসানো দাগগুলো দেখার পর সবার ক্রোধ আগ্রহে রূপান্তরিত হলো। চারপাশে নজর বোলাল রাইকার। সবাইকে ক্ষতগুলো দেখার সুযোগ দিল।

'এই ক্ষত চিহ্নগুলো,' ওদের জানাল রাইকার, 'জ্বলন্ত বাড়ির কাছ থেকে বাবার লাশ সরিয়ে আনতে গিয়ে জুটেছে আমার ভাগ্যে। বাবা আর ভাইয়ের খুনীরা আগুন দিয়েছিল আমাদের ঘরে। আমাকেও হত্যা করতে চেয়েছিল ওরা। আমাদের খচ্চরগুলোকে মেরেছে, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে সব কিছু।'

'ওরা কারা?' জানতে চাইল বুড়ো।

'লেন নিময় আর তার সাঙ্গপাঙ্গ। যে কথা তোমাদের বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হলো, এই আমি যদি ঝামেলা এড়িয়ে ব্যাপারটার সমাধান চাইতে পারি, তোমাদেরও তা পারা উচিত।'

দাড়ি চুলকাল বুড়ো। 'তোমার বাবার কথা মনে আছে আমার। বড় ভাল লোক ছিল। শোনো, সান, এভাবে কাজ করার জন্যে যদি মন থেকে সায় পেয়ে থাকো তুমি, খোদার কিরে, আমি আগাগোড়া আছি তোমার সঙ্গে!' চোখ রাঙিয়ে চারপাশে তাকাল সে। কেউ প্রতিবাদ না করায় ফের রাইকারের দিকে ফিরল। 'তুমি বরং সবাইকে কাজ বুঝিয়ে দাও, ইয়াং রাইকার।'

আবার পোশাক পরে নিল রাইকার। একটা চেয়ার নিয়ে উল্টো করে বসিয়ে দু'পা ছড়িয়ে বসল সেটায়। চেয়ারের পেছনে আড়াআড়িভাবে দু'হাত রেখে শুরু করল। 'বেশ, তবে কেউ চাইলে এখনও সরে দাঁড়ানোর সময় আছে...'

ষোলো

অন্ধকার ঘোর হয়ে এলে শ্যামুস ফ্লিনকে নিয়ে ডেনভার'স রেস্ট-এ ঢুকল বেন রাইকার। কি করতে হবে আগেই ঠিক করে রেখেছে ওরা। শিকারের দেখা পেতে তেমন কষ্ট হলো না।

বারে দাঁড়ানো লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল শ্যামুস। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে দু'হাতের তালুতে মদের গ্লাস ঘোরাতে শুরু করল। 'সন্ধ্যা সবে নামল, ফ্রেণ্ড!' গলা উঁচিয়ে তাকে বলল সে। 'এ সময় একলা ড্রিঙ্ক করে মজা নেই! এশহরটা শাইয়্যানের কাছে নস্যি, কি বলো? ওখানে মদ গেলার সঙ্গীর অভাব হয় না!'

'এটা কোন শহর হলো!' গজগজ করে উঠল টাফ। চোখ কুঁচকে বাররুমের চারপাশে নজর বোলাল। 'এখানে আসার পর থেকে মনে হচ্ছে জেলখানায় আটকা পড়েছি!'

হাতুড়ির মত বিশাল হাতে লোকটার পিঠ চাপড়ে দিল শ্যামুস। 'এবার বদলে যাবে সব, মাই ফ্রেণ্ড!' ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে লোকটার দিকে ঝুঁকে পড়ল সে। 'যদি বলি আমার কাছে দু'দুটো সুন্দরী মেয়ের খোঁজ আছে! উহুঁ, আগেই বলে দিচ্ছি, এসব স্যালুনে যারা শিকার খুঁজে বেড়ায় মোটেই তাদের মত নয় এরা। *শহুরে স্মার্ট মেয়ে*। চমৎকার হুইস্কি আর আসল পুরুষমানুষের সঙ্গ চায়!'

চোখে আদিম দৃষ্টি নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল টাফ। 'মশকরা করছ না তো?'

ছোটখাট টেনিস র‍্যাকেটের সমান একটা হাত উঁচু করল শ্যামুস। তর্জনী আর মধ্যমা ক্রস করে রেখেছে। 'মিথ্যা বললে চিরকাল জাহান্নামের আগুনে পুড়ব আমি। এক কাজ করা যাক—পচা মদের গ্লাসটা এই দু'নম্বর বারের ওপর রেখে চলো সটকে পড়ি। পেছন দরজা দিয়ে বেরোব আমরা। গলির ওপাশে একটা বাড়ির পেছন-দরজা দিয়ে ঢুকতে হবে। একদম পানির মত সহজ!'

পেছন দরজার কাছে অপেক্ষায় ছিল রাইকার। বার থেকে দু'জনকে পা বাড়াতে দেখে চট করে বাইরে চলে এল। বিরাট একটা প্যাকিংকেসের আড়ালে গাঢাকা দিল। শ্যামুসরা ওকে ফেলে সামনে যেতেই পিছলে পেছনে হাজির হলো।

'দাড়াও, দু'জনই!' হুকুম ঝাড়ল একটা, হাতের ব্যাজের ওপর আলো ঠিকরে যাবার সুযোগ করে দিল।

থমকে দাঁড়াল শ্যামুস ফ্লিন। চোখ পিট পিট করে তাকাল ওর দিকে। এক হাত বাড়িয়ে সঙ্গীকে থামাল। 'কি ব্যাপার, অ্যাঁ? হতচ্ছাড়া এই শহরে দু'জন ভদ্রলোক ব্যাজ-টটারের জ্বালায় কি হাঁটাহাঁটিও করতে পারবে না?'

'চুপ থাকো, নইলে তোমাকেও হাজতে ঢোকাব!' ধমক দিল

রাইকার, 'আপাতত ডুরাংগো স্মিথকে ধরতে এসেছি আমি। আপসে চলো তুমি আমার সঙ্গে, স্মিথ!'

'কি আবোলতাবোল বকছ?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল টাফ। 'ভুল করছ তুমি, ল-ম্যান! আমি ডুরাংগো স্মিথ নই, জ্যাক লরেনস। আমার নামে কোথাও হুলিয়া নেই।'

'এখানে আছে, স্মিথ,' জোর দিয়ে বলল রাইকার। সত্যি সত্যি ফেনা বেরিয়ে এল লোকটার মুখ দিয়ে। 'তুমি কে জানি না।' শ্যামুসকে বলল রাইকার, 'এখান থেকে ভাগো। এ লোকের হাতে হাতকড়া পরাচ্ছি আমি।'

'আমার হাতে হাতকড়া পরাবে, অসম্ভব!' গর্জে উঠল লরেনস। রাইকারকে মারতে গেল দু'হাত তুলে। হাওয়ায় ফস্কে গেল তার ঘুসি। পরক্ষণে বিশ্রী একটা শব্দ হলো। লুটিয়ে পড়ার আগেই লোকটাকে ধরে ফেলল শ্যামুস।

মুখ দিয়ে চুক্-চুক্ শব্দ করে বলল, 'চাঁদিতে পিস্তল দিয়ে একটা বাড়ি দিলেই তো হত! অযথা কষ্ট করলে!'

শ্যামুসের হাতে ধরা লরেনসের পেটে কাঁধ ঠেকাল রাইকার, পিঠে তুলে নিল তাকে। হাঁটার সময় এপাশ-ওপাশ দুলতে লাগল লোকটা। 'ফিরে গিয়ে দ্বিতীয় প্ল্যান মোতাবেক কাজ শুরু করো,' শ্যামুসকে বলল রাইকার, 'এটাকে কোল্ডস্টোরেজে রেখে আসি আমি।' গলি ধরে জেলহাউসের দিকে এগিয়ে গেল ও। এখনও বেহুঁশ লরেনস।

ফিরে এসে শ্যামুসকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে বারের আরেক প্রান্তে এক লোকের সঙ্গে জমিয়ে আলাপ করতে দেখল রাইকার। সোজা গিয়ে শ্যামুসের সঙ্গে ধাক্কা খেলো ও। 'ওহ্—কিছু মনে কোরো না!' বলল ক্ষমা প্রার্থনার সুরে।

চোখ রাঙিয়ে ওর দিকে তাকাল শ্যামুস। 'কি, কিছু মনে করব না! শালা, নিজেকে কি ভেবেছ তুমি?'

মুখ তুলে তাকাল রাইকার। প্রথমে শ্যামুসের দিকে তারপর নোংরা

আধ-মাতাল লোকটার দিকে। চোখ কুঁচকে রেখেছে। 'কি আশ্চর্য!' দুঃখিত কণ্ঠে বলল, 'আবার একই ভুল করে বসে আছি! আমার বউ সবসময় সঙ্গে চশমা রাখতে বলে। কিন্তু বিচ্ছিরি জিনিসটা নাকের ওপর বসাতে মোটেও ভাল লাগে না আমার! এবার থেকে আর হেলাফেলা করা যাবে না! এমন অবস্থা হয়েছে যে জলজ্যান্ত দুটো মানুষ কথা বলছে তাও দেখতে পাইনি! কি জানো, এই একটু আগে গলিতে বিশ ডলারের একটা কয়েন হারাতে হলো একারণেই। কত খুঁজলাম, *নেই!* কিছু মনে কোরো না তোমরা, জেন্টস!' হাতড়ে হাতড়ে বারের আরও সামনের দিকে গিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল রাইকার।

ব্যাকমিররের দিকে তাকিয়ে দেখল সঙ্গের লোকটাকে একপাশে সরিয়ে নিচ্ছে শ্যামুস। ফিসফিস করে কথা বলছে তার সঙ্গে।

একটু পরেই ওর কাঁধে টোকা দিল শ্যামুস। 'ইয়ে, ফ্রেণ্ড, তুমি বলছিলে গলিতে একটা সোনার কয়েন হারিয়েছ। কষ্টের রুজি হারালে খারাপ লাগা স্বাভাবিক। আমরা দু'বন্ধু তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রাইকার। 'তোমাদের অশেষ দয়া! কয়েনটা...' যেন চিন্তা করছে, মুহূর্তের জন্যে একটু থামল ও, 'হ্যাঁ, এই রেস্তরাঁর পেছনেই খোয়া গেছে! ওটা খুঁজতে গিয়ে একটা গারবেজ ক্যান উল্টে ফেলেছি, পরিষ্কার মনে আছে। চলো তাহলে!'

তিন ঘণ্টা বাদে নতুন শিকারের খোঁজে সারা শহরে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল শ্যামুস আর রাইকারকে।

'আর নেই বোধ হয়,' বলল রাইকার, একটা স্যালুনে বিশ্রাম নিতে থেমেছে ওরা। 'শ্যামুস, স্টেজে নাটক করলেই ভাল করতে তুমি। যা অ্যাকটিং দেখালে আজ, তোমার নাম কাগজের হেডলাইন হওয়া উচিত!'

সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গেল শ্যামুস। নির্জলা এক গ্লাস হুইস্কি গিলে ফেলল ঢকঢক করে। তারপর রাইকারের ডানহাত তুলে নেড়ে চেড়ে দেখল। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'একটা গিঁটের চামড়া পর্যন্ত ছড়েনি!' কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর। 'অথচ কতগুলো রাফিয়ানকে কাত করেছ। একটা

কথা বলবে আমাকে, বেন? *আগে তোমাকে আঘাত করার সুযোগ দেয়ার* কি কোন দরকার ছিল?'

কাঁধ ঝাঁকাল রাইকার। 'ছিল, ফেয়ার থাকার জন্যে। কিন্তু সবাই দেখলাম চিটাগুড়ের মতই স্লো!'

'আরেকটা কথা বলো এবার,' বলল শ্যামুস, 'কাজটা শেরিফকে দেয়া হয়নি কেন—সে-ই তো এদের সবাইকে গ্রেপ্তার করতে পারত? এটা তো আসলে ওদের কাজ!'

ড্রিঙ্কে চুমুক দিয়ে রাইকার বলল, 'ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে চিন্তা করে দেখো। ধরা যাক আমরা শেষ পর্যন্ত হেরে গেলাম। তখন অযথা নাক গলানোর দায়ে ক্যাটলম্যানরা শহরবাসীদের ওপর গজব নাজেল করবে না! তো শেরিফ তখন সাফাই গাইতে পারবে এই বলে যে এক নতুন ডেপুটি তার অজান্তে বাহাদুরি ফলাতে গিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে!'

'কিন্তু শেরিফ নিজেই তো ওদের জেলে ঢোকাল! খামোকা ঘুর-ঘুর করার দোষেই তো বিচার হবে ওদের, তাই না?'

'হ্যাঁ। ও বলবে একবার কাউকে অ্যারেস্ট করা হলে বিচারের আগ পর্যন্ত তাকে জেলে রাখা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। জাজ যদি এক সপ্তাহ বা তার বেশি সময়ের জন্যে বাইরে থাকে...' কাঁধ ঝাঁকাল রাইকার।

দু'কান স্পর্শ করল শ্যামুসের হাসি। *'মিস্টার এভার্ট যখন বলল তোমার মত চিকন বুদ্ধির মানুষ আর দেখেনি, মিথ্যা বলেনি সে!* বেন, তোমার কিছু ব্যাপারে আমি অবাক হই। আমি বাজি ধরে বলতে পারি ওজনে একশো সত্তর পাউণ্ডের বেশি হবে না তুমি, অথচ তাবড় তাবড় সব ষণ্ডাদের এমন অনায়াসে কায়দা করে ফেলো যে ভয়ই লাগে। এত জোরে মারো তুমি, কি হয়েছে বোঝার আগেই চড়াই পাখির চিড়িক-চিড়িক গান শুনতে পায় তারা।'

'শ্যামুস, প্রায় সারাজীবন নিজেকে সবার সেরা প্রমাণ করার চেষ্টা চালিয়ে আসছি আমি। আমার মত প্রচুর সময় আর পরিশ্রম দিলে যে

কারও পক্ষেই এমন হওয়া সম্ভব।'

বারের ওপর দিয়ে একটা মাছি এগিয়ে আসছিল। ছলকে পড়া হুইস্কি পরখ করতে থামল সেটা। আলোর ঝলকের মত নড়ে উঠল রাইকারের হাত। পরক্ষণে শ্যামুসের চোখের সামনে নিয়ে এল। তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মাঝখানে আলতোভাবে আটকে আছে মাছিটা। বিস্মিত শ্যামুসের চোখের সামনেই আঙুল একটু ফাঁক করল রাইকার। অমনি অক্ষত দেহে উড়ে পালাল মাছিটা।

'অসম্ভব!' রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল শ্যামুস। 'এ হতে পারে না!' কাঁপা হাতে বোতলটা আঁকড়ে ধরল সে। আবার চুমুক দিল।

শব্দ করে হাসল রাইকার। 'ঝড়ে বক মনে হলে বাজি ধরতে পারো। আবার করে দেখাই।'

মাথা নাড়তে শুরু করল শ্যামুস। দাঁতে দাঁতে বাড়ি লাগল তার। 'আমি ওসবে নেই, ব্রাদার! যদি বলো দুই বগলে দুটো অ্যানভিল নিয়ে দশফুট উঁচু বেড়া ডিঙাতে পারবে তুমি, আমি তোমার পক্ষেই বাজি ধরব!'

হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল রাইকার। 'পল-কে দেখেছ?'

'সকালে শেষবার দেখেছিলাম। কামরায় খোঁজ করলে হয়। যাবে নাকি?'

'পরে। একটু আরাম করে নিই আগে।'

গ্লাস খালি করল শ্যামুস। তারপর বারকিপের উদ্দেশে চোখ টিপে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল। বড় করে হেসে পাল্টা শুভেচ্ছা জানাল বারকিপ।

শর্ট ড্রিঙ্ক শেষ করে স্যালুন থেকে বেরিয়ে এল রাইকার। মনে মনে খতিয়ে দেখছে নিজের কর্মকাণ্ড। শহরের প্রত্যেকটা গ্রগ-শপ কাভার করেছে ওরা। কোন না কোন উসিলায় টাফদের কায়দা করেছে। অন্তত জনাবারো লোক এখন অচল। অথচ এরাই অসংগঠিত লোকজনের নাভিশ্বাস তুলে দিতে পারত!

সব শত্রুকে পাকড়াও করা গেছে, এমন মনে করছে না রাইকার।

তবে ওদের ক্ষমতা কমে গেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখন দক্ষিণ থেকে পরিচালিত হামলাটা নস্যাৎ করতে পারলে কিংয়ের মত লোকগুলোর ওপর প্রচণ্ড আঘাত হবে সেটা। ওদের বিজয় আর কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

আগামীকাল দক্ষিণে রওনা হবে ওরা। উত্তরে *যদি* ফিরে আসে আবার, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কিংবা অন্ধকার অতীতের ধারাবাহিকতাই সঙ্গী হয়ে আসবে।

সতেরো

পরদিন খুব ভোরে তিরিশজন সশস্ত্র লোকের একটা দল বাফেলো থেকে দক্ষিণে রওনা হলো। প্রত্যেকের কাছে বাড়তি অস্ত্র রয়েছে। ওরা জানতে পেরেছে বিশ মাইল সামনে আরও বিশজনের একটা দল ওদের অপেক্ষায় রয়েছে। চারটে হালকা স্প্রিংওয়্যাগন রসদ বইছে ওদের।

ওই দিনই বিকেল পাঁচটার দিকে পঁচিশ মাইল এগোনোর পর সত্তরে দাঁড়াল ওদের সদস্য সংখ্যা। বড় র‍্যাঞ্চারদের নিপীড়নের চির অবসান ঘটাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সবাই।

প্রথম বারের মত পল এভার্টকে শহুরে পোশাকের বদলে আটপৌরে পোশাকে দেখল রাইকার। লোকটার ঘোড়া সামলানোর কায়দা ওর ভাল লাগল। 'চিরদিন আসলে ল-ইয়ার ছিলে না তুমি,' তাকে বলল রাইকার।

হাসল এভার্ট। 'আমিও আসলে র‍্যাঞ্চবয়। শীত আমার সর্বনাশ করে দিয়েছে!'

'ওরা দেখছি অনেককেই ঘরছাড়া করেছে। আমরা গোটা একটা আর্মি পেয়ে গেছি।'

মাথা দোলাল এভার্ট। 'যদ্দূর বুঝেছি আরও ভারি হয়ে উঠবে দলটা। ব্যাপারটা সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছে।'

'স্কাউটরা কোন খবর পাঠিয়েছে?'

স্যাডলে ঘুরে বসল এভার্ট। হাতের ইশারা করতেই ঘোড়া হাঁকিয়ে দ্রুত এগিয়ে এল একজন রাইডার।

'এ হলো রেড কলিন্স,' রাইকারকে বলল এভার্ট। 'এইমাত্র ফিরেছে। এখনও কথা বলা হয়ে ওঠেনি ওর সঙ্গে।'

স্যাডলহর্নের ওপর একটা পা তুলে দিল কলিন্স। ওদের পাশাপাশি এগোল। 'হ্যাঁ,' একদলা পিক পথের ধারে জন্মানো ঝোপের ওপর পিচিক করে ফেলে কায়দা করে অবশেষে সে বলল, 'শালাদের ওপর ভাল করেই নজর বোলানোর সুযোগ পেয়েছি আমি। ওরা সবাই র‍্যাঞ্চার হলে কান কেটে কুত্তাকে খাওয়াব আমি। ভাড়াটে গানম্যানকে কাউপিপলের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবে এমন বেকুব কোথাও নেই!'

'আন্দাজ কতজন গানম্যান আছে ওখানে?' জানতে চাইল এভার্ট।

'আমার তো মনে হয় অর্ধেকের বেশিই হবে। এজন্যে অবশ্য কাউপিপলদের দোষ দেয়া যায় না। লোক ভাড়া করার প্রচুর টাকা থাকতে সেধে বুলেটের সামনে মাথা পাতা বোকামি ছাড়া আর কি!'

'সবসুদ্ধ ক'জন হবে?'

'আমি পঞ্চাশ জন গুনেছি। এর অন্তত পঁয়ত্রিশ জনই ভাড়াটে পিস্তলবাজ। এটা দিয়ে,' গলায় ঝোলানো ফিল্ডগ্লাসে টোকা মারল কলিন্স, 'প্রত্যেকের *চেহারা* আর *অস্ত্র ঝোলানোর কায়দা* দেখেছি।'

দৃষ্টি বিনিময় করল রাইকার আর এভার্ট। একসঙ্গে এতগুলো পেশাদার গানম্যানকে সামাল দেয়া ফারমারদের পক্ষে কঠিনই হবে—ওরা যতই খেপে থাকুক না কেন! মীটিংয়ে দেয়া রাইকারের প্রস্তাবটাই একমাত্র সমাধান—বুঝতে পারল দু'জনই। শত্রুরা রাতে বিশ্রাম নিতে যেখানে থামবে সেখানেই অচল করে দিতে হবে যাতে তারা পাল্টা আক্রমণ শানানোর অবসর না পায়। সবক'টাকে বেঁধে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা।

অ্যাম্বুশের কথা চিন্তা করার অবকাশ নেই। ঠাণ্ডা মাথার খুনখারাবি যে কোন মূল্যে এড়াতে চায় ওরা। না হলে ক্যাটলম্যানদের সঙ্গে ওদের আর পার্থক্য থাকবে না। সেক্ষেত্রে ওদের দুর্দশা দেখে লোকজনের মনে জন্ম নেয়া সহানুভূতিটুকু উবে যাবে। সাময়িকভাবে অচল করে দিতে হবে ওদের—এটাই সমাধান। অচলাবস্থার সৃষ্টি করবে ওরা। অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে অবসান ঘটানো হবে সেটার। যুক্তিটা হচ্ছে: বন্দী অবস্থায় তিনটা উপায়ের যে কোন একটা বেছে নেয় লোকে: *প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করে বেরিয়ে আসে; আত্মসমর্পণ করে; কিংবা না খেয়ে মরে।* পেশাদারদের ক্ষেত্রে কি ঘটবে জানা আছে রাইকারের। এখানে ওদের ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত না থাকায় ভবিষ্যতে আবার অস্ত্র ভাড়া খাটাতে বেঁচে থাকতে চাইবে ওরা।

'এখন কতদূরে আছে ওরা?' জিজ্ঞেস করল এভার্ট।

আবার পিক ফেলল কলিন্স। হাতের পিঠে মুখ মুছল। 'তা ধরো দিনে তিরিশ মাইলের মত এগোচ্ছে ওরা। আমি তার ডাবল স্পীডে এসেছি। দু'দিন লেগেছে আমার। একশো মাইলের মত হবে রাস্তাটা। তোমরা ভাল অঙ্ক জানলে বুঝতেই পারছ আগামীকাল রাতে কোথায় থাকবে ওরা?'

একটু ভাবল রাইকার। 'চল্লিশ মাইল দূরে। কোথায় আস্তানা গাড়ছে জানা গেলে ওদের কব্জা করা সহজ হত। রাতে কি খোলা আকাশের নিচেই ঘুমোচ্ছে?'

'না, স্যার। বরং বলা যায় বাসাবাড়িতে রাজভোগ সেরে রাত কাটাচ্ছে। মনে হয় আগে থেকেই ঠিক করা আছে সব কিছু। কারণ ঠিক বিশ্রামের সময় হলেই কোন না কোন বড় র‍্যাঞ্চে পৌঁছে যাচ্ছে তারা। ওখানে ইয়া তাগড়া তাগড়া বাছুর জবাই দিয়ে বারবিকিউ করে গেলানো হয় তাদের। তারপর র‍্যাঞ্চহাউসে বা বার্নে গিয়ে নাক ডেকে ঘুমায়।'

ঘড়ির দিকে তাকাল রাইকার। 'আমাদের ক্যাম্পের সময় হলো। ওদের ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখার ব্যবস্থা আছে না?'

হাসল কলিন্স। 'মিস্টার, কত কাছে থেকে ওদের নড়াচড়া খেয়াল

করা হচ্ছে জানলে প্রত্যেকটা ছায়ার দিকে গুলি করত ওরা সারাদিন। এ মুহূর্তে আমার ভাই পিংকি নজর রাখছে ওদের ওপর। ছেলেটা ইনজুনদের চেয়েও পিছলা। শিগগিরই ওর সঙ্গে দেখা হবে আমাদের।'

'চমৎকার। বেশি ক্লান্ত না হলে কয়েকজন লোককে ঘোড়া পাহারা দেয়ার কাজে লাগিয়ে দাও, কেমন? দু'ঘণ্টা করে পাহারা দেবে, তারপর বিশ্রাম।'

'ঠিক আছে,' বলল কলিন্স, 'তারপর, ব্রাদার, আমি চারটে পেটে দিয়ে ঘুমিয়ে নেব একটু।' ঘোড়া নিয়ে চলে গেল সে। পা আড়ষ্ট হয়ে আছে তার। ক্যাম্প তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই।

পরদিন দুপুর। ঠাণ্ডা খাবার গিলছে ওরা, এমনি সময় ঘোড়া দাবড়ে হাজির হলো পিংকি কলিন্স। স্যাডল থেকে নেমে গ্রাব লাইনের দিকে পা বাড়াল। দু'হাতে পাছা ডলছে। ওর ফ্যাকাসে চেহারা কড়া রোদের আঁচে গোলাপী হয়ে গেছে, তপ্ত কয়লার হালকা ছ্যাঁকা লেগেছে যেন!

'হাই-হো, খাবার কই!' চেঁচিয়ে বলল সে, 'কাল রাত থেকে বালি ছাড়া আর কিছু জোটেনি আমার কিসমতে। কি খবর, রেড হেড? আবার কখন রওনা দিচ্ছ?'

'শিগগিরই, ব্রাদার ডিয়ার—এই যাচ্ছি বলে,' কায়দা করে বলল রেড কলিন্স। 'তা নীলচোখে কি দৃশ্য দেখে এলে, ব্রাদার?'

একটা প্লেটে উঁচু করে ঠাণ্ডা বীন বাড়ল পিংকি, এক টুকরো হ্যাম দিয়ে ঢেকে ফেলল ওগুলো। এক হাতে প্লেট ধরে আরেক হাতে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরা কফির কাপ নিল। ভাইয়ের পাশে বসল আসন পেতে।

'একসঙ্গে অনেক কাউপিপল আর গানপিপল দেখে এলাম! একটা কথা! কাউপিপলদেরই না খেলা চালানোর কথা, কিন্তু গানপিপলদের সামাল দিতে ওরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। ব্যাটারা মদ গিলছে। এক নাগাড়ে মুখ খারাপ করছে। যখন তখন সাঁই সাঁই পিস্তল নাচাচ্ছে। বাজি ধরে বলতে পারি শাইয়্যান থেকে আসার পথে প্রত্যেকে মারপিট করেছে ওরা।' একটু থামল পিংকি। এক চামচ বীন ঠেসে দিল মুখে।

'যা ঘটার তাই ঘটছে,' এভার্টকে বলল রাইকার, 'এ ধরনের একটা দলকে শহরের বাইরে আনলে তারা বুনো হয়ে উঠতে বাধ্য। ওদের সঙ্গে প্রচুর হুইস্কি থাকলে অনেক সহজ হয়ে যাবে আমাদের কাজ।'

ঢোক গিলে রাইকারের দিকে চামচ তাক করল পিংকি কলিন্স। 'মন্দ বলোনি, পার্ডনার। মড়ার মত ঘুমালে জেগে উঠতে অনেক সময় লাগে লোকের। ঘুমন্ত অবস্থায় ওদের হামলা করতে চাইলে—'

'তুমি নরকে চলে গিয়েছিলে বোধ হয়,' স্নেহের সুরে তাকে বলল রেড, 'পিছিয়ে পড়েছ তাই। অনেক আগেই সব ঠিক করা হয়ে গেছে আমাদের। চুপচাপ বীন চিবাতে থাকো তুমি।'

আরও বীন নিতে গেল পিংকি, তারপর থেমে চামচ নাচাল। 'ওহ-হো-ভুলেই গিয়েছিলাম আরেকটু হলে! আজ রাতে টাওয়ার-র‍্যাঞ্চে থাকবে ওরা। র‍্যাঞ্চটা কোথায় তা অবশ্য জানা নেই আমার।'

'তুমি জানো কিভাবে?' জানতে চাইল রেড।

হাসল পিংকি। 'এখানে আসার সময় রাস্তার ধারে বসা এক লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল । সে বোধ হয় মনে করেছিল আমি অ্যাডভান্স ম্যান। আমার অপেক্ষাতেই ছিল। আমাকে সে বলল বুড়ো টাওয়ার সব ব্যবস্থা করে রেখেছে, কেবল গিয়ে পৌঁছলেই হলো!'

'তোমাকে এমনি ছেড়ে দিল সে?'

সশব্দে হাসল পিংকি। 'তাকে বললাম তার ভুল হয়েছে। আসলে *ক্রাইস্টেনিংয়ে* যাচ্ছি আমি। কিছু আধ্যাত্মিক বাণী খয়রাত করে আবার রওনা দিলাম!'

বিরক্তিতে নাক সিঁটকাল রেড কলিন্স। 'বাবা সব সময় বলত তোমাকে দিয়ে কোনদিন কিছু হবে না। এত কিছু থাকতে *পাদ্রী* সাজতে গেছে! তারচেয়ে নিজেকে স্যাডলবাম বললেই হত! মাথা গোঁজার জন্যে বার্নের খোঁজ করছ বলতে পারলে না!'

হাই তুলল পিংকি। 'আমাকে আর বুদ্ধি দিতে হবে না। কালরাতে ঘুম বলতে একটা পাথুরে ড্রয়ের নরম কিনারায় স্যাডলে মাথা রেখে খানিকক্ষণ চোখ বুজে ছিলাম মাত্র। এবার শান্তিতে একটু খাওয়াটা

সারতে দাও আমাকে। খিদায় নাড়িভূঁড়ি সব হজম হবার জোগাড় হয়েছে!'

চারদিকে নজর চালাল রাইকার। 'টাওয়ার র‍্যাঞ্চটা কোথায় বলতে পারো কেউ?'

'চোখ বাঁধা আবস্থায়ও ওখানে নিয়ে যেতে পারব তোমাকে,' বলে উঠল একজন। 'এই ক'দিন আগেও ওখানে একটা কুঁড়ে ছিল আমার। এখন ছাইয়ের গাদা ছাড়া আর কিছু নেই। আজ বুড়ো টাওয়ারের সামনে যেতে পারলে ব্যাটাকে *মন খানেক ছাই* দিয়ে আসা যাবে!'

'ধোঁয়া গেলা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কেউ দেশলাই জ্বাললে তার কপালে দুঃখ আছে,' বলল রাইকার। ওর কণ্ঠের হালকা সুরও দ্রুত মনোযোগ আর সম্মান পায় বুঝতে পেরে নিজের ওপর খুশি হলো। 'আমরা হানাদার নই। অন্যদের খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখাই আমাদের উদ্দেশ্য। নিজেকে সামলাতে পারবে না মনে করলে বরং এখুনি বিদায় হও এখান থেকে!'

চারপাশে তাকাল রাইকার। দ্বিধা দেখা গেল না কারও মধ্যে। 'যা আশা করেছি। এখানে আমরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু আমরা স্টেটের সবাইকে বুঝিয়ে দিতে চাই আসল সুনাগরিক কারা। হয়েছে তোমার, পিংকি?'

পেটে থাবা মেরে ঢেকুর তুলল পিংকি। 'শুয়োরের মাংস আর হুইস্‌লবেরি রাজার ভোগ—ম্যান, অথবা,' রেডের দিকে তাকিয়ে হাসল, 'ভবঘুরের খাদ্য। মিস্টার, আমি রেডি। পাছা যদিও ফুলে গেছে, তবু ঠিক আছি আমি!'

'শহরে ফিরেই তোমাকে ড্রিঙ্ক কিনে দেব,' কথা দিল রাইকার। নিজের জিনের পেটি শক্ত করে বাঁধল ও, পল এভার্টের উদ্দেশে মাথা দোলাল। তারপর চাপল স্যাডলে।

ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল পিংকি, ওটার পাছায় হাত রেখে ব্যাঙের মত লাফ দিয়ে উঠে বসল পিঠে।

'ইপ্পি!' হাঁক ছাড়ল সে, 'জলদি ঝামেলা চুকাও! শহরে আমার

জন্যে একটা মেয়ে অপেক্ষা করে আছে!' স্টিরাপে পা ঢোকাল সে। দুলকি চালে এগোল সামনে। হেঁড়ে গলায় গান ধরল: *'ওহ্, বাফেলো গাল, আই ও'ন্ট বি হোম টুনাইট!'*

আঠারো

'বদলা নেয়ার এমন একটা মওকা কেমন লাগছে তোমার?' রাইকারের উদ্দেশে ফিসফিস করে বলল রেড কলিন্স। 'একটা গার্ডও নেই ত্রিসীমানায়! পিংকি আর আমি পুরো জায়গা রেকি করে এলাম। একটা ছায়াও চোখে পড়েনি। ম্যান, কান পাতলেই ওদের হাউকাউ শুনতে পাবে!'

বোঝা যাচ্ছে হানাদার বাহিনীর মদের জোগানে কোনরকম ঘাটতি পড়েনি। হৈ হট্টগোল, অট্টহাসি আর বেসুরো গলায় গান গাওয়ার শব্দ মিলে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করেছে। পুরো পরিবেশটাই যেন কেমন হয়ে গেছে। 'ওফ,' আবার বলল কলিন্স, 'ক্যাটলম্যানরা যদি আগেই গানম্যান ভাড়া করে *রোজ রাতে* একাজে লাগিয়ে দিত আমাদের মত নেস্টররা *ছেঁড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি* বলে পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হত!'

হাসল রাইকার। 'কোমাঞ্চি ক্যাম্প ড্যান্সের শোরগোল এর কাছে পাত্তা পাবে না! এদিকে সব ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে মানে, বিলকুল ঠিক! তুমি পুরানো কামানটা দাগলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে, ব্রাদার!'

হোলস্টার থেকে পুরানো সিক্স গান বের করল রাইকার। আকাশের দিকে তাক করে ট্রিগার টানল একবার। বিকট শব্দের পরপরই জমাট বাঁধল নীরবতা। মনে হলো এক গুলিতেই র‍্যাঞ্চহাউসের সবক'টা লোক মারা গেছে!

পরক্ষণে নানান জায়গায় খুদে খুদে আলো জ্বলে উঠতে দেখা গেল। র‍্যাঞ্চহাউস ঘেরাও হয়ে গেল নিমেষে! সেটলারদের নির্দিষ্ট কিছু লোক ঝোপের মুখে দেশলাই ছুঁইয়ে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিল দ্রুত। এবার র‍্যাঞ্চহাউস থেকে অন্যরকম আওয়াজ শোনা গেল। আগের মত জোরাল হলেও আমোদ বা আন্তরিকতার রেশ নেই তাতে। দ্রুত ল্যাম্পগুলো নিভে গেল ওখানে। অন্ধকারে ডুব দিল পুরো বাড়ি। কয়েক সেকেণ্ডে পুরো দালানটা পোড়োবাড়ির চেহারা পেল।

'র‍্যাঞ্চহাউসে যারা আছ,' গলা চড়িয়ে পরিষ্কার ভাষায় হুকুম দিল বেন রাইকার, *'শোনো! ঘিরে ফেলা হয়েছে তোমাদের! পালাবার কোন পথ নেই! অস্ত্র রেখে বেরিয়ে এসো সবাই। জান নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে তাহলে! আর লড়াই করার চেষ্টা চালালে সোজা জাহান্নামে পৌঁছে দেব সবকটাকে!'*

ইতিমধ্যে শুকনো ঝোপে ভালমত আগুন জ্বলে উঠেছে। আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে র‍্যাঞ্চহাউস। উজ্জ্বল আলোয় কেউ বেরোলে ধরা পড়ে যেতে বাধ্য!

বিস্ময়ে আরও কয়েক সেকেণ্ড নীরব থাকল র‍্যাঞ্চহাউসের লোকজন। তারপর ষাঁড়ের মত গর্জে উঠল একজন। 'কে তুমি, অ্যাঁ?'

'রাইকার—বেন রাইকার! বাফেলো থেকে তোমাদের বাঁচাতে লোক আসবে আশা করে থাকলে ভুলে যাও! সবাইকে হাজতে ঢুকিয়ে এসেছি আমরা। কি করবে জলদি স্থির করো।'

জ্বলন্ত ঝোপের আলোয় বার্ন থেকে বেরিয়ে লোকজনকে দৌড়ে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে যেতে দেখল ওরা। কিন্তু রাইকারের কড়া নির্দেশ অমান্য করে তাদের দিকে গুলি ছুঁড়ল না কেউ। এবার একটু দীর্ঘ নীরবতা বিরাজ করল। তারপর ষাঁড়ের গলা শোনা গেল আবার। 'র‍্যানডালকে তুমিই জব্দ করেছিলে?'

জবাব না দিয়ে স্বস্তির সঙ্গে আয়েস করে বসল রাইকার। 'খানিকক্ষণ টেনশনে ভুগুক,' বলল এভার্ট আর রেড কলিন্সের উদ্দেশে। 'র‍্যানডালের নামের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক থাকার মানে আমাকে হত্যা

করার জন্যে পাঠানো লোকগুলোর সঙ্গেও সম্পর্ক আছে।'

'তাহলে ঠিক হার মানবে ওরা,' মন্তব্য করল এভার্ট, 'তবে কত কম সময়ে সেটা নিয়েই বাজি ধরা যেতে পারে শুধু।'

'অ্যাই!' র‍্যাঞ্চহাউস থেকে আওয়াজ এল, 'হেই, শুনতে পাচ্ছ?'

বেড়ালের মত ম্যাঁও-ম্যাঁও জুড়ে দিল সেটলার বাহিনী। পাল্টা চিৎকার করে ওদের ভেঙচাল র‍্যাঞ্চহাউসের লোকগুলো।

'হ্যাঁ!' গলা চড়াল রাইকার। 'কথাবার্তার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা কি চাই বলেছি। জলদি বেরিয়ে এসো।'

খেপে গেল লোকটা, রাগি কণ্ঠে বলল, 'অন্ধকারে কেউ এসে হাঁক দিল আর অমনি হার স্বীকার করলাম, এত সহজ?'

হাসল এভার্ট। 'ইয়ে, বেন, মনে হচ্ছে অন্য অষুধটা দিতে হবে এবার। ওদের বোঝাতে হবে যে আমরা ঠাট্টা করছি না।'

'সেটাই ভাল হবে বোধ হয়,' বলে মুখের ভেতর কায়দা করে আঙুল ঢুকিয়ে অন্ধকার খানখান করে দিয়ে তীক্ষ্ণ শিস বাজাল বেন রাইকার। 'রেডি-ই-ই—! *ফায়ার!*' নির্দেশ দিল।

সত্তরটারও বেশি গান মাযল আকাশের দিকে তাকাল। রাইকারের ডাকে সাড়া দিয়ে গর্জন ছাড়ল একসঙ্গে। মনে হলো আবার গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে বুঝি। প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাবার পর নীরবতা আরও জমাট বাঁধল।

'ফাঁকা গুলি ছিল ওগুলো,' চড়া গলায় বলল রাইকার, 'এরপর উল্টোটা হবে। মনস্থির করতে *দু'মিনিট* সময় দেয়া হলো তোমাদের। তারপর দালানের দিকে গুলি করব আমরা।'

র‍্যাঞ্চহাউস থেকে এবার আরেকটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'আমি অ্যানড্রু টাওয়ার বলছি! আমার বাড়ির দিকে গুলি চালালে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। কথাবার্তা যে বলেছে কেবল তাকে নয়, যে ক'টাকে ধরতে পারব, একটাও রেহাই পাবে না!'

'নিজেরাই ধরা খেয়ে বসে আছ, আবার ধরতে চাইছ কাকে!'

টিটকারি মারল একজন সেটলার। 'আর *এক মিনিট!*'

অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এল শ্যামুস ফ্লিন। 'মিস্টার এভার্ট, আমি কি জেনে এসেছি কল্পনাও করতে পারবে না। ক্রাশারের সিগন্যালের অপেক্ষায় থাকার সময় গাঢাকা দিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের একেবারে কাছে চলে গিয়েছিলাম, উঁকি মারার জন্যে। একটা জানালা পর্যন্ত ঝোপ বিছিয়ে আছে, দালান অবধি যেতে অসুবিধা হয়নি। ইশ্, একেই বোধ হয় বলে কপাল!'

'ভণিতা রেখে ঝেড়ে কাশো!' ধমক লাগাল এভার্ট, 'সময় কম!'

'এটুকু বলার তো সময় আছে যে ওখানে একজন আরেকজনকে মিস্টার কিং বলে সম্বোধন করছে? মানে একটা বোয়াল মাছ শেষ পর্যন্ত জালে আটকাতে পেরেছি আমরা!'

একটা ঢিবির আড়ালে জ্বলন্ত আগুনের আভায় ঘড়ি ধরে রেখেছিল এতক্ষণ রাইকার। 'সময় শেষ,' বলল ও। পকেটে ঢোকাল ঘড়িটা। এবার সবাই যেন শুনতে পায় সেজন্যে গলা চড়িয়ে বলল, 'রেডি-ই-ই--!'

'দাঁড়াও!' প্রতীক্ষিত সাড়া পাওয়া গেল, *'আমরা বের হচ্ছি! গুলি কোরো না।'*

'একজন একজন করে।' চেঁচিয়ে হুকুম দিল রাইকার, 'সদর দরজা দিয়ে। অস্ত্র রেখে তারপর বেরোবে। পালানোর কোশেশ করলেই ঝেড়ে দেব।'

মুখ খিস্তি করতে করতে লাইন ধরে একে একে র‍্যাঞ্চার আর ভাড়াটে গানম্যানরা মাথার ওপর দু'হাত তুলে বেরিয়ে আসতে শুরু করল। মানুষের স্রোত বন্ধ হলে আবারও চিৎকার করল রাইকার। 'সবাই বেরিয়েছে কিনা দেখো! কেউ লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করে থাকলে তার খবর আছে!'

ঝাড়া দশ সেকেণ্ড পার হলো। ফের শিস বাজাল রাইকার। নির্দেশ দিল, 'আগে বাড়ো সবাই।'

সুড়সুড় করে এগিয়ে এল সেটলাররা। নিরস্ত্র শত্রুদের ঘেরাও করে

ফেলল। রেড কলিন্স ও শ্যামুস ফ্লিনসহ নিজ অবস্থান ছেড়ে এগিয়ে গেল রাইকার আর এভার্ট।

মধ্য বয়সী এক র‍্যাঞ্চার পা বাড়াল ওর দিকে। 'বাহ্, চমৎকার, নিজেদের তোমরা পুরুষ দাবি করো!' তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল সে, 'অথচ মেয়ে আছে এমন একটা বাড়ির দিকে গুলি করতে তোমাদের হাত কাঁপে না?'

প্রশ্ন করল রাইকার। 'তুমিই টাওয়ার?'

'হ্যাঁ...!' আরও কিছু বলতে চাইল টাওয়ার। কিন্তু তাকে চুপ করিয়ে দিল ও।

'তোমাদের মত যারা মেয়েদের বিপদের মুখে ঠেলে দেয় তাদের একথা বলা সাজে না। বাকি সবার সঙ্গে দাঁড়াও গিয়ে, যাও। আর শুনে রাখো, ওখানে মেয়ে নেই নিশ্চিত না হলে কিছুতেই গুলি করার নির্দেশ দিতাম না আমি।'

কলিন্স আর শ্যামুসের দিকে তাকাল রাইকার। 'র‍্যাঞ্চহাউসে গিয়ে কোন হাইডআউট আছে কিনা দেখো।'

'আমার ঘরে পা রাখলে বেআইনী অনুপ্রবেশের মামলা ঠুকে দেব!' চিৎকার করে উঠল টাওয়ার।

এক কদম সামনে বাড়ল এভার্ট। আগুনের আভায় চকচক করছে ওর রাগী চেহারা। 'গণহত্যার ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়ে খুনীদের আশ্রয়-প্রশয় দিয়ে আবার আইনের কথা বলা হচ্ছে! চোদ্দশিকে যদি আজীবন পচতে না হয় বুঝবে বাপদাদা কোন পূণ্য করেছিল!' এবার রেড আর শ্যামুসকে সে বলল, 'যাও, পুরো বাড়িটা তল্লাশি করো!'

নেতিয়ে পড়ল টাওয়ার। ল্যাম্প হাতে সদর দরজা দিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসে ঢুকে পড়ল দু'জন। ভেতরে এখনও অন্ধকার। তল্লাশি চলার সময় জানালায়-জানালায় আলোর আভা দেখতে পেল রাইকার। একে একে ল্যাম্প জ্বালছে ওরা। স্থির আলো দেখা যাচ্ছে আবার। অচিরেই স্বাভাবিকভাবে আলোকিত হয়ে উঠল র‍্যাঞ্চহাউস।

আচমকা চিৎকার আর খিস্তি শোনা গেল। নারীকণ্ঠ নয় বোঝা গেল

পরিষ্কার। বিশাল হাতে চেপে ধরে কাকে যেন নিয়ে আসছে শ্যামুস। নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে বন্দী। তার পরনের মেয়েলি পোশাক দেখে পলকের জন্যে বিভ্রান্তিতে ভুগল রাইকার। কিন্তু টাওয়ার বা আর কারও প্রতিবাদ শোনা গেল না।

'খোদার কৃপায় দারুণ একটা জিনিস পেয়ে গেছি!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল শ্যামুস, 'এই হলো ভুয়া মহিলার একখান নমুনা! খবরদার, একদম নড়বে না! খুন করে ফেলব!'

কিলবিল করে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে বন্দী। তাকে অন্যদের কাছে নিয়ে গেল শ্যামুস। জোর খাটিয়ে সোজা করল। তারপর হাত নাচিয়ে বলল, 'আমার বড় কোন গলদ না হলে একেই তখন মিস্টার কিং বলে ডাকা হচ্ছিল! কপালের ফের, এই চমৎকার পোশাকের সঙ্গে মানানসই ফিগার তোমার নেই, মাই ফ্রেণ্ড! তা না হলে কি আর শালের নিচে উঁকি মারার ইচ্ছা জাগে কারও? গোঁফটা দেখে ফেললাম তো সেজন্যেই!'

তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে ধরে শালটা সরিয়ে ফেলল শ্যামুস। টাক মাথা বেরিয়ে পড়ল, সেই সঙ্গে পেন্সিলে আঁকা রেখার মত সরু গোঁফ আর খাড়া নাকটাও দেখতে পেল সবাই। রাগে কাঁপছে র‍্যাঞ্চারের নাকের পাটা।

গোড়ালিতে শিরশিরে একটা অনুভূতি টের পেল রাইকার, সরসর করে দ্রুত শিরদাঁড়া বেয়ে মগজে পৌঁছুল সেটা। এই তো ওর জন্মশত্রু! ওর বেঁচে থাকার মূল কারণ। সারাজীবনের ঘৃণামেশানো স্বপ্নের উৎস!

আসল শয়তানের মূল তো এ লোকটাই! এর হাতের ইশারাতেই সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে নাইট রেইডাররা। ধ্বংসযজ্ঞ চালায়! একেই দেখামাত্র হত্যা করার শপথ নিয়েছিল রাইকার। পল এভার্টের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেই ওয়াদা।

কিংয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রাইকার। গানবেল্টে বুড়ো আঙুল গুঁজে রেখেছে। বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ঘৃণিত অবয়বটার দিকে।

'জানো আমি কে?' জিজ্ঞেস করল ও। কণ্ঠস্বর শুনে এভার্টের মনে হলো কেউ বুঝি কানের কাছে চক দিয়ে সজোরে ব্ল্যাকবোর্ডের গায়ে আঁচড় কাটছে। নিজের অজান্তেই সামনে এগোতে গেল এভার্ট। দাঁড়িয়ে পড়ল পরক্ষণে। বুঝতে পারছে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। রাইকার কিংকে হত্যা করবে কি করবে না, এখুনি প্রমাণ হয়ে যাবে। হত্যা করলে তাকে দোষ দিতে পারবে না কেউ। আর না করলে সেটা হবে বিরাট আত্মসংযমের পরিচায়ক। এতদিন এটাই আশা করে আসছে এভার্ট।

কঠিন দৃষ্টির এ লোকটা কে হতে পারে বোঝামাত্র কিংয়ের চেহারায় আতঙ্কের ছায়া দেখা দিল। প্রথমে ধীরে ধীরে কাঁপতে শুরু করল তার চোয়াল, তারপর চিবুক নড়তে শুরু করল প্রবল বেগে। ডান চোখের কোণ নাচছে অবিরাম। রক্তশূন্য ফ্যাকাসে চেহারা, যেন তুলট কাগজ। তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় ঘোলা হয়ে গেল তার নজর। দু'বার কথা বলার চেষ্টা করেও পারল না।

দাঁড়িয়ে থাকল রাইকার। তাকিয়ে আছে কিংয়ের দিকে। ইস্পাত কঠিন শরীর। নিজেকে সামলে রেখেছে অবিশ্বাস্য ইচ্ছা শক্তিতে। অবশেষে আস্তে আস্তে ঢিল পড়ল ওর শরীরে। কৃতজ্ঞ দৃষ্টি ফুটে উঠল এভার্টের চোখে। এভার্টের দিকে ফিরল এবার রাইকার। 'খুনের দায়ে একে গ্রেপ্তার করছি আমি। পোশাকটা আসল মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করো। মহিলাকে বলে দিয়ো ভবিষ্যতে পোশাক ধার দেয়ার সময় কাকে দিচ্ছে খেয়াল রাখে যেন। সবাইকে বলো বার্ন আর আউটবিল্ডিং সার্চ করতে। *গরুর চেহারা নিয়ে ঘাপটি মেরে আছে হয়তো কেউ!'*

হুশ করে আটকে রাখা দম ছাড়ল শ্যামুস। 'ঠিক আছে, ক্রাশার! চলো, সুন্দরী, মেয়েদের কাপড় ছেড়ে দড়ি পরে নাও এবার। ওফ্, তোমার যা সুরত!' পোশাক খুলতে গিয়ে কিংয়ের নাকটা প্রায় উপড়ে ফেলার জোগাড় করল সে।

অবশেষে ভাষা খুঁজে পেল কিং। খসখসে ভাঙা গলায় পরাজিতের সুরে বলল, 'কোন অভিযোগেই আটকাতে পারবে না আমাকে।

তোমাদের কোন ক্ষমতা নেই—'

ওর দিকে তাকাল রাইকার। ওর শান্ত কণ্ঠস্বর ফের কাঁপুনি তুলল এভার্টের শিরদাঁড়ায়। 'যেটা ইচ্ছা বেছে নাও। খুনের অপরাধে বিচারের জন্যে কাঠগড়ায় দাঁড়াবে নাকি এখানেই ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলব আমি?'

'না-না!' হাঁচড়ে পাঁচড়ে বন্দীদের মাঝে গাঢাকা দেয়ার কসরত শুরু করল কিং। কিন্তু এক হাতে তাকে আটকে রাখল শ্যামুস। 'আদালতেই দাঁড়াব আমি। যা বলবে তাই করতে রাজি আছি—খালি ওকে দূরে থাকতে বলো তোমরা।'

'*এমন,*' স্পষ্ট বিরক্তির সঙ্গে বলল এভার্ট, 'একটা *কাপুরুষকে* কিনা নেতা মেনেছ তোমরা।'

রাইকারের পেছন মৃদু নড়াচড়া, তারপর অ্যাসোসিয়েশন ইনভেস্টিগেটর ল্যামসন এগিয়ে এল। 'গুড জব,' বলল সে, 'কিন্তু কেবল কিংকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালে চলবে না, কাকে কাকে আটক করতে হবে তার একটা লিস্ট নিয়ে এসেছি আমি।'

রাইকারের দিকে ফিরল সে। 'তোমার পরামর্শ মত শেরিফকে নিয়ে *সার্চ ওঅরেন্টসহ* কিংয়ের র‍্যাঞ্চ খানা তল্লাশি করেছি। যেসব তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে কিং একা নয় আরও অনেক রুই-কাতলার জান খারাপ হয়ে যাবে। অ্যান্ড্রু টাওয়ারের নামও আছে।'

রাগে টাওয়ারের মুখে ফেনা উঠে গেল। একলাফে সামনে এগিয়ে কিংয়ের মুখের ওপর একটা ঘুসি বসিয়ে দিল। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল কিং।

'হাঁদারাম কাঁহিকা!' খেঁকিয়ে উঠল টাওয়ার, 'সব কাগজপত্র নিজের কাছে তুলে রাখতে গেছে! কতবার বলেছি হতচ্ছাড়া দলিলপত্র গায়েব কর, কানেই তোলেনি আমার কথা!' মাটিতে লুটানো কিংয়ের মুখে লাথি মারতে শুরু করল সে এবার।

সামনে এগোল রাইকার। টাওয়ারকে ধরে ঠেলে পাঠাল অন্যান্য বন্দীর দিকে। তারপর উবু হয়ে হাত বাড়িয়ে কিংয়ের শার্টের বুক জাপ্টে

ধরে একটানে দাঁড় করিয়ে ফেলল তাকে। 'একটা জিনিস জানার বাকি আছে,' বলল ও, 'নিময় কোথায়?'

'গরু কিনতে মনটানায় পাঠিয়েছিলাম ওকে,' তোতলাতে তোতলাতে বলল কিং। মুখের ধুলোর আস্তরণে অপমানের অশ্রু রেখা তৈরি করছে।

'কবে গেছে—ফিরবে কখন?'

'এতদিনে তো এসে পড়ার কথা! ওকেই ধরো তুমি, রাইকার। এলাকা ছাড়তে না চাইলে লোকজনকে খুন করার বুদ্ধিটা ওরই ছিল। নিময়ই…'

'নিময়ই বুঝি আমার খোঁজে লোক লেলিয়ে দিয়েছে দেশময়!' দাঁত কিড়মিড় করে বলল রাইকার, 'তা, এবার তো পেয়েছ আমাকে, তবে না পেলেই ভাল ছিল মনে হবে।' আস্তে আস্তে মুঠি ঢিল করল ও। থাক ভাবল রাইকার, ল্যামসনের লিস্টের অন্য লোকদের সঙ্গে বন্দী করা হবে র‍্যাঞ্চারকে।

এভার্ট আর ল্যামসনের দিকে ফিরল এবার। 'বাকিটা সামাল দিতে তোমরাই যথেষ্ট। তবে প্রয়োজন হলে মায়রাকে খবর দিলেই চলে আসব।'

'এখনই ফিরে যাচ্ছ?' চমকে উঠে জানতে চাইল এভার্ট।

রাইকার মাথা দোলাল। ঠোঁটে মৃদু হাসি খেলা করছে। 'গত বার এপথে যাবার সময় ভয়ে কাঠ হয়ে ছিলাম। এবার স্বাভাবিক অবস্থায় কেমন লাগে একটু দেখি।'

শক্ত করে ওর হাত চেপে ধরল এভার্ট। 'বেন, আমার প্রস্তাবটা একটু ভেবে দেখো। শিক্ষিত মানুষ খুবই প্রয়োজন আমাদের। কেবল স্টেটে বসবাসের জন্যে নয় বরং এটাকে ঠিকমত যাতে চালানো যায় সেজন্যেও। আগামীকাল রাতের আগেই আজকের ঘটনা ছড়িয়ে পড়বে সারা দেশে। তোমার নামটাও ছড়াবে সেই সঙ্গে। সুতরাং ব্যালট-পেপারে তোমার নাম থাকলে দেশের প্রত্যেকটা ফারমার আর খুদে র‍্যাঞ্চার *ঠিকই চিনে নেবে সেটা।*'

'আমাকে নিয়ে অযথা আকাসকুসুম ভাবছ, পল,' বলল রাইকার, 'জীবনে ভোটই দিলাম না আর আমাকে কিনা ইলেকশনে দাঁড় করাতে চাচ্ছ? তাছাড়া, তোমাদের পেশাদার রাজনীতিকদের সঙ্গে পেরে ওঠা আমার সাধ্যে কুলোবে না। চিন্তাটা বাদ দিলেই ভাল করবে!'

'মনে হয় না,' মন্তব্য করল ল্যামসন, 'তোমার কথা ধার করেই বলছি, *পেশাদার রাজনীতিকদের* ওপর তিতিবিরক্ত হয়ে গেছে জনগণ। এখন তারা তাদের পক্ষে কথা বলার জন্যে একজন সত্যিকার প্রতিনিধি চায়। আমি পলের দলে—স্টেট নির্মাণে চমৎকার ভূমিকা রাখার যোগ্যতা আছে তোমার!'

বাফেলোর উদ্দেশে যখন রওনা হলো রাইকার ওর সঙ্গী হলো দাড়িঅলা এক জ্ঞানতাপসের পুণ্যাত্মা। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছে রাইকার। এমন কিছুই চেয়েছিল হ্যাংক—এভার্ট আর ল্যামসনও বলছে—তবে তাই হোক...

উনিশ

জিম ব্রিস্টোর লক্কড় মার্কা ওয়্যাগন নিয়ে পুরানো ভিটায় পৌঁছল বেন রাইকার। ওয়্যাগনের পাটাতনে কাঠ আর খুচরো যন্ত্রপাতি স্তূপ করে রাখা। ওদের কেবিনটা যেখানে ছিল সেখানে থামাল বাকবোর্ড। শিগগিরই আবার নতুন ঘর উঠবে এখানে।

ঘোড়াগুলোকে হারনেসমুক্ত করে ঘাস খাওয়ার জন্যে ছেড়ে দিল রাইকার। অনায়াসে নড়চড়ার সুবিধা হবে ভেবে গানবেল্ট খুলে ব্রেক লিভারের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিল। তারপর রসদ খালাসের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কারপেন্টার'স টুলের বাক্সটা সবে হাতে তুলে নিয়েছে ও, হঠাৎ

পেছনে টিটকারির সুর শোনা গেল।

'যা ভেবেছিলাম! নেস্টরের জাত-বেহায়ার হাড্ডি। কিছুতেই খেদানো যায় না! জানতাম একটু সবুর করলে তোমাকে এখানেই পাওয়া যাবে!'

বাক্স ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল রাইকার। ঘুরতে শুরু করল কণ্ঠস্বরের মালিকের মুখোমুখি হতে। গলা শুনেই তাকে চিনতে পেরেছে। একটা ঝোপ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে লেন নিময়। এতক্ষণ ওটার আড়ালেই ঘাপটি মেরে ছিল সে। হাতে পিস্তল, হাসি উপচে পড়ছে মুখে।

কিংয়ের স্যাঙাৎ শেষ পর্যন্ত পরাস্ত করল ওকে! অন্য কোথাও ঘোড়া লুকিয়ে এখানে এসে সীমাহীন ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষায় ছিল সে ঝানু শিকারির মত। বেকায়দা অবস্থায় ওকে বাগে পেয়েছে এখন; ওর অস্ত্রটা নাগালের বাইরে পড়ে গেছে। ওদের আজীবন বিরোধের শেষ পরিণতি চাক্ষুস করবে, ধারে কাছে এমন কেউ নেই।

'খুব পিছলা লোক তুমি,' ধীরে ধীরে সামনে বেড়ে আবার বলল নিময়, 'সেরাতে অন্য সবার মত তোমাকেও হত্যা না করে আমি নাকি জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছি, বলেছিল কিং। মনটানা থেকে এসেই তোমার খবর না পেলে সে কথা সত্যি হয়ে যেত নির্ঘাত। আমার বস্ এখন কোথায়?'

'শ্রীঘরের দিকে রওনা হয়ে গেছে। এখানে যাই করো, একই ঠিকানায় যেতে হবে তোমাকেও। তুমি শেষ হয়ে গেছ, নিময়, বাকি সবার মত!'

মাথা নাড়ল নিময়। আরও বিস্তৃত হলো হাসি। 'আমি শেষ হইনি, নেস্টর—শেষ হইনি! এখানে কাজ শেষ হলেই অনেক দূরে চলে যাব। নিজের ভুল না শুধরে তো আর যাওয়া যায় না! তোমার সুরত দেখে মনে হচ্ছে সেদিন আগুনে খানিকটা ঝলসে গিয়েছিল। কিন্তু আজ যাবার আগে মোরব্বা বানাব তোমাকে। ওয়্যাগনের কাছ থেকে সরে এসো!'

খুব ধীরে নড়ল রাইকার। মাথায় ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে। ওর

ওপর মরণ দৃষ্টি পড়েছে নিময়ের, সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই তাতে। ওকে ঠেকানোর কেউ নেই। ব্রিস্টোদের ও বলে এসেছে—প্রাথমিক কাজ একাই শেষ করবে!

হঠাৎ নেচে উঠল রাইকারের চোখ। লেন নিময় খাপে ঢোকাচ্ছে তার অস্ত্র! পিস্তলসহ গানবেল্ট খুলে রাইকারের গানবেল্টের পাশেই ব্রেক লিভারে ঝুলিয়ে দিল সে। আশান্বিত হয়ে উঠল রাইকার

কিন্তু ওর সঙ্গে লেন নিময়ের খালিহাতে মারপিটের সম্ভাবনা উবে গেল পরক্ষণেই। কুতকুতে দৃষ্টি ওর ওপর স্থির রেখে হাত নিচু করে বুটের ভেতর থেকে একটা ছুরি বের করে আনল সে। বুড়ো আঙুলে ধার পরখ করল। নেকড়ে সুলভ হাসিতে ঠোঁট বেঁকে আছে। রাইকারের দিকে এগোতে শুরু করল সে।

'স্রেফ গুলি করে তোমাকে এখানে ফেলে যেতে পারছি না,' বলল নিময়, 'এত সহজে ছাড়া যায় না। আমার ভুল শোধরাবে না তাহলে। গতবারের চেয়ে আরও খতরনাক অবস্থা করতে হবে তোমার। কিঞ্চিৎ কাটাকুটি আর পাউণ্ড দুই মাংস কেটে নিলেই চলবে বোধ হয়।' সামনে ঝুঁকে রাইকারকে হামলা করতে গেল সে।

ঠিক তখুনি রাইকারের মনে পড়ল পকেটের গভীরে ঘুমিয়ে থাকা ডাবল-ব্যারেল পিচ্চি ডেরিনজারের কথা। কেনার পর আর কাজে লাগানো হয়নি। অস্ত্রটা কেন কিনেছিল বলতে পারবে না। বোঝার চেষ্টা করে ক্ষান্ত দিয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

রাইকারের চেহারায় কোন পরিবর্তন ঘটল না গোড়ালিতে ভর দিয়ে নিময়ের সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চক্কর মারতে শুরু করল। আস্তে আস্তে জোড়া পিস্তল ঝোলানো ওয়্যাগনের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে চলে এল। অসম লড়াইতে শিকারকে কায়দামত পাওয়া গেছে ভেবে স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই পা ফেলছে নিময়। একসময় ওয়্যাগন থেকে বেশ খানিকটা দূরে চলে এল রাইকার। এখন দৌড়ে ওকে হারাতে পারবে না নিময়। এইবার আক্রমণ শানাল রাইকার।

আচমকা খুদে ডেরিনজারটা উঠে এল ওর হাতে, নিময়ের চোখের

দিকে স্থির হলো ওটার মায্ল। হতাশা আর বিস্ময়ের মিলিত ছাপ পড়ল লোকটার চেহারায়। পলকের জন্যে মনে হলো বেতাল একটা কিছু করে বসবে হয়তো। কিন্তু হ্যামারের *ক্লিক* শব্দ কানে যেতে একেবারে বরফ বনে গেল সে। এক গামলা ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিয়েছে যেন কেউ তার গায়ে।

'খাঁটি নেস্টরের চোরা খাসলত!' ভারি গলায় বলল নিময়, 'তোমার কাছে হাইডআউট গান থাকতে পারে আগেই আঁচ করা উচিত ছিল!'

'বড় গলায় নিরস্ত্র লোককে কাটাকাটি করার কথা বলার পর এখন আবার বুলি কপচাচ্ছ! চমৎকার, অবশ্য তোমরা আগাগোড়াই নিরাপদ অবস্থানে থেকে বীরত্ব ফলাতে ওস্তাদ। এবার ছুরিটা ফেলে পা দিয়ে ঠেলে দাও এদিকে!'

নিময়ের হাতে আটকে থাকল ছুরিটা, যেন আঠা দিয়ে সেঁটে দেয়া হয়েছে। অবশেষে ছুরি ফেলে দিল সে। পায়ের ধাক্কায় পাঠাল রাইকারের দিকে। ওটা তুলতে চট করে সামনে ঝুঁকল রাইকার।

পরক্ষণে নিময়কে হতবাক করে দিয়ে দূরের একটা ঝোপে ছুঁড়ে মারল ওটা। ডেরিনজারটাও গেল তার পিছু পিছু। 'পিস্তল চালানোর প্র্যাকটিস করে অযথাই সময় নষ্ট করেছি বলে মনে হচ্ছে এখন। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না, ব্রাদার, কোন ক্ষতি হয়নি। কারণ খালিহাতে মারপিট করার জন্যেও নিজেকে তৈরি করেছি আমি, নিময়। তার প্রতিটা মিনিট এখন কাজে লাগবে।'

হঠাৎ ঘুরে দৌড় দিল নিময়। ওয়্যাগনের কাছে যেতে চায়। জোড়া পিস্তলের বাঁট দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। যে আগে যাবে সেই দখল করতে পারবে।

কয়েক কদম আগে বাড়তে দিল তাকে রাইকার। তারপর তীরের মত ছুটে গেল অনেক বছরের অনুশীলনে অর্জিত অবিশ্বাস্য গতি, নিময়ের নাগাল পেতে কোন কষ্টই হলো না। মনে হলো জায়গায়ই দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা। ঠিক সময়ে সামনে ঝাঁপ দিল রাইকার, শূন্যেই কাত হয়ে গেল ওর শরীর। ইস্পাত-কঠিন দেহ ধাক্কা খেলো

নিময়ের হাঁটুর পেছনে।

যেন কুড়াল দিয়ে কেটে দিয়েছে কেউ নিময়ের পাজোড়া, দড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল সে। মাথা পড়ল আগে, মুখটা লাঙলের ফলার মত খাদ তৈরি করে হড়কে গেল। কর্কশ শব্দ হলো। বেকুবের মত এক মুহূর্ত পড়ে থাকল লোকটা। পরমুহূর্তে তড়াক করে উঠে ঘুরে দাঁড়াল। প্রমাণ সাইজের একটা পাথর তুলে নিয়েছে হাতে। আঘাত করবে ওটা দিয়ে।

রাইকারের দিকে তেড়ে এল সে, ডান হাতে উঁচু করে ধরেছে পাথরটা, বাম হাত সামনে বাড়ানো, আঘাত করার সময় রাইকারকে জাপ্টে ধরবে। ওকে হতবাক করে সরে যাওয়ার কোন চেষ্টা করল না রাইকার, উল্টে সামনে এগোল। দু'হাত বাড়িয়ে দিল। এবং তারপরই দেখা গেল বারের ওপর থেকে মাছি ধরার ক্ষিপ্রতা আর ঘোড়ার নাল বাঁকানোর শক্তির আধার দু'হাত নিময়ের কব্জি আটকে ফেলেছে। লোকটার হাত দ্রুত জমাট বাঁধতে থাকা সিমেন্টে আটকা পড়ে গেছে বলে মনে হলো।

দৃঢ় পায়ে দাঁড়িয়ে থাকল রাইকার, ওর মুখে যেন মুখোশ সাঁটা। দক্ষতার শীর্ষে পৌঁছার পর আজই প্রথম রক্তমাংসের কোন মানুষের ওপর সেটা প্রয়োগ করতে যাচ্ছে।

কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল নিময়। অসাড় হাত থেকে খসে পড়ল পাথর। আরও চাপ বাড়াল রাইকার। বিস্ফারিত হলো নিময়ের দু'চোখ, কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসার অবস্থা হলো। নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা চালাতে গিয়ে নাচতে শুরু করল সে। ফলে আরও বেড়ে গেল দুর্ভোগ। এতটুকু শিথিল হলো না ইস্পাত-বাঁধন।

নিজেকে ছাড়ানোর আশা বাদ দিল নিময়। রাইকারের কুঁচকিতে লাথি মারতে ডান পা চালাতে গেল। কিন্তু নিশানার ধারেকাছে আসার আগেই রাইকারের বিদ্যুৎগতি রিফ্লেক্সের নমুনা দেখা গেল। পা কাত করে পাল্টা আঘাত করল ও। ফের নিময়ের শরীরের সঙ্গে পায়ের সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটাল। দড়াম করে পড়ে গেল লোকটা। কিন্তু তার

হাতজোড়া আটকে থাকল কঠিন হাতের বাঁধনে।

নিময়কে ছেড়ে সরে দাঁড়াল রাইকার। উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ দিল লোকটাকে। প্রথম সুযোগেই রাইকারকে গুলি করে না মেরে ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করতে চেয়ে কি বিপদ ডেকে এনেছে বুঝতে পেরে আতঙ্কে বিকৃত হয়ে গেছে এখন নিময়ের চেহারা। পালা করে দু'হাতের কব্জি ডলছে সে। অনুভূতি ফিরে পেতে চাইছে দ্রুত। অবিচল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রাইকার।

গত কয়েক দিনের মধ্যে নিময় দু'নম্বর ব্যক্তি যে কিনা আতঙ্কিত দৃষ্টিতে রাইকারের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস কণ্ঠে প্রশ্ন করল, *'তুমি কি মানুষ না অন্য কিছু?'*

'তুমি, কিং আর তোমার মত লোকেরা আমাকে যা বানিয়েছ আমি তাই,' জবাব দিল রাইকার। 'দিনের পর দিন বুকে চরম ঘৃণা পুষে রাখলে যে কেউ ইচ্ছা মত তৈরি করতে পারে নিজেকে। ওঠো!'

উঠল না নিময়। কাঁকড়ার মত চার হাত পায়ে সরে যেতে চাইল। আবার বন্দুকের কাছে যেতে চায়। কিন্তু যেদিকেই যায় দেখে চোখের সামনে থ্যাবড়ানো একজোড়া আর্মি বুট পাহাড়-সমান বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকবার চেষ্টা করল সে। ফলাফল সেই একই।

'উঠে দাঁড়াও!' আবার বলল রাইকার। কিন্তু তবু উঠল না নিময়। এবার উবু হয়ে তার ঘাড়ের পেছনে হাত রাখল ও

রাইকারের আঙুলগুলো ঘাড়ের মাংসে কামড় বসাতেই আর্তনাদ করে উঠল নিময়। মনে হচ্ছে তার মাংসের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে আঙুলগুলো। হেঁচকা টান মেরে তাকে দাঁড় করিয়ে ফেলল রাইকার। চরকির মত নিজের দিকে ঘোরাল।

তীব্র হতাশায় এবার পাছড়াপাছড়ি শুরু করল নিময়। নিজের অতিরিক্ত শক্তিটুকু কাজে লাগিয়ে খানিকটা হলেও ঘাটতি পুষিয়ে নিতে চাইল। কিন্তু সবিস্ময়ে বুঝল একটা জ্যান্ত মূর্তির সঙ্গে লড়ছে সে আসলে। নিময়ের শক্তিশালী হাতের সব আঘাত নির্বিকার হজম করে যাচ্ছে লোকটা। কোন ব্যথাই পাচ্ছে না। রাইকারের পিঠ বাঁকা করার

চেষ্টা চালিয়ে হয়রান হয়ে গেল নিময়। হাল ছেড়ে ঝাঁকি দিয়ে সরে এল দূরে। পরক্ষণে মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা চালাল। আচমকা বুঝতে পারল তার সামনে বাড়িয়ে দেয়া পা রাইকারের হাঁটুতে লেগেছে! টলে উঠল রাইকার। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল ও।

হতাশার জঠরে জন্ম নেয়া তীব্র গতি নিয়ে রাইকারের ওপর চড়াও হলো নিময়। ওর কাঁধের ওপর দিয়ে হাত চালিয়ে টুঁটি চেপে ধরতে চাইল। কয়েক সেকেণ্ড অপ্রত্যাশিত সুযোগটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করল সে। আঙুলের চাপ বাড়িয়ে চলল। তারপর হঠাৎ টের পেল তার হাতের নিচে অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটছে। প্রথমে কোমল ঠেকেছিল, কিন্তু এখন রাবারের মত শক্ত হয়ে গেছে রাইকারের চামড়া। তারপর আচমকা কমতে শুরু করল গলার দৈর্ঘ্য। কাঁধের পেশী সঙ্কুচিত করে চিবুক নিচু করতে করতে এমন অবস্থা করল রাইকার যে ঘাড়ের সঙ্গে মিশে গেল ওর মাথা। চেপে ধরার আর উপায় থাকল না।

পরক্ষণে চূড়ান্ত আঘাত হানল রাইকার। ওর ঝলসানো হাত উড়াল দিয়ে উঠে এসে নিময়ের কব্জি চেপে ধরল। হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে থাকা অবস্থাতেই প্রবল এক ধাক্কায় নিময়ের বুক নিজের পিঠের ওপর পাঠাল। ডান হাতে ধরা নিময়ের কব্জিটা ছেড়ে দিল ও। আরও উঁচু করল হাতটা; কনুই ভাঁজ করে নিময়ের গলার পেছনটা আটকে ফেলল। একটা ঝলকের মত ঝটিতি উঠে দাঁড়াল রাইকার। নিময়ের মাথাটা রইল ওর কাঁধের ওপর, কাঁধের খাঁজে দেবে আছে তার চিবুক।

পিঠ বাঁকিয়ে এক ধাক্কায় নিময়কে আচমকা শূন্যে তুলে দিল রাইকার। কাঁধের ওপর দিয়ে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে সামনের দিকে ধেয়ে এল নিময়ের শরীর। রাইকার ছেড়ে দিলে হয়তো ফুট দশেক দূরে গিয়ে পড়ত লোকটা। কিন্তু তা করল না রাইকার। নিময়ের পা-জোড়া আকাশের দিকে পুরোপুরি খাড়া হতেই শরীরের সবগুলো পেশী শক্ত করে ফেলল ও। দৃঢ় পায়ে দাঁড়িয়ে মুক্ত হাত দিয়ে শক্ত করে ধরল নিময়ের ঘাড় আটকে রাখা হাতটা।

সাঁড়াশী বাঁধনের পুরোপুরি বিপরীত দিকে আসামাত্র হাড় ভাঙার

বিশ্রী কড়াৎ শব্দ শোনা গেল, ওকের ডাল ভেঙেছে যেন। সশব্দে মাটি স্পর্শ করল নিময়ের দু'পা। আচমকা নিসাড় হয়ে যাওয়া ধড়টা অনুসরণ করতে চাইল পাজোড়াকে। কিন্তু আজরাইলের হাতের মুঠোয় আটকে থাকল আরও কয়েক সেকেণ্ড তারপর রাইকার হাত আলগা করতেই হুড়মুড় করে পড়ল মাটিতে।

অনেকক্ষণ বিশাল লোকটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রাইকার। নিজেকে এভাবে গড়ে তোলার পেছনে বিরাট ভূমিকা ছিল ওই লোকটার। চারপাশে তাকাল ও এবার। এমন একটা মুহূর্ত যেমন অনুভূতি সৃষ্টি করবে বলে ভেবেছিল তেমন কিছুই হলো না। কেবল খানিকটা স্বস্তি বোধ করছে, ব্যস।

শত্রুবাহিনী নির্মূল আর নিময় হত্যার পর এখন জটিল একটা বাঁকে এসে পৌঁছেছে ও। এখন আর একটা মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে বেঁচে থাকার সেই মানুষ সে নয়। ইচ্ছা করলে এখন সাধারণ মানুষের স্রোতে মিশে যাওয়া যায়। পল এভার্ট, মায়রা, ল্যামসন এমনকি এই মুহূর্তে ওর নিজেরও স্বপ্নে পরিণত হয়েছে যা, তার সফল বাস্তবায়ন হতে পারে।

ঘোড়ার খুরের শব্দে চোখ তুলে তাকাল রাইকার। ওর ঘোড়ার পিঠে চেপে মায়রাকে আসতে দেখেও নড়ল না। নিময়কে দেখে দম আটকে যাবার অবস্থা হলো মায়রার। পরক্ষণে স্যাডল থেকে নেমে রাইকারের বাহুতে ধরা দিল সে।

'বেন!' ওর কাঁধ ধরে বলল মায়রা। একটু পেছনে হেলে মুখের দিকে তাকাল। 'তুমি ঠিক আছ! চোট পাওনি তো কোন?'

কেবল ঠোঁট বাঁকানো নয়, আন্তরিক হাসল রাইকার। 'এত চমৎকার অবস্থায় আর কখনও ছিলাম না। চিরদিনের জন্যে চুকে গেছে ব্যাপারটা।'

'ওটা—মানে-নিময়—?'

মাথা দোলাল রাইকার। 'তার ভুলেই সৃষ্টি হয়েছিল সমস্যাটা। পালিয়ে যাবার আগে সেই ভুল শোধরাতে চেয়েছিল সে।'

'গুলির শব্দ তো শুনতে পেলাম না!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল মায়রা।

মাথা নাড়ল রাইকার। 'হয়নি, তাই।'

এবার নিময়ের মাথা আর শরীরের অস্বাভাবিক কৌণিক অবস্থান খেয়াল করল মায়রা। রীতিমত শিউরে উঠল সে। ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল রাইকার। 'যে কোন কাজের প্রয়োজনীয় উপকরণ মানুষ নিজেই জোগাড় করে। পরে কথাটা তোমাকে বুঝিয়ে দেব আমি। এ মুহূর্তে লাশটা ওয়্যাগনে তুলতে হবে, শেরিফের হাতে তুলে দিয়ে আসব। আরেকটা জিনিস তার মালিকের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে তারপর। ব্যস, কাজ শেষ।'

মায়রাকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে দেখে আবার বলল, 'পুরানো পিস্তলটা তোমার বাবাকে ফিরিয়ে দেব। এখানে রাইফেল ছাড়া আর কিছু লাগবে না আমার...' মায়রার দিকে তাকিয়ে হাসল ও, 'জ্যাক র‍্যাবিট মারব আরকি!'

ওর দেয়া সেই প্যান্ট আর ডেনিম জ্যাকেটই পরে আছে এখন মায়রা। জ্যাকেট স্পর্শ করল রাইকার। 'এবার বোধ হয় ঘনঘন এগুলো পরতে হবে তোমাকে, গাল, যতদিন সংসার শুরু করা না যাচ্ছে—'

মাথা নাড়ল মায়রা। 'ভুল বললে, ডার্লিং, ওটা শুরু হয়ে গেছে!'

অবিচল মায়রা নিময়ের লাশ ওয়্যাগনে তুলতে সাহায্য করল বেন রাইকারকে।

*****